

श्रिवित क्लग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 25 Issue ● 25 January, 2022, Tuesday ● ১১ মাঘ, ১৪২৮, মঙ্গলবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

আপৎকালীন বৈঠকে টিম এনসি কানাঘুষো সমর্থন প্রত্যাহারের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমিটির সদস্যরা ওই বৈঠকে রাজ্য আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রাজ্য রাজনীতির প্রবাহমান ঘটনাবলী রাজনীতিতে তবে কি নয়া এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সংযোজন? যেভাবে প্রতিদিন শাসক দলের অন্দরে বিভিন্ন মাতবেন। সোমবার গভীর রাতে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে নিয়ে এই দিনক্ষণ ধার্য হয়েছে বলে সূত্রের

ঘিরে সুনির্দিষ্ট আলোচনায় ক্ষোভ ঘনীভূত হচেছ, তাতে খবর। ইতিমধ্যেই আইপিএফটির



স্বদলীয় নেতা-কর্মীরা নানাভাবে দলে থেকেও 'বিক্ষুব্ধ' হয়ে উঠছেন। গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে ধরা দিচেছ শাসক দলের সঙ্গে আঁতাত-করা দল আইপিএফটি। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, আগামী ২৭ তারিখ আইপিএফটি দলের সর্বোচ্চ কমিটি একটি আপৎকালীন বৈঠকে বসবে। দলের সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং

শীর্যস্তরীয় এক দু'জন নেতা, বিভিন্ন মহলে এই দাবি করেছেন যে, খুব শীঘ্রই শাসক দলের উপর চাপ বাড়িয়ে মন্ত্রিসভা থেকে 'হাত গুটিয়ে' নিতে পারে দলটি। এত কিছুর মাঝেই আইপিএফটির এক অন্যতম শীর্ষ নেতা সোমবার রাতেই একই বিষয়ে বলেছেন, শাসক দল থেকে সমর্থন তুলে হবে না, সকলেই জানবেন! সোমবার আইপিএফটির বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৭ তারিখ দলের প্রধান কার্যালয় অথবা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য এনসি দেববর্মার আবাসেই বৈঠকটি হতে পারে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি তিপ্রা মথা'র সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সঙ্গে দিল্লিতে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে একই মঞ্চ ভাগ করেছেন আইপিএফটি নেতা তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার আরেক সদস্য মেবার কুমার জমাতিয়া। অন্যদিকে, গত কয়েকদিন আগে, দুই জনজাতি যুবকের সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে যখন তিপ্রা মথা'র সমর্থন নিয়ে টিএসএফ বারো ঘণ্টার বন্ধ ডেকে বসে, সেই বন্ধকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানান মন্ত্রী মেবার। এমন নানাবিধ ঘটনায় শাসক দলকে সামগ্রিকভাবে অস্বস্তিতে ফেলছে সহযোগী দল আইপিএফটি। আইপিএফটি ২৭ তারিখের বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে 'মেগা' কোনও সিদ্ধান্ত নিতেও পিছুপা হবে না। বাকিটা অবশ্যই সময় বলবে।

নিলে তা গোপনীয়তা বজায় রেখে

চেয়ার নড়ে চড়ে না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২৪ জানুয়ারি।। বানরের হাতে তরোয়াল পড়লে রাজাই দুই টুকরো হন, বাচালের হাতে কলম পড়লে দুষ্কর্মই হয়। মুনাফাবাজ , অর্ধশিক্ষিত লোকেদের হাতে সাংবাদিকতাও ধ্বংস হয়ে গেছে। দালালির ভাষা দায়িত্বহীন হয়, সেটাই হচ্ছে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশের উপস্থাপনায়। সরকারি বিজ্ঞাপনে ভাসতে ভাসতে, এখানে-সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে, এই-ওই সংস্থার এক নম্বর , দুই নম্বর , তিন নম্বর চেয়ার দখল করা আর সাংবাদিকতা এক নয়। সাংবাদিকতার কথা বাদ দিলেও, সাধারণ বৃদ্ধিতেই ধরা যায় যে, একটি দুঃখজনক ঘটনাকে পণ্য বানিয়ে আরেকটি জীবনকে মৃত্যুর দিকে প্ররোচিত করা সাংবাদিকতা নয়। সংবাদমাধ্যম কারও বিচার করতে পারে না।শাসক দলের এক যুব নেতাকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মৃত্যুর আগে রেকর্ড করা একটি মেসেজও প্রকাশিত হয়েছে। তারপরেই একটি মেয়েকে জড়িয়ে পোস্ট পড়েছে, এক সাংঘাতিক সংবাদমাধ্যমও পিছিয়ে নেই, মেয়েটির ছবি দিয়ে 'খবর' করেছে। যেমন খবর হয়েছে, সেটি মৃত্যুর দিকেই প্ররোচিত করা। মিডিয়া মনিটরিং

এরপর দুইয়ের পাতায়

উত্তোলন করবেন তেরঙ্গা, সাক্ষাৎ যীষ্ণু, শান্তির সঙ্গে

ক্ষিত'হওয়া নিয়ে ক্ষোভ

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সাংগঠনিক অভিধান অনুযায়ী, 'ত্রিপুরা' রাজ্য একটি 'প্রান্ত'। সোমবার বিকালে 'ত্রিপুরা প্রাস্তে' চারদিনের সাংগঠনিক সফরে আসেন

রাজ্য সফরে মোহন ভাগবত ফ্ল্যাশ ব্যাকঃ ०१/०১/२०२२

আরএসএস স্প্রিমো মোহন ভাগবত। এই রাজ্যটি আরএসএস'র সাংগঠনিক অভিধানে, তিনটি বিভাগে বিভক্ত। তিন বিভাগের নির্দিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে আগামী তিনদিন নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারবেন শ্রীভাগবত। গত ৭ জানুয়ারি 'প্রতিবাদী কলম' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'রাজ্য সফরে মোহন ভাগবত' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই খবরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, সোমবার বিকেল ৩.৫৫ মিনিটে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে অবতরণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ষষ্ঠ

ফেলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংঘ প্রচারক এবং বিভিন্ন পদে আসীন স্বেচ্ছা সেবকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। চারদিনের রাজ্য সফরে আসা শ্রীভাগবত-এর সঙ্গে অনেকেই সৌজন্য সাক্ষাৎ করার



সরসংঘচালক মোহন মাধুকর ভাগবত। গত ১৬ দিন আগেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ তথা আরএসএস'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় নাগপুরের এক সূত্র মোতাবেক, খবরটি প্রকাশ করে 'প্রতিবাদী এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। সোমবার ত্রিপুরায় আসেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংঘ চালক ড: মোহন ভাগবত আজ খয়েরপুর তোলাকোনাস্থিত সেবাধামে, আরএসএস প্রধান ড: মোহন ভাগবত এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে অবগত হন বলে খবর। বিশেষ করে, রাজ্যের সমস্ত জনজাতিদের ঐতিহ্য পরস্পরাগত চর্চার বিকাশ ও আর্থ সামাজিক মানোন্নয়ন সম্পর্কে অবগত হন। তার পাশাপাশি অস্ত্যোদয় ও পিছিয়ে পড়া অংশের

উন্নয়ন বিষয়ে

মুখ্যমন্ত্রীর কথা

সুযোগ পাননি। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সংঘের কাজে রাজ্যে রয়েছেন বা বিভিন্ন পদ সামলাচ্ছেন, এমন মানুষের কল্যাণে অগ্রাধিকারের অনেককেই শহরের সেবাধামে ভিত্তিতে কাজের বিষয়েও সম্ভুষ্টি ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এরপর দুইয়ের পাতায়

সাহারা য় সমস্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। আগতলায় সাহারা'র রিজিওনাল অফিসে আমানতকারীরা টাকা পাওয়ার জন্য সোমবারে ভিড় করেছিলেন। কেউ মুড়ি বিক্রি করে টাকা জমিয়েছেন, কেউ বাড়ি বাড়ি কাজ করে টাকা জমিয়েছেন, অনেক দিন আগেই মেয়াদ পূর্ণ করলেও কেউই টাকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। সাহারা'র ম্যানেজারকে আমানতকারীরা ঘিরে ধরেন। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টে মামলার কারণে টাকা দেওয়া যাচ্ছে না বলে কোম্পানি জানিয়েছে। পরে তিনি বলেছেন যে, সবাইকে টাকা একসাথে দেওয়া যাবে না, অ্যাকাউন্টের নম্বর দিয়ে গেলে তিনি কোম্পানিকে জানাবেন, যতটুকু টাকা পাওয়া যাবে, আমানতকারীরাই ঠিক করবেন যে কে আগে টাকা পাবেন। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, টাকার জন্য চিকিৎসা করাতে পারছেন না, অথচ টাকা পার ছেন আমানতকারীরা অভিযোগ করেছেন যে, সাহারা আগরতলা থেকে রিজিওনাল অফিস গুটিয়ে নিচ্ছে।

টাকা নেই পশ্চিমের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। স্টেট রাইফেলস জওয়ানদের অবসরের বয়স সাতান্ন থেকে ষাট বছর করার প্রস্তাব দিয়ে স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে ফাইল পাঠিয়েছিল পুলিশ সদর দফতর। এক সময় অবসরের বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর, বাম সরকার তা বাড়িয়ে সাতান্ন করেছিল। প্রস্তাব ছিল জওয়ানদের রেশন মানি বাড়ানোর জন্যেও। সেসব প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পুলিশে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে নানা ক্ষোভ আছে, তুষের আগুনের মত তা জুলছে। রাজনৈতিক নেতাদের নানা আবদার আর নির্দেশের থানা স্তরেও যথেষ্ট বিরক্তি ক্ষোভ জমা হয়েছে। পশ্চিম জেলায় থানায় থানায় পুলিশ কর্মীরা প্রাপ্য বাৎসরিক আলাউন্স পাচ্ছেন না। জানা গেছে, স্ক্রুটিনির নামে থানায় থানায় নজরদারি চালানো হচ্ছে, এদিকে বকেয়া জমে আছে অ্যালাউন্স। অন্যান্য জেলায় সেই অ্যালাউন্স দেওয়া হয়েছে বলে খবর, আর রাজ্যের প্রধান জেলা পশ্চিমে সেই টাকা দেওয়াই হচ্ছে না। এই নিয়ে একরাশ বিরক্তি উগড়ে দিয়ে এক এএসআই মন্তব্য করেছেন, আর পারছি না। শুধু পেটের দায়ে প্রতিদিন এই উর্দিটা গায়ে দিতে হচ্ছে, যদি পারতাম আজই এই কাজ ছেড়ে দিতাম।

দায়িত্ব নিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরীর সাংসদ তথা বিজেপির জনজাতি

মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব রেবতী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ২৪ জানুয়ারি।। ব্যক্তিগত দেহরক্ষী থাকার পরও সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীর জন্য রাজ্য সরকার সর্বক্ষণের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী নিশ্চিত করলো। অনেকটা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য কিংবা বিজেপি প্রদেশ সভাপতির ন্যায় সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক শ্রী চৌধুরীও য়েখানেই কর্মসূচিতে যাবেন এক গাড়ি নিরাপত্তারক্ষী সাথে সাথেই থাকবে। সম্প্রতি রাজ্য আরক্ষা দফতর ঠিক এভাবেই সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলো। আচমকা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য সরকারের দরাজ অবস্থান নিয়ে খোদ সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও শাসক দলের মধ্যেই ফিস-ফিস, গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যেখানে গত কয়েক মাস পূর্বে

ত্রিপুরার আগরতলার ভাড়া বাড়ি থেকে নিরাপত্তারক্ষী প্রত্যাহার করা হয়, সেখানে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা বেস্টনী নিশ্চিত করা কেন? শাসক দলের কৃষ্ণনগরের প্রধান কার্যালয়েও এ প্রশ্নে সমালোচনার ঝড় বইছে। রাজধানীর রাজনৈতিক মহলেও চলছে নানা গুঞ্জন। তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কেননা, ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপি জয়লাভ করার পরও বিজন ধর এবং তার পরবর্তী সময় গৌতম দাশ সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের পদ সামলেছেন। তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের এধরনের নরম মনোভাব দেখা যায়নি। গৌতম দাশ'র মৃত্যুর পর সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের

সরকারের সিপিআইএম প্রীতি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে সাম্প্রতিক পুর ভোটের প্রাক্কালে গোটা রাজ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান এবং পাহাড়ে তিপ্রা মথার দখলদারীতে প্রদেশ বিজেপি ও খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজেও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পডেন। শুরু হয় শাসক দলের নয়া রাজনৈতিক রণকৌশল। তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থানের কথা প্রচারেও যাতে সামনের সারিতে না আসতে পারে সেই ব্লপ্রিন্ট বাস্তবায়নের জন্য দল ও প্রশাসনকে কাজে লাগানো শুরু হয়েছে। একাংশ রাজনৈতিক মহল প্র ভোটের প্রাক্কালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের আচমকা ধনপুর অভিযানকেও এই রাজনৈতিক • এরপর **দই**য়ের পাতায়

আসার পর আচমকা রাজ্য

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। আসাই মূল কাজ। রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্যেই যে কাজ করছে এটা

ম্খ্যমন্ত্রী। গ্রামীণ হতদরিদ্র মানুষগুলোর হাতে কিছু টাকাকড়ি পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো রেগার কাজ। কিন্তু শ্মশানে চুরি করার মতোই হতদরিদ্র এই মানুষগুলোর শ্রমও কিভাবে চুরি হয়ে গিয়েছে তা সম্প্রতি ধরা পড়েছে সোশ্যাল অডিটে। পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রায় সবক'টি গ্রাম

তা দিয়ে গোটা ব্লকের নিরন্নপীড়িত মানুষগুলোরও কয়েক মাসের খাদ্য বস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে যেতো। সোশ্যাল অডিটের তথ্য মোতাবেক এই ব্লুকের ৮টি পঞ্চায়েতের কেলেঙ্কারির পরিমাণ ৩৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৯৩ টাকা। এর মধ্যে

ব্লুকে রেগায় মোট ১০৬৮টি কাজ নির্ধারিত করা হয়েছে। কিন্তু কাজ করার আগে জিও ট্যাগিং করা হয়েছে ৯১০টি কাজের ক্ষেত্রে। ১৯৮টি কাজের ক্ষেত্রে কোনওরকম জিও ট্যাগিং করা হয়নি। কেন করা হয়নি — তা শুধ কাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরাই বলতে পারেন। নিয়ম অনুযায়ী ৯১০টি কাজের যেহেতু জিও ট্যাগিং হয়েছে, সেহেতু সবক'টিতেই কাজ

দরিদ্রতম এবং পশ্চাদপদ রইস্যাবাড়ি। রাজ্যে পিছিয়ে যে বুকগুলো রয়েছে এর মধ্যেও সামনের সারিতে রয়েছে রইস্যাবাড়ি ব্লক। সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া জনপদকে সরকারি উন্নয়নের কার্যধারার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে

হয়েছে। আর এতে যে পরিমাণ

আর্থিক বিচ্যুতি ঘটেছে ২৭ লক্ষ রইস্যাবাড়ি ব্লকের ৮টি গ্রাম ৭৪ হাজার ৭৯৩ টাকার। মাঝপথে হাওয়া হয়ে গিয়েছে ১০ লক্ষ ৮৪ পঞ্চায়েতেই সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হাজার টাকা। কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছে জিও ট্যাগিংয়ের ক্ষেত্রেও।

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। সোমবারও তাই হলো। প্রতিবাদী প্রতিদিন গাঁজা অভিযানের নামে কলম পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার এক নামকাওয়াস্তে 'অভিযান' জারি খবরের নিরীখে গাঁজা গাছ আগুনে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পুলিশের 'গাঁজা অভিযান'।

আছে। গাঁজা চাষ, গাঁজা বিক্রি বা পুড়ল। কিন্তু দোষীরা কেউই

ফ্ল্যাশ ব্যাকঃ **২**8/**0১**/২০২২ গাঁজা চক্রের সঙ্গে যুক্ত মাস্টারমাইন্ড একজনকেও

গ্রেফতার করার নামে নাম নেই। শুধু হাত-দা আর পুলিশি লাঠি দিয়ে গাঁজা গাছ কেটে ফেলা এবং কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে ফেলা। এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাজ্য

পুলিশের জালে ধরা পড়লো না। প্রতিমাসে লক্ষ-লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্ৰাঞ্চ তথা এসবি'র আধিকারিক ও কর্মীদের জন্য বেরিয়ে গেলেও, লাভের লাভ কিছুই হচেছ না। রাজ্য পুলিশ নানাভাবে প্রতিদিন ব্যর্থতার নজির গড়ছেন। সোমবার আরও একটি লোক দেখানো গাঁজা অভিযানে

গাঁজা চাষ করছে, তাদের কারোর টিকির নাগাল পাচ্ছেন না পুলিশ পুলিশের তরফে সোমবার এনসিসি ডিভিশনের এসডিপিও পারমিতা আধিকারিকরা। লজ্জার মাথা এবং



নেমে রাজ্য পুলিশ নিজের 'চরিত্র' বজায় রাখলো। গাঁজা গাছ কেটে সেগুলো পুড়িয়ে দিয়ে নিজেদের 'অভিযান' শেষ করলো রাজ্য

মুখ খেয়ে, পুলিশ গাঁজা ক্ষেতে গিয়ে গাছ কাটে আর আগুন ধরায়। সোমবারও নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে অবশেষে নিজেদের পুলিশ। গ্রেফতার নেই। কে বা কারা পিঠ নিজেরাই চাপড়ালেন রাজ্য

পাণ্ডে শহরে গাঁজা অভিযানে বেরিয়ে গাঁজা গাছে আগুন লাগিয়েছেন। সোমবার এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'স্মার্টসিটিতে এরপর দুইয়ের পাতায়

চটপট উত্তর ছিলো, মোগাম্বো খুশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। দীর্ঘ বাম আমল জুড়ে তার কথায় বাঘ আর গরুতে নাকি এক ঘাটে জল খেতো। বামেদের প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও বারে বারেই তিনি রামনগর কেন্দ্ৰ থেকে বিধানসভায় জয়ী হয়ে এসেছেন। তার প্রবল প্রতাপের কাছে বামেদের বাঘা বাঘা নেতারাও হেরে ভূত হয়েছেন। সেই সুরজিৎ দত্ত যেন নিজের সরকারের আমলেই রামনগরে হয়ে পড়েছেন নখদস্তহীন। তার রাজনৈতিক জীবনে দাডি টেনে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন তারই পারিষদবর্গ, খবর এমনটাই। একবার বিধানসভা ভোটে সিপিএমের সেই সময়কার হাইপ্রোফাইল প্রার্থী সমীর চক্রবতীকে প্রার্থী করা হয়েছিলো রামনগরে। শুনেই সুরজিৎ দত্তের

হোয়া। সুরজিৎবাবু নিজেকে বরাবরই মোগাম্বো ভেবেই খুশি হয়েছেন এবং এটা ঘটনা সেবার সমীর চক্রবর্তীকে হারিয়ে ধরাশায়ী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আর সেই মোগাম্বো খুশ থাকতে পারছেন না। জানা গেছে, তারই মণ্ডল সভাপতি তাপস দেব নাকি নিজেকেই এবার রামনগরের ভবিষ্যৎ বিধায়ক হিসেবে তুলে ধরতে চেয়ে যাবতীয় কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে রামনগরে সুরজিৎবাবুর হাত থেকে প্রায় সমস্ত ক্ষমতারই হস্তান্তর হয়েছে মণ্ডল সভাপতি তাপস দেব'র কাছে। এতদিন পর্যস্ত রামনগরের যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে ধরে রেখেছিলেন সুরজিৎবাবু, এখন সেই আকর্ষণ স্থানান্তর হয়ে তাপসবাবর কাছে

গিয়েছে। এবারের পুর নিগমের ভোটে তাপসবাবুর স্ত্রী কাউন্সিলার হয়েছেন। তিনি নিজে শিশুবিহার স্কুল এবং প্রগতি বিদ্যাভবনের স্কুল পরিচালন কমিটির অন্যতম প্রধান কর্তা। মণ্ডল সভাপতি হওয়ার দরুন গোলচক্রের ইন্টিথেটেড চেকপোস্ট, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য সহ গোটা রামনগরের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। যে কারণে সুরজিৎবাবুর কমিটেড ৭০ শতাংশ লোকের মধ্যে ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন মণ্ডল সভাপতি। বাদবাকি ১৫ থেকে ২০ শতাংশ মানুষ এখনও সুরজিৎবাবুর প্রতিই আস্থা রেখেছেন। সূত্র বলছে, সরজিৎ দত্ত পরবর্তী রামনগরের বিধায়ক পদের দাবিদার ছিলেন

(ভারত সরকার অধিনস্ত একটি সংস্থা)

গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এর প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনে অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের উচ্চ চাপ যুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং সিপাহিজলা জেলার মধ্যে দিয়ে গেছে এবং এই লাইন গুলি দ্বারা নিপকো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (আর.সি.নগর), টি.এস.ই.সি.এল রুখিয়া, বড়মুডা এবং আগরতলা শহর গ্যাস সরবরাহকারী ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোঃ লিঃ এ প্রাকৃতিক গ্যাস (শহরে পি.এন.জি এবং সি.এন.জি সরবরাহ করার জন্য এবং তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কারখানায় জ্বালানির কাজে ব্যবহার করার জন্য) সরবরাহ/স্থানান্তকরন করা হচ্ছে।

বিভিন্ন জেলার মধ্য দিয়ে পাইপলাইন যাওযার বিস্তারিত নিচে দেওয়া হল -

পাইপ লাইন অংশ	জেলা
১২" ডোম ডেস্পাচ থেকে আনন্দনগর	পশ্চিম ত্রিপুরা
১০" কোনাবন ট্যাপ-অফ্ থেকে আনন্দনগর	পশ্চিম ত্রিপুরা
১২" আনন্দনগর থেকে নিপকো	পশ্চিম ত্রিপুরা
৪" ডুকলি থেকে মহারাজগঞ্জ	পশ্চিম ত্রিপুরা
১২" কোনাবন ডেস্পাচ থেকে কোনাবন ট্যাপ-অফ্	সিপাহিজলা ত্রিপুরা
৮" কোনাবন ট্যাপ-অফ্ থেকে রুখিয়া	সিপাহিজলা ত্রিপুরা

পেট্রোলিয়াম এবং মিনারেলস পাইপলাইনস (পি & এম.পি) অ্যাক্ট, ১৯৬২

অনুসারে উল্লিখিত পাইপলাইন বসানোর জন্য ভূমির উপর গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এর ব্যবহারকারি অধিকার অর্জিত আছে। পাইপলাইন বসানোর পরে ভূমি, ভূমির মালিকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে চাষবাস এবং সাধারণ শষ্য জাতিয় উদ্ভিদ চাষ করার জন্য। এই পাইপলাইনগুলো বর্তমানে/ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন কারখানাতে গ্যাস চাহিদার যোগান দেয়/দেবে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে গার্হস্থ্য/ব্যবসায়ীক ভোক্তাদের নিকট পরিষ্কার জ্বালানি সরবরাহ করা হয় এবং সংকুচিত রূপ সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস হিসেবে ঘানবাহনে ব্যবহার করা হয়। এই পাইপ লাইনগুলো দেশের উন্নতি এবং পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ

যেহেতু, এই পাইল পাইনগুলো প্রচন্ড দহনশীল এবং বিপজ্জনক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করে, তাই ভূমি আইন এবং অ্যাক্ট অনুসারে কোন দালান ঘর নির্মাণ অথবা যেকোন গঠন; জলাশয়, চৌবাচ্চা, বাঁধ ইত্যাদি খনন এবং নির্মাণ অথবা বড় গাছ লাগানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই ধরনের কার্যকলাপ ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং জনসাধারণের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এবং পাইপলাইন সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সুতরাং, জনসাধারণকে অবগত এবং অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে এই ধরনের কার্যকলাপ না করা হয়; যার ফল স্বরূপ একটি সুরক্ষিত পাইপলাইন গঠিত হবে। ভূমি আইন এবং অ্যাক্ট অনুসারে যদি কেউ পি & এম.পি অ্যাক্ট লঙ্ঘন করে তবে তাহা শাস্তিযোগ্য এবং দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং অনধিকার প্রবেশকারির বিরুদ্ধে যথাযোগ্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এছাড়াও, আর.অ.ইউ তে এই ধরনের কার্যকলাপের খবর জ্ঞাপন এবং সম্ভাব্য অসুরক্ষিত অবস্থা সম্পর্কে দয়া করে অবগত করুন, **গেইল (ইভিয়া, লিমিটেড, আগরতলা (রাধানগর বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে), পোস্ট** : অভয়নগর, আগরতলা, জেলা ঃ পশ্চিম ত্রিপুরা, যোগাযোগ নম্বর ঃ- ০৩৮১-২৩২-৩৭৬৮ / ২৩২-০৯৭৫ / ২৩০-২৫০৯ ও ০৩৮১-২৩২৩৯৩৩, টোল ফ্রি নম্বরে ঃ ১৮০০১১৮৪৩০ ও ১৫১০১.

সোজা সাপ্টা

অবৈধ মদ

অবৈধ মদের সন্ধানে নেমেছেন শাসক দলের এক তাবড় নেতা। করোনার স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করে দলবল নিয়ে তিনি এখন অবৈধ মদের সন্ধানে এখানে-ওখানে হানা দিচ্ছেন। এরাজ্যে সরকার বদলের পর দেখা গিয়েছিল খোদ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী স্কুলে স্কুলে গিয়ে মদের বোতল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী যখন স্কুলে স্কুলে মদের বোতলের সন্ধান করছেন তখন দেখা গেলো রাজ্য সরকার গোটা রাজ্যে কয়েকশো নতুন মদের দোকান খুলে দিলেন। শহরে চালু করা হলো মদের বার। সবার জানা, এই সমস্ত নতুন মদের দোকানের আসল মালিক কারা। তবে শোনা যাচ্ছে, সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানগুলিতে মদ বিক্রি নাকি আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। লাইসেন্সহীন মদের বিক্রি নাকি বেড়ে চলছে। আর তাতেই নাকি অনেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানের মালিক চিন্তিত তাদের ব্যবসা নিয়ে। অনেক এলাকায় নাকি বৈধ মদের দোকানের চেয়ে অবৈধ মদের দোকানে বিক্রি বেশি। আর তাতেই নাকি কোন কোন বৈধ মদের দোকানের আসল মালিক চাইছেন, অবৈধ মদের করবার বা ব্যবসা বন্ধ করতে। আর তার প্রতিফলন নাকি হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। প্রশ্ন হচ্ছে, বৈধ হউক বা অবৈধ। মদ বিক্রি কতটা জরুরি? মদ বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযান না করে শুধু অবৈধ মদের খোঁজে যারা নেমেছেন তারা আসলে ঠিক কি কারণে এতে অংশ নিচ্ছেন তা কিন্তু মানুষের অজানা নয়। রাজ্য সরকারকে চাপ দিন। বলুন, মদের দোকান কমাতে বা রাজ্যে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করতে। অবৈধ মদ বিক্রিকে বন্ধ করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত গোটা রাজ্যেই মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করা না হবে।

পবিত্রকে ফের জেরা

• আটের পাতার পর - জমা করতে পারেনি পুলিশ। বাদল চৌধুরীর মামলায় জোর ধাক্কা খাওয়ার পর এখন ক্রাইম ব্রাঞ্চ পবিত্র করের পেছনে লেগেছে। সোমবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডাক পেয়ে আইনজীবী ভাস্কর দেবকে নিয়ে ছুটে যান পবিত্র কর। জিজ্ঞাসাবাদের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন পবিত্র কর এবং তার আইনজীবী ভাস্কর দেব। পবিত্রবাবু পরিষ্কারভাবেই বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর বামফ্রন্ট সরকারে ছিল। সরকার থেকে বামফ্রন্ট যাওয়ার পরই বলা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী থেকে সবাইকে জেলে ঢোকানো হবে। এখানেও নির্বাচনের আগে থেকে বলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী-সহ সবাইকে জেলে রাখা হবে। আমরা যারা সরকারের ভূল কাজে প্রতিবাদ করছি তাদের উপর রেষ বেশি বিজেপি জোট সরকার গঠনের পর থেকেই। বামপন্থী কর্মীদের উপর আক্রমণ চলছে। এখন পর্যন্ত ২১ জন বামফ্রন্টের কর্মী খুন হয়েছেন। বামপন্থী কর্মীদের সবজি ক্ষেত কেটে দেওয়া হচ্ছে. পুকুরে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়। এইভাবে অত্যাচার চলছে। যে কারণে আমাদের উপর মানুষের সমর্থনও বাড়ছে। এসব বুঝেই শাসকদল আমাদের উপর নির্যাতন করতে পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছে। এদিকে পবিত্রবাবুর আইনজীবী ভাস্কর দেব জানান, অভিযোগ করা হয়েছে পবিত্র করের নামে ২৮ কোটি টাকার বেনামি সম্পত্তি আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর কোনও প্রমাণ নেই ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে। হেনস্থা করতে একই প্রশ্ন বারবার করা হচ্ছে আগের দফায়ও চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা পবিত্র করকে জেরা করে যে প্রশ্নগুলি করা হয়েছিল তা এদিন আবারও করলেন ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা। ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে কিছুই লাগেনি। শুধুমাত্র হেনস্থাই করা হচ্ছে।

আত্মঘাতী মহিলা

আটের পাতার পর - সুভদ্রাকে। তার বাড়ির জায়গার কাগজও আটকে রেখেছে শস্তু। সুভদ্রার মেয়ের বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়িতে দেওয়ার জিনিসপত্রও ছিনিয়ে নেয় শস্তু এবং নেহাল চন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা কাজল ঋষিদাস। টাকা ফিরিয়ে দিতে জায়গা বিক্রি করতে চেয়েছিলেন সুভদ্রা। কিন্তু জায়গার কাগজপত্র ফিরিয়ে দিতে রাজী নন শস্তু ঋষিদাস। টাকার জন্য শারীরিকভাবে নির্যাতনও করা হয় সুভদ্রাকে। প্রকাশ্যেই তাকে গালিগালাজ করা হতো। অপমানে সুভদ্রা নিজের বাড়িতেই বিষপান করেন। গুরুতর অবস্থায় তাকে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় জিবিপি হাসপাতালে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন তিনি। এই ঘটনায় পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। তবে মতার পরিজন বিএসএফ'র জওয়ান শস্ত ঋষিদাসের নামে থানায় মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন। ঋণের চাপে একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনা সামনে আসছে রাজ্যে।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকের

আটের পাতার পর - সরকারের কাছে আবেদন করছি এই মৃত্যু মিছিল আটকানোর জন্য। সরকারের মানবিক মুখ আমাদের এই মৃত্যু মিছিল বন্ধ করতে পারে। প্রতিনিয়ত একের পর এক চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। এই পরিবারগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখক সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর কথা

বলে জানা যায়। কোভিড অতিমারী পরি স্থিতি তে টিকাকরণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণে ভিন্নতার সংকীর্ণতার উধের্ব গিয়ে, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে রাজ্য সরকার যেভাবে কাজ করছে তারও প্রশংসা করেন বলে খবর। এর পাশাপাশি, পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ বছর পৃতিতি আগামী ২৫ বছরের রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যেভাবে সংকল্পবদ্ধ হয়ে সরকার মানুষের জন্য কাজ করছে, তার জন্যও শুভেচ্ছা জানান বলে জানা যায়। কেন্দ্ৰ-রাজ্য যৌথ আস্তরিক সমন্বয়ে, অল সময়ের মধ্যে রাজ্যে বিকাশের এক নতুন দিশায় অথসেরের বিষয়েও জানিয়েছেন বলে জানা যায়।

বর্ষসেরা শাহিন শাহ আফ্রাদ

 সাতের পাতার পর ৯টি টেস্টে তিনি নিয়েছেন ৪৭টি উইকেট।টি ২০ বিশ্বকাপে ভারতের দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে আফ্রিদি যে ধাক্কা দিয়েছিলেন, সেই আগুনে স্পেল-সহ আফ্রিদির বোলিংই যে দলকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় সে কথা স্বীকার করেছিলেন বিরাট কোহলি ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজই হোক বা অ্যাশেজ সিরিজে ভরাড়বি, শ্রীলঙ্কা সফরই হোক বা দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজ। ইংল্যান্ড ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ পারফরম্যান্স দেখা গিয়েছে অধিনায়ক জো রুটের কাছ থেকে। ২০২১ সালে টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ফর্মের ধারেকাছে কেউ ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই জো রুট বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের পুরস্কারটি দখল করেছেন। ১৫টি টেস্টে ৬টি শতরান-সহ রুট ১৭০৮ রান করেন ২০২১ সালে। আইসিসির বিচারে বর্ষসেরা একদিনের ক্রিকেটার হয়েছেন বাবর আজম।

ফের পতন শেয়ার বাজারে

ছয়ের পাতার পর কোম্পানিগুলির শেয়ারেরও পতন ঘটেছে সোমবার। প্রায় সমস্ত ধরনের শেয়ারের দামই পড়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে বাজাজ ফাইনান্স, জেএসডব্লিউ স্টিল, টেক মহিন্দ্রা, টাটা স্টিল এবং উইপ্রোর মতো সংস্থা। তবে এনটিপিসি, সান ফার্মা, ভারতী এয়ারটেল, আইএসআইএসআই ব্যাঙ্ক, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কের মতো কিছু সংস্থার শেয়ার দর পড়েনি। বাজার বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, দুর্বল বিশ্ব বাজারের ধাক্কায় কাহিল ভারত। তার উপরে সোম থেকে শুক্র বিদেশি লগ্নিকারীরা ভারতে ১২,৫৪৩.৬১ কোটি টাকার শেয়ার বেচেছে। সে কারণেই এই পতন। তবে অন্য অংশের মতে, অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ৬১ হাজার পেরনো বাজারে এই সংশোধন হওয়ারই ছিল। লগ্নির সুযোগ খুলেছে।

'মণিপুরেও বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ'

 ছয়ের পাতার পর তাঁরাও তৈরি এই লড়াইয়ে। ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও এনপিপি জোট বেঁধে লড়াই করেছিল। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস এখানে বৃহত্তম শক্তি ছিল। কিন্তু কংগ্রেসকে সুযোগ না দিয়ে এনপিপি-বিজেপি। অন্যান্যদের সহায়তায় মণিপুরে সরকার গড়েছিল। কংগ্রেস এ রাজ্যে ২৮টি আসনে জয়ী হয়েছিল। আর বিজেপি জিতে ছিল ২১টিতে। এনপিপি পেয়েছিল ৪টি এবং নাগা পিপলস ফ্রন্ট বা এনপিএফ পেয়েছিল ৪টি, তুণমূল কংগ্রেস, লোকদল জনশক্তি পার্টি ও নির্দল একটি করে আসনে জয়ী হয়েছিল। কংগ্রেসকে আটকাতে সবাইকে মিলিত করে সরকার গড়েছিল বিজেপি। এবার সেই জোট ভেঙে গিয়েছে অনেকটাই। বিজেপি ছোট দলগুলি থেকে বিধায়কদের নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে শক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে। এমনকী কংগ্রেস থেকেও বিজেপি ভাঙিয়ে বৃহত্তর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে বিজেপি। তাই বিজেপি মনে করছে, এবার তারা এখানে একাই কংগ্রেসের মোকাবিলায় প্রস্তুত। এখন দেখার এনপিপি বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ায় কোনও প্রভাব পড়ে কি না। আদতে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে কোন্ দিকে মোড় নেয় রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, তারা মণিপুরে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এবার সরকার গঠন করবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখ কী হবে, তা বলবে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। মাঝে এই রাজ্যে বিজেপি বিপাকে পড়েছিল। কংগ্রেস ফের ক্ষমতা দখলের জায়গায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসে ফের ভাঙন ধরিয়ে বিজেপি সামলে নিয়েছিল সরকার। এখন দেখার ২০২২-এর নির্বাচনে কোন্ পক্ষে রায় দেয় মণিপুরী জনতা।

জিডিপি বৃদ্ধির ইঙ্গিত!

• ছয়ের পাতার পর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি পেশ করেছিলেন, সেটি তৈরি করেছিলেন সিনিয়র ইকনমিক অ্যাডভাইসর ইলা পট্টনায়েক। তৎকালীন মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা রঘুরাম রাজনকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর করা হয়। পরে অক্টোবরে তাঁর জায়গায় মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা হন অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যম।জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের (এনএসও) আগাম অনুমান অনুসারে চলতি অর্থবছরে ৯.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বাভাস করা ৯.৫ শতাংশের চেয়ে কিছুটা কম। করোনা মহামারীর জেরে আর্থিক কর্মকাণ্ডে ধাক্কা লেগেছিল। সঙ্গে ছিল লকডাউনের প্রভাব।ফলে ২০২০-২১ আর্থিক বছরে ৭.৩ শতাংশ হারে সংকুচিত হয়েছিল অর্থনীতি। কিন্তু এবার স্থানীয় স্তরে কিছু বিধিনিষেধ ছাড়া তেমন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এদিকে, সংক্রমণের প্রকোপও কম। তাই বৃদ্ধির হার ঘুরে দাঁড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। করোনা অতিমারীর ধাক্কা কাটিয়ে শীঘ্রই আন্তর্জাতিক উড়ান এবং অন্য বাণিজ্যিক কাজকর্ম চালু হয়ে যাবে বলে আশা করছে সার্ভিসেস এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে ৩০০ বিলিয়ন রপ্তানি বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার চেয়ারম্যান সুনীল এইচ তালাতি। চলতি আর্থিক বছরের শেষে এই অঙ্ক ২৪০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ক্ষেত

প্রথম পাতার পর
 এসব কিছুর

পেছনে কাঠি নেড়েছেন রাজ্যে আরএসএস'র দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যতম

প্রধান নিখিল শংকর নিবাস। এ রাজ্যটি আরএসএস'র নিজস্ব সাংগঠনিক ভাষায়, তিন বিভাগে বিভক্ত। আগরতলা, উদয়পুর এবং ধর্মনগর বিভাগ। আগরতলা বিভাগের অন্তর্ধীন খোয়াই-পশ্চিম জেলা এবং সিপাহিজলা জেলা। ধর্মনগর বিভাগে ঊনকোটি, উত্তর এবং ধলাই জেলা। অন্যদিকে উদয়পুর বিভাগের আওতাধীন দক্ষিণ এবং গোমতী জেলা। এই প্রত্যেকটি বিভাগ থেকেই অনেকে অনায়াসে নিজেদের পদ এবং দায়িত্বের নিরিখে শ্রীভাগবতের সঙ্গে দেখা করার ডাক পেতে পারেন। আরএসএস'র ভাষায়, 'আপেক্ষিত' হতে পারতেন। সাংগঠনিকভাবে ডাক পাওয়ার বিষয়টিকে, এই প্রতিষ্ঠানে 'আপেক্ষিত' হওয়া বলা হয়। নিখিলবাবুর দৌরাত্ম্যে নাজেহাল ইতিমধ্যেই বহু রাজ্যস্তরীয় আরএসএস শীর্ষকর্তা ব্যক্তিরা লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে খবর। চারদিনের সফরে ৭১ বছর বয়সী আরএসএস প্রধান শহরের বাইপাস অঞ্চলের তুলাকোনায় অবস্থিত সেবাধামে অবস্থান করবেন। আরএসএসের নাগপুর কার্যালয়ের অসমর্থিত অনুযায়ী, সূ ত্রের খবর অবস্থানকালে তিনি রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্ৰী যীষু দেববৰ্মা এবং শান্তিকালী মহারাজের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন। শুধু তাই নয়, আগামী ২৬ তারিখ প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন তিনি সেবাধামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। কথা ছিল, গত ২৩ তারিখ সকালের বিমানেই রাজ্যে অবতরণ করছেন। বাস্তবে তিনি ২৪ তারিখ বিকেলে রাজ্যে আসেন। খবর, তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিকে

কেন্দ্র করেই রাজ্যে এসেছেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য ৬টি রাজ্য

থেকেও প্রায় ২১ জন প্রতিনিধি

উনার সফরকালে রাজ্যে আসবেন

বলে জানা গেছে। আরএসএসের

শাখা সংগঠন বিশ্বহিন্দু পরিষদ, দুর্গা

বাহিনী, কল্যাণ আশ্রম সহ মোট

৮টি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের

কর্মারা শ্রীভাগবতের সঙ্গে

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠিকে অংশগ্রহণ

করবেন। মুস্বাইয়ের জনতা

কলেজের বিজ্ঞান স্নাতক এবং

নাগপুরের সরকারি ভেটেরিনারি

কলেজের প্রাক্তনী শ্রীভাগবত উনার

সফরকালে শংকর চৌমুহনিস্থিত

কেশব মন্দিরেও একদিন আসবেন

বলে অসমর্থিত সূত্রটি জানিয়েছে।

আক্রান্ত ৮৭৫ জন সংসদ কর্মী অধিবেশন শুরুর আগেই ধাক্কা। এক সঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৮৭৫ জন সংসদ কর্মী। ফলে অধিবেশন চলা নিয়ে জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি সূত্র অনুসারে, ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত ২, ৮৪৭টি করোনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৮৭৫জন সংসদীয় স্টাফের রিপোর্ট পজেটিভ আসে। এর মধ্যে, রাজ্যসভা সচিবালয় থেকে মোট ৯১৫টি পরীক্ষা করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২৭১টি রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। রবিবার বিকেলে, উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুও হায়দ্রাবাদে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হন। পরে তিনি আইসোলেশনে যান। টুইটারে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, দিন কয়েকের মধ্যে যারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তারা যেন নিজেদের পরীক্ষা করান। উল্লেখ্য, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ২০২১ সালেও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। নির্দেশ অনুসারে,

অফিসারের পদমর্যাদার ৫০ শতাংশ আধিকারিক এবং কর্মীদের এই মাসের শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে কাজ করতে হবে। তারা মোট কর্মচারীর প্রায় ৬৫ শতাংশ বলে জানা গিয়েছে। সংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বাজেট অধিবেশনের আগে সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে ভাইরাসের বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিবন্ধী এবং গর্ভবতী মহিলাদের অফিসে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। ভিড় এড়াতে সচিবালয়ের শুরু ও বন্ধের সময় শিথিল করা হয়েছে। সমস্ত অফিসিয়াল মিটিং ভার্চুয়াল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করা উচিত। আক্রান্তদের কীভাবে চিকিৎসা চলছে, তা দেখতে হবে। প্রয়োজনে তাদের হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসায় সহায়তা করা হবে। একটি সাম্প্রতিক সার্কুলারে,

রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, এই দিনটি আমাদের দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। গণতান্ত্রিক দেশ বানানোর জন্য ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ সনের ভারতের সংবিধান সভা দ্বারা গৃহিত সংবিধান এই দিনে ১৯৫০ সনে লাগু করা হয়েছিল। তিনি এই শুভ দিনে সৎ এবং আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে যারা দেশের ভূমি, সমুদ্র এবং আকাশ সীমান্ত রক্ষা করে আসছেন সেইসব সশস্ত্র বাহিনী, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর সাহসী বীর জওয়ানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের বিকাশ দেশের প্রতিটি অংশের বিকাশের উপর নির্ভর করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশ ছাড়া ভারতের বিকাশ অসম্পূর্ণ। তাই ভারত সরকার এই দ্রুত উন্নয়ন এবং প্রগতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্যপাল এই শুভ মুহূর্তে ত্রিপুরা রাজ্যকে উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধ বানানোর জন্য সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

আন্ডার সেক্রেটারি স্তরের নীচের ৫০ শতাংশ অফিসার নির্দিষ্ট করে দেওয়া দিনে অফিসে আসতে পারেন। লিফট এবং করিডোরে যাতায়াতের ভিড় এড়াতে একটি নির্দিষ্ট দিনে অফিসে উপস্থিত সমস্ত কর্মচারীদের কাজের সময় সকাল ১০টা থেকে ১০.৩০য়ের মধ্যে স্থির করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মোট ৩.০৬ লক্ষ (৩, ০৬,০৬৪) নতুন করোনা আক্রান্তকে সনাক্ত করা হয়েছে। ফলে, বর্তমানে ভারতের মোট কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা ৩.৯৫ কোটিতে পৌঁছে গেল

প্রচারের নয়া পত্না

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি।। অভিনব প্রচারের পথ বেছে নিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর লক্ষ্য শুধু এখন দিল্লি নয়। দিল্লির বাইরে অন্যান্য রাজ্যেও আপ সমর্থন তৈরি করা। ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে আসন্ন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের মধ্যে চারটিতেই তাঁর দল লড়ছে। আপ লড়াই করবে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া ও উত্তরাখণ্ডে। এদিকে রয়েছে করোনার কাঁটা। জনসভায় হয়েছে কাটছাঁট। প্রচারের বড় ভরসা ডিজিটাল মাধ্যম। এই মাধ্যমকে কাজে লাগিয়েই অভিনব প্রচার শুরু করবেন আপ প্রধান কেজরিওয়াল। দিল্লিতে আম আদমি পার্টি কী কী কাজ করেছে তা যদি কেউ তুলে ধরতে পারে তাহলেই মিলবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নৈশভোজ করার সুযোগ। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, ''আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই একটি ডিজিটাল প্রচার কর্মসূচি শুরু করা হচ্ছে।

বিশ্বের মধ্যে কোভিডে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দ্বিতীয় দেশ। দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমলেও, ভারতে করোনাভাইরাস মহামারির তৃতীয় তরঙ্গের প্রভাব কিন্তু কমেনি। মহামারি কী অবস্থার আছে, তা বোঝা যায় দৈনিক ইতিবাচকতার হার দিয়ে। অর্থাৎ, করোনাভাইরাস পরীক্ষার কত শতাংশ ইতিবাচক হচ্ছে। ভারতের দৈনিক ইতিবাচকতার হার ১৭.৭৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০.৭৫ শতাংশ হয়েছে।

নাখোশ

 প্রথম পাতার পর মজুমদার। তাকে পুরনিগমের মেয়রের দায়িত্বে পাঠিয়ে সেই রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। এবার ময়দানে শুধু একা তাপস। ইদানীং নাকি তিনি আর সুরজিৎবাবুর কোনও কথা শুনছেন না। সাংগঠনিক ক্ষমতা যেহেতু তার কাছে সেহেতু দল পরিচালিত হচ্ছে তার দ্বারাই। সুরজিৎবাবু শুধুমাত্র বিধায়কের অলঙ্কার নিয়ে বসে আছেন। তার ঘনিষ্ঠ লোকজনেরা বলছেন, বাম আমলে দাদার যে প্রতাপ ছিলো বিজেপি আমলে সেই প্রতাপ আর এখন নেই। তিনি এখন শুধুই বিধায়ক, আর কিছু নন। শেষ ইচ্ছা হিসেবে নাকি এবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে মন্ত্রিত্ব চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই শেষ ইচ্ছা আর পুরণ হয়নি। এবার আর বিধানসভায় টিকিট পাবেন কিনা সেই নিয়েও বড় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন সুরজিৎ দত্ত। তবে এবার যে তার টিকিট পাওয়া কঠিনতর হবে তা অবশ্য নিজেই উপলব্ধি করতে পারছেন। সে কারণেই মোগাম্বো এবার নাখোশ।

রাম আমলে রইস্যাবাড়ি

 প্রথম পাতার পর
 হওয়ার কথা। কিন্তু কাজ শুরু হয়েছে ৭৭৫টিতে। প্রথা মোতাবেক কাজ শুরু হয়ে গেলে তখন আবার জিও ট্যাগিং করতে হয়। এক্ষেত্রে ৭৭৫টি কাজেই জিও ট্যাগিং হওয়ার কথা। কিন্তু হয়েছে মাত্র ৫৬৮টিতে। বাদবাকি ২০৭টি কাজের ক্ষেত্রে কোনওরকম জিও ট্যাগিং হয়নি। কাজ শুরু হয়েছে অথচ জিও ট্যাগিং হয়নি— সম্ভব? নিশ্চিতভাবেই কাজ শুরু হয়েছে দেখানো হলেও আদতে কোনওরকম কাজও শুরু হয়নি। সে কারণেই হয়তো-বা সেখানে জিও ট্যাগিং সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি একই সঙ্গে ৫৬৮টি কাজ শুরু হলে একসঙ্গেই তা শেষ হওয়ারও কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কাজ সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ২২৪টিতে। এক্ষেত্রেও আবার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এর জিও ট্যাগিং হয়েছে মাত্র ৭৫টিতে। বাদবাকি ১৪৯টি কাজের কোনও জিও ট্যাগিং হয়নি। চলতি অর্থ বছরের আর মাত্র দু'মাস বাকি। রেগার কাজের ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় ৩৬ শতাংশ জিও ট্যাগিং এখনও বাকি রয়েছে। অভিযোগ, এক্ষেত্রেও আবার মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে দফতরের ইজ্জত বাঁচানোর চেষ্টা করেছে সোশ্যাল অডিট। গ্রামোন্নয়ন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মার অত্যন্ত আপনজন সোশ্যাল অডিটের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মা। ফলে সোশ্যাল অডিট করতে গিয়েও সুনীলবাবু বরাবরই উপমুখ্যমন্ত্রীর সম্মান বাঁচানোর কাজ আগে করেন। তথ্যে গোঁজামিল দিয়ে হলেও এক্ষেত্রে যা ফলাফল এসেছে এতে ঢালাও গোঁজামিল রয়েছে বলেও খবর। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর রইস্যাবাড়ির মানুষের মধ্যেই তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এখানকার মানুষের বক্তব্য, রেগায় যে কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এখানকার রেগা শ্রমিকদের মজুরি নিয়েও যেভাবে ছেলেখেলা হয়েছে এবং মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা ভিখারির ঘর চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অভিযান, গ্রেফতার শুন্য

শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয়। সেই খবরটিকে কেন্দ্র করেই এদিন কয়েকজন টিএসআর জওয়ান ও কনস্টেবলদের নিয়ে গাঁজা অভিযানে যান এসডিপিও পারমিতাদেবী। অভিযানে যাওয়ার সময় এসডিপিও কয়েকজন মহিলা কনস্টেবলকেও সঙ্গে নিয়ে যান। উনাদের হাতে হাত-দা এবং কয়েকটি প্লাস্টিকের পুলিশের লাঠি ছিল। ২০/২৫ জনের একটি দল নিয়ে এদিন গাঁজা অভিযানে গেলেও শেষমেষ অভিযানটি লোক দেখানোই ছিল। দাউ দাউ করে গাঁজা গাছে আগুন লাগানো হলেও, কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি এনসিসি ডিভিশন। সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হলো, এই পত্রিকার খবর দেখে অভিযানে গেলেও, এদিন গাঁজা গাছ পুড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসডিপিও পারমিতাদেবী বলেন— 'হামারে পাস ইনফরমেশন থা কি কিসি নে গাঁজা কাল্টিভেশন কিয়া হুয়া হ্যায়। অ্যাকরডিংলি হাম

কুইকলি পহুচ গেয়া হ্যায়। আকে দেখা কি ইনফরমেশন কারেক্ট হ্যায়। এই কথাগুলো এদিন যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পারমিতাদেবী বললেন, তখন আদতে তিনি প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবরটিকে বাহবা দিলেন। লজ্জার মাথা খেয়ে 'হামারে পাস ইনফরমেশন থা' বললেও তিনি অভিযানে নেমে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, নব্য চাকরি পাওয়া এই পুলিশ আধিকারিক আসলে চাকরি জীবনের শুরুতেই বেখাপ্পা। যদি পারমিতাদেবীদের 'ইনফরমেশন' থাকতোই, তাহলে এদিন কাউকে গ্রেফতার করল না কেন পুলিশ ? গ্রেফতার ছাড়া এমন অভিযানের কি মানে? গত চার বছরে গাঁজা চাষের সঙ্গে জড়িত কত জনকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ ? এছাড়াও প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য পুলিশ আসলে কি কাজ করছে গাঁজা চাষিদের ধরার জন্য ? শহরের উপর গাঁজা চাষ শুরু হয়ে গেছে। পুলিশ আগাম অভিযান চালিয়ে গাঁজা কারবারিদের গ্রেফতার করেছেন বা

নজির হাতে গোনা। পত্রপত্রিকায় বেরোলে কিংবা সামাজিকমাধ্যমে কেউ ইঙ্গিত দিলে তবেই পুলিশ জায়গায় গিয়ে হানা দেন। সোমবার অভিযানে গিয়ে কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ, এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার খবরটিতে কে ওই গাঁজা ক্ষেত করেছে, তার নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ আর পাঁচটি গাঁজা অভিযানের মতই স্রেফ গাছ পুড়িয়ে নিজেদের দায়িত্ব খালাস করেছেন। এদিন পারমিতাদেবীকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করা হয়, গাঁজা চাষের জায়গাটি কার। তিনি বলেন, আমরা দেখছি! এই 'আমরা দেখছি' থিওরি দিয়ে রাজ্য পুলিশ এখন পর্যন্ত কয়েকশো গাঁজা অভিযান শেষ করে ফেলেছে। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। রামনগর আউট পোস্টের অধীনে বড়জলার পুরান তহশীল, বৈরাগীটিলা এলাকার পেছনে বাঁশ বাগানের সাথেই দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা চাষ হচ্ছিল। গোর্খাবস্তি এবং বড়জলার মাঝামাঝি জমিতে সুধীর

গাজা ক্ষেত ধ্বংস করেছেন, এমন নামে একজন গাঁজা চাষ শুরু করেছিলেন কয়েক মাস আগে থেকেই। গাছ এতটাই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, গাছে ফলন দেওয়ার সময় এসে গেছে। এই ক্ষেত করার জন্য রামনগর ফাঁড়ি থানাকে উপটোকন দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি। সোনামুড়া, বক্সনগর বা বিশালগড়ের কোনও জনপদে যাবার দরকার নেই আর। আগরতলার স্মার্ট সিটির মাটিও যে গাঁজা চাষের জন্যে উর্বর এবং ইচ্ছা থাকলে পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের ম্যানেজ করেই গাঁজা চাষ যে করা যায়, তা করে দেখিয়েছে সুধীর। সোমবারও পুলিশ থেকে বেঁচে গেলো সে। এই পত্রিকার ক্যামেরাতে ধরা পড়েছিল গাঁজা বাগানটির দৃশ্য। সোমবার প্রমাণ সহ খবর প্রকাশিত হয়। তারপর পুলিশের অভিযান। মুখ্যমন্ত্রী নেশামুক্ত ত্রিপুরার যে স্লোগান দিয়ে রেখেছেন একেবারে স্মার্ট সিটিতে সেই নেশার চাষ শুরু করে কার্যত মুখ্যমন্ত্রীকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে

অসম্ভবের বিজ্ঞানী মিচিও কাকু

🌘 **ছয়ের পাতার পর** 👚 হার্জ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কলারশিপ জিতে নিল কিশোর এই প্রডিজি। এরপর পেলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য বৃত্তি। এটিই তাঁর তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হওয়ার লক্ষ্য পুরণে প্রায় সব বাধা ডিঙাতে সহায়তা করল। এরপর ক্রমেই এগোতে থাকেন ছোট্টবেলার দেখা স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ ধরে। সন্তরের দশকে থিওরি অব এভরিথিং খুঁজে বের করতে কাজ শুরু করেন। সে জন্য যোগ দেন বহুল আলোচিত-সমালোচিত স্ট্রিং থিওরিস্টদের দলে। তাঁর গবেষণা থেকে জন্ম হলো স্ট্রিং থিওরির শাখা স্ট্রিং ফিল্ড থিওরির। এটিই বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি এনে দিল তাঁকে। গবেষণা ছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত আছেন নিউইয়র্কের সিটি কলেজে। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংয়ের মৃত্যুর পর মিচিও কাকুকে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় বিজ্ঞানী হিসেবে গণ্য করেন অনেকে। আবার তাঁকে 'পরবর্তী কার্ল সাগান' হিসেবে অভিহিত করেন কেউ কেউ। কারণ, বিজ্ঞানী হিসেবে শুধু গবেষণাতেই মুখ ওঁজে বসে থাকেননি তিনি, সর্বস্তরে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে একাধিক বই লিখেছেন, উপস্থাপনা করেছেন বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন রেডিও ও টিভি অনুষ্ঠানে। বিবিসি, ডিসকভারি চ্যানেল, হিস্ট্রি চ্যানেল ও সায়েন্স চ্যানেলে তিনি পরিচিত মুখ। নিয়মিত বিজ্ঞানবিষয়ক কলাম লেখেন জনপ্রিয় বিজ্ঞান ম্যাগাজিনগুলোতে। বিজ্ঞানের জটিল-কঠিন বিষয়গুলো সবার জন্য সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করাই এসবের উদ্দেশ্য। তাই লেখক হিসেবেও খ্যাতি পেয়েছেন বিশ্বজুড়ে। তাঁর বেশ কিছু বই অনূদিত হয়েছে বাংলা-সহ অন্যান্য ভাষাতেও। মিচিও কাকুর লেখা জনপ্রিয় বইগুলোর মধ্যে প্যারালাল ওয়ার্লস অন্যতম। বইটির বিষয়বস্তু বিকল্প মহাবিশ্ব তথা সমাস্তরাল মহাবিশ্ব। পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সমাস্তরাল মহাবিশ্বের আদৌ অস্তিত্ব আছে কি না কিংবা তার হদিস কীভাবে পাওয়া যাবে অথবা আমাদের মহাবিশ্ব কখনো ধবংসের মুখে পড়লে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ব্যবহার করে বিকল্প ওই সব মহাবিশ্বে যাওয়া সম্ভব কি না বা সেখানে যাওয়ার সম্ভাব্য উপায় সেসব প্রশ্নের তাত্ত্বিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন মিচিও কাকু। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে ফিজিকস অব দ্য ইমপসিবল, আইনস্টাইনস কসমস, ফিজিকস অব দ্য ফিউচার, দ্য গড ইকুয়েশন, ফিউচার অব হিউমিনিটি। আজ এই তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ৭৫ বছর পূর্ণ করে ৭৬-এ পা দিলেন। বিজ্ঞানচিন্তার পক্ষ থেকে মিচিও কাকুর জন্য শুভেচ্ছা।

সবহারাকে

 প্রথম পাতার পর সমীকরণের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে বলেও মনে করেন। যার সূত্র ধরে পরবর্তী সময়ে যা ঘটলো তাতে আর কিছু না হোক কিছু দিনের জন্য হলেও প্রচারের আলোতে তৃণমূল কংগ্রেসকে পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে থাকে সিপিআইএম। জাহির করার চেষ্টা হয় য়ে, তৃণমূল নয় সিপিআইএম দলই রাজ্য রাজনীতির দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে। যদিও পুর ভোটের সার্বিক ফলাফল রাজনীতির এই কূটচালকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। আর তখন থেকেই চিন্তিত হয়ে পড়ে শাসক দল বিজেপির নেতৃত্ব। কেননা, সামনেই রাজ্য বিধানসভার ভোট। শাসক দল বিজেপিকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন বিরোধী ভোট বিভাজন। না হলেই হতে পারে বিপর্যয়। তাই এবারও তৃণমূল ও সংস্কারপন্থীদের ঠেকাতে নতুন নতুন ব্লুপ্রিন্ট রচনা করে গের•য়া শিবির। আচমকা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা বেস্টনী নিশ্চিত করা শাসক দলের রাজনীতির নয়া ব্লপ্রিন্টের অংশ কি না তা নিয়েই সোমবার দিনভর বিভিন্ন মহলেই চলে জোর বিতর্ক।

চেয়ার নড়ে

 প্রথম পাতার পর সেল আছে ডিএম তার প্রধান, সেই কমিটিতে বুদ্ধিজীবীরা আছেন। অথচ কোনও ব্যবস্থা নেই। কোনও সাডাশব্দ নেই। চেয়ার আটকে রেখে দায়িত্ব পালন না করা যেমন দায়িত্বে অবহেলা, তেমনি এরকম খবরে কোনও দুঃখজনক ঘটনা হয়ে গেলে, সেই দায়িত্ব কে নেবে। বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন এইসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক, সাধারণ বুদ্ধি এই দার্বিই রাখে।

সেই সংবাদমাধ্যম আদালতের খবর নিয়ে গন্ডগোল করে একবার ডিএম'র নোটিশ পেয়েছিল, তখন অন্য সরকার। আবার তখনকার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছুটে গিয়ে উদ্ধার পেয়েছিল। যদিও পরে আবার এই निरा वश्वना, निर्याणन'त शक्न ফেঁদেছে তারা।

তাদের অজস্র খবর নিয়ে মানুষের অজস্র অভিযোগ, মুখে মুখে তাদের নামই বিকৃত হয়ে গেছে।

• সাতের পাতার পর পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিলেন। তা সত্ত্তে খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি, বড় রানও আসেনি। কোনও সফর ভালো যাবে, কোনওটা খারাপ। তবে সুস্থ প্রতিযোগিতাও রয়েছে দলের মধ্যে, অনেকেই সুযোগের অপেক্ষায়। ফলে পরিস্থিতিও বেশ কঠিনই।

পরিদর্শন ও অভিজ্ঞত



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নয়, টিএসআর জওয়ানরা যে আগরতলা, ২৪ জান্যারি।। সোমবার টিএসআর প্রথম এবং দ্বিতীয় বাহিনীর চারটি কোম্পানি হেড কোয়ার্টার পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই গুলি হল, যথাক্রমে- মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত টিএসআর প্রথম বাহিনীর অভিচরণে কোম্পানি হেড কোয়ার্টার ও বডকাঁঠাল -সি-কোম্পানি হেডকোয়ার্টার। জিরানীয়া মহকুমার অন্তর্গত বুরাখায় অবস্থিত-টিএসআর ২-য় ব্যাটলিয়নের অন্তর্গত ই-কোম্পানি হেড কোয়ার্টার ও টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর অন্তর্গত -বিনন কোবরা এ-কোম্পানি হেড কোয়ার্টার। মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে কাছে পেয়ে আবেগাপ্লুত টিএসআর জওয়ানরা অকপটে জানালেন, কোনোদিন কোনো মুখ্যমন্ত্রী এভাবে কোস্পানি হেডকোয়ার্টারে এসে তাদের বিভিন্ন সমস্যা বা অন্যান্য বিষয়ে জানার চেষ্টা করেননি। এতে তাদের মনোবল অনেকটা বাড়বে। তবে, অবাক করার বিষয় হল, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য পৃথক ভাবে খাবারের ব্যবস্থা থাকলেও, সেই জায়গায় না গিয়ে, এদিন জওয়ানদের জন্য প্রস্তুত খাবারই খেলেন তিনি। শুধু তাই

জায়গায় বসে খাবার গ্রহণ করেন সেখানে বসেই মুখ্যমন্ত্রীও খেলেন। একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েও কিভাবে এতটা সরল হতে পারেন, তা দেখে অপ্রস্তুত জওয়ানরা তাজ্জব বনে যান। পরিদর্শনের মাঝে, প্রতিটি কোম্পানি হেড কোয়ার্টারে সৈনিক সম্মেলনে-টিএসআর জওয়ানদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। সপ্তম বেতনক্রম, পোশাক, পদোন্নতির উদ্যোগ, ডিএ, বহির্বাজ্যে ব্যাটেলিয়ন পাঠানো-সহ রাজ্য বর্তমান সরকারের সময়ে গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান জওয়ানরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টিএসআর বাহিনীতে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত কর্মরত জওয়ানরা, ঠিক কেমন আছেন তা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে ও মানুষের নিরাপতা প্রদানের জন্য যারা নিরলসভাবে কাজ করে যান, তাদের জীবনশৈলী ও প্রাত্যহিক বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যই এদিনের পরিদর্শন। টিএসআরদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজ্য সরকার যে আন্তরিক তা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ছিল অনেকাংশেই স্পষ্ট। রেশন অর্থ বৃদ্ধি, টিএসআরদের চাকরির বয়সসীমা বাডানো সহ ইতিবাচক বিভিন্ন বিষয়গুলি যে রাজ্য সরকারের বিবেচনায় রয়েছে তা একপ্রকার ইঙ্গিত মিললো। এদিন, মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর জওয়ানদের থাকার জায়গা, তাদের বিছানা, রেশন সামগ্রীর গুণগত মান, শৌচালয়, খাবার ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখেন। এমনকি জওয়ানদের বিছানায় নিজে বসেন। এর আগে কোনো মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর ক্যাম্প হেডকোয়ার্টারে গিয়ে এইভাবে খোঁজ নিয়েছেন কিনা, তা বলা দুস্কর। আংশিক যে যে বিষয়গুলি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এসেছে, তৎক্ষণাৎ ওই ব্যাঙ্কের আংশিক মেরামতি-সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে সংকল্প নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, সেক্ষেত্রে টিএসআর জওয়ানদেরও সজাগ দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দেন। বর্তমানে টিএসআর বাহিনীতে মহিলাদের নিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে। মহিলারাও, এমনকি জনজাতি মেয়েরাও এই বাহিনীতে যোগদানের জন্য আগ্রহী হচ্ছেন। রাজ্যের মানুষের

বিভিন্ন নেতিবাচক ব্যবস্থাপনার ফলে একাংশ টিএসআরগণ মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু রাজ্যের এই গর্বের বাহিনীর ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল। সন্ত্রাসবাদ দমনে এই বাহিনীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সৈনিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত মতবিনিময়ে বিভিন্ন টিএসআর জওয়ানরা তুলে ধরলেন সন্ত্রাসবাদ দমনে তাদের মুখোমুখী হওয়ার বিভিন্ন ঘটনাবলী। মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি ক্যাম্পে অধিকাংশ টিএসআর জওয়ানরা কৃষক পরিবার থেকে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকরা যেমন আমাদের অন্নদাতা, এই কৃষক পরিবারই আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করে।এই বাহিনীতে কর্মরত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিযুক্ত জওয়ানরা নিজের এই বাহিনীতে কাজের অভিজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেন। মত বিনিময়ে উঠে আসে, প্রথমবার টিএসআর বাহিনীকে রাজ্যের বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা এসেছিল। বর্তমানে যারা রাজ্যের বাইরে কর্মরত রয়েছেন, তারা ফিরতে আগ্রহী নন। তবে এই বাহিনীর আভ্যন্তরীণ বিষয়ের গোপনীয়তা ও নিয়মানুবর্তিতার উপরে দৃঢ়ভাবে গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গতানুগতিক কর্তব্য পালনের পাশাপাশি সবুজায়ন, বাগান সূজন, নানান শাক সজী চাষ এর মত কর্মকাণ্ডে সার্জনদের আরও বেশি আগ্রহী হওয়া আবশ্যক। আগামী দিনে আরও টিএসআর বাহিনী রাজ্যের বাইরে কর্তব্যে পাঠানোর বিষয়েও ইঙ্গিত মিলে। এদিন টিএসআর ক্যাম্প হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক ভিএস যাদব সহ টিএসআর এর অন্যান্য

মানসিকতা পরিবর্তনের তা এক

ইতিবাচক দিক। বিগত সরকারের

মুখ্যমন্ত্রীর

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ **জানুয়ারি।।** প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বের বৃহত্তর গণতাম্ব্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের মহান সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রত্যেক নাগরিকদেরই উচিত সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রেখে উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা। 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলার পাশাপাশি কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে আমাদের দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বের ফলেই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও দেশ আজ সার্বিক অর্থেই বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। উন্নয়নের এই ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে আমাদের প্রিয় রাজ্যকেও আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো মহান প্রজাতন্ত্র দিবসে এই হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার। দেশের সার্বভৌমত্ব, একতা ও অখন্ডতাকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন আমি তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি'।

শুভমের সোয় কোটির চাকরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। আগরতলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি'র শেষ বছরের ছাত্র শুভম রাজ একটি বহুজাতিক সংস্থায় বছরে সোয়া কোটি টাকার চাকরি পেয়েছেন। তিনি জার্মানিতে কাজে যোগ দেবেন এই বছরের শেষের দিকে। শুভম বিহারের ছেলে, পড়েন আগরতলা আইআইআইটি-তে, এই কলেজটি এখন এনআইটি ক্যাম্পাস থেকেই চলছে। শুভম রাজ তারই প্রথম ব্যাচ। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কাজে যোগ দেবেন তিনি। তাকে একবছরে মোটামুটি সোয়া লাখ ইউরো'র প্যাকেজ দেওয়া হবে। শুধু শুভম রাজই নন, অন্যান্য ছাত্ররাও এই কলেজ থেকে ভাল ভাল বেতনের চাকরি পেয়েছেন। এই আইআইআইটি ২০১৮ সালে শুরু হযেছে। এই কলেজ শুক হযেছিল। আরও আগেই।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। পরিবহণকারী গাড়িতে। মারধর করা গোমাতার রক্ষকদের জমানায় হয়েছে গাড়ি চালককে। খোদ গোমাতার পাচার বাণিজ্য বেড়েছে বিশালগড়ের রঘুনাথপুর এলাকায় তখনকার সময়ের গেরুয়া শিবিরের আগের তুলনায় কয়েকগুণ। অবাক এক ভিন রাজ্যের হেভিওয়েট করার মত মনে হলেও এই সময়ে এটাই বাস্তব। আর এই পাচার বাণিজ্যের জন্য ঘাটে ঘাটে গোমাতার পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বাইক রক্ষক বলে স্বঘোষিত দাবিদারদের মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিল। বৈধ উপঢৌকন দিতে হয় মাসে মাসে। কাগজ থাকার পরও একাধিক গরু তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপঢৌকন

দিতে হয় বিশালগড় মহকুমার গোমাতার রক্ষকদের। মাসে সাত শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ধর্মীয় লাখ টাকা। তার ভিত্তিতেই দৈনিক কর্মসূচি পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু ক্ষমতার ৩০ থেকে ৪০ গাড়ি গরু বিনা বাধায় হাতবদল হতেই গোমাতা আর মাতা চলে যায় সীমান্তে। পুটিয়া, কামথানা রইলো না তাদের কাছে। কাঁচা টাকা কিংবা কৈয়াঢেপার সীমান্ত দিয়ে দিব্যি উপটোকনের মধ্য দিয়ে গোমাতা চলে যায় ওপার বাংলাদেশে। ২০১৮ শ্রেফ গরু হয়ে পাচারের ছাড়পত্র সালের বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে পেয়ে গেল অনায়াসে। নির্বিবাদে গরুর পাচার বাণিজ্য চললো সীমান্ত বিশালগড় থেকে শুরু করে ধর্মনগর, কুমারঘাট থেকে শুরু করে মনু পথ ধরে। উপঢৌকনের জোয়ারে এমনকী রানিরবাজার এলাকায়ও ভেসে গেল গোমাতা নিয়ে ধর্মীয় তথাকথিত গোরক্ষক বাহিনীর আবেগ আর জিগির। যতটুকু জানা সমর্থকদের হাতে বহু গরু ব্যবসায়ী গেছে, শুধু বিশালগড় নয়, উত্তর

আগরতলা বাইপাস রোড পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই গেরুয়া শিবিরের পানাধারীদের উপঢৌকন দিয়ে তবে গরু বোঝাই গাড়ী চলাচল করতে অনুমতি পায়। নেতার নেতৃত্বে গরু পাচার ও তারপর রয়েছে থানা পুলিশ। সেখানেও গাড়ি প্রতি মাসিক টু-পাইস দিতে হয় গরু ব্যাবসায়ীদের। বামেদের হটিয়ে ব্যবসায়ী আক্রান্ত হয় সেদিন। রাজ্যেক্ষমতা দখলের পরই মাফিয়া গোমাতার রক্ষায় আগরতলা থেকে ও পাচারকারী মুক্ত রাজ্য গড়ে তোলার ওয়াদা রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। একই সাথে প্ৰতিশ্ৰুতি ছিল স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের। গোমাতা পাচার বাণিজ্যের এই এপিসোড মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রতিশ্রুতিকে কার্যত বিদ্রূপ করছে বলেই মনে করা হচ্ছে। সঠিক তদন্ত হলে মুখ ও মুখোশের আড়ালে থাকা বহু রাজনেতা ও মহারথীদের আসল চেহারা প্রকাশ্যে আসবে বলে মনে

ডাবল হাঞ্জনে ডাবল সচিব কর্মসংস্কৃতিও লাটে উঠেছে

শান্তিরবাজার, ২৪ জানুয়ারি।। ডাবল ইঞ্জিনের সময়ে একই পঞ্চায়েতে কাজ করছেন দুই সচিব। অথচ কাজের ক্ষেত্রে তারা দু'জনই অষ্টরম্ভা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পঞ্চায়েত সচিবরা কোন দিনই সময়মত কর্মস্থলে আসেন না। যে কারণে নাগরিকরা বিভিন্ন কাজে পঞ্চায়েত অফিসে এসেও খালি হাতে ফিরে যান। সোমবার সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে সেই একই অবস্থা দেখতে পান। শান্তিরবাজার মহকুমার পূর্ব চরকবাই পঞ্চায়েতের বৰ্তমান অবস্থা তাই বলছে। ওই পঞ্চায়েতে দু'জন সচিব আছেন। কিন্তু তাদের খামখেয়ালিপনায় এলাকাবাসী প্রচণ্ড তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এদিন পঞ্চায়েত অফিসে গেলে পঞ্চায়েত সচিব অনিতা নন্দীর দেখা পান। তবে অফিসে আসেন ১১টার পর।তাকে প্রশ্ন করা হয় কেন অফিসে দেরি করে এসেছেন। তিনি আমতা আমতা করে বলেন, ব্লকে যাবেন। কিন্তু প্ৰশা উঠছে, বুকে গেলে পঞ্চায়েতে দেরি আসার কি যক্তি রয়েছে। পঞ্চায়েত সচিব এবং অন্য দূর থেকে আসেন তাহলে সেটা মাথাব্যথা নেই।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কর্মী কর্মস্থলে না আসলেও তার ব্যক্তিগত সমস্যা। তার নাগরিকরা তাদের আগেই কাজের জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন দীর্ঘ সময়। একজন একজন করে কর্মচারীরা পঞ্চায়েতে আসেন। কিন্তু তাদের মধ্যে লজ্জার লেশ মাত্রও দেখা যায়নি। জানা গেছে, ওই পঞ্চায়েতে আরও একজন সচিব আছেন নেপাল শীল। তাকে তো ১১টার

দেরিতে আসার জন্য সাধারণ নাগরিকরা কেন ভোগান্তির শিকার হবেন ? নিন্দুকেরা বলছেন, ডাবল ইঞ্জিনের সময়ে এমন হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। কারণ, নেতারা তো সেই কর্মচারীদের দিয়েই নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন। তাই কর্মচারীরা দেরিতে আসলেও



প্রও কর্মস্তলে আসতে দেখা যায়নি। পঞ্চায়েতের এক কর্মচারী জানান, নেপালবাবু দূর থেকে গাড়ি চেপে আসেন, সেই কারণেই নাকি তার আসতে দেরি হয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কর্মচারীদের তো কর্মস্থলের ৮ কিলোমিটারের মধ্যেই থাকার কথা। সেই জায়গায় নেপাল শীল কতটা দূরে থাকেন? যদি তিনি ৮ কিলোমিটারেরও বেশি

নেতাদের এতে কোন সমস্যা নেই। যদি কোন কর্মচারীর মাধ্যমে তাদের কোন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ না হয় তখনই সেই কর্মচারীকে বদলি করানোর জন্য উঠে-পড়ে লাগেন তারা। হয়তো দুই পঞ্চায়েত সচিব এলাকার নেতাদের দুধে-ভাতে রেখেছেন। তাই দুই পঞ্চায়েত সচিব কর্মস্থলে দেরি করে আসলেও কারোর কোন

আমলে এখন মান্য নিজে থেকেই

এসবের প্রতিবাদ করতে শুরু

ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়বে

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়বে। মৌসম ভবনের সর্বশেষ রিপোর্টে এমনটাই জানা গেছে। পিছ ছাডছে না পশ্চিমী ঝঞ্জা একটির সক্রিয়তা না কমতেই অপরটি সক্রিয় হয়ে পডছে। যার প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে উত্তর ও উত্তর-পর্বের রাজ্যগুলিতে। আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে আগামী দু'দিন বিভিন্ন রাজ্যে ঘন কুয়াশা এবং শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্জা প্রবেশ করছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। বলা ভাল একটির প্রভাব কমার আগেই অপর একটির প্রবেশ হচ্ছে। এই মুহূর্তে একটি পশ্টিমী ঝঞ্জা ঘূর্ণাবর্তের রূপে পাঞ্জাব এবং সংলগ্ন এলাকার ওপরে অবস্থান করছে। এছাড়াও ২৯ জানুয়ারি নাগাদ অপর একটি পশ্চিমী ঝঞ্জা পশ্চিম হিমালয়ে প্রবেশ করবে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ঝাড়খণ্ড এবং সংলগ্ন এলাকার ওপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। একটি অক্ষরেখা পঞ্জাব থেকে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ২৬ জানুয়ারির মধ্যে হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে এবং সিকিমে হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ২৫ জানুয়ারির মধ্যে হাল্কা বৃষ্টি হতে পারে বিহার, ঝাড়খণ্ড, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশায়। আগামী পাঁচদিন হাল্কা বৃষ্টি হতে পারে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। ২৭ জানুয়ারির উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নভাবে হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আর ২৯ জানুয়ারির পশ্চিমী ঝঞ্জার কারণে পশ্চিমী হিমালয় অঞ্চলে ২৯-৩১ জানুয়ারির মধ্যে বৃষ্টি কিংবা তুষারপাত হতে পারে। আগামী দুদিন রাত কিংবা সকালের দিকে ঘন থেকে অতিঘন কুয়াশার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে পাঞ্জাব এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে। উত্তর-রাজস্থান এবং ঝাড়খণ্ডে আগামী ২৪ ঘন্টায় বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কোনও জায়গায় ঘন কুয়াশার তৈরি হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ও সিকিমে এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ২৬ জানুয়ারি। আগামী দু'দিন এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে হরিয়ানা-চণ্ডীগড়, দিল্লি, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরায়। ওড়িশায় এই পরিস্থিতি তৈরি

হতে পারে আগামী দুদিন।



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রূপংকর দে-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন। সোমবার সকালে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মনুবাজার গ্রামীণ হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানে তিনি রূপংকর দে-এর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান। প্রয়াতের মরদেহে মাল্যদান করেন। বিধায়ক শংকর রায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরাও মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মনুবাজার থেকে মনুবাজার শ্মশানঘাট পর্যন্ত শোকযাত্রায় অংশ নেন।

শুঙালাভক্ষের প্রসঙ্গে সোমবার

কলকাতা, ২৪ জানয়ারি।। দলীয় শঙালাভঙ্গের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বরখাস্ত রীতেশ-জয়প্রকাশ। গতকালই দল বিরোধী মন্তব্যের জন্য জয়প্রকাশ মজুমদার ও রীতেশ তিওয়ারিকে শোকজ করেছিল রাজ্য বিজেপি। শোকজের চিঠিতে লেখা হয়েছিল, দলবিরোধী মন্তব্যের জন্য কেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানাতে। তবে এখনই শোকজের জবাব দিচ্ছেন না বলেই স্পষ্ট করেছিলেন জয়প্রকাশ ও রীতেশ। এই কারণেই তাঁদের বরখাস্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। দলের 'বিদ্রোহী' নেতাদের নিয়ে রাজ্য বিজেপির অন্দরে ডামাডোল অব্যাহত। এর মধ্যেই জয়প্রকাশ ও রীতেশকে শোকজের সিদ্ধান্ত নিল দল। জয়প্রকাশ ও রীতেশের দলীয়

ভাটপাডার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির দাপুটে নেতা অর্জুন সিংহ মন্তব্য করেন, কারও যদি কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে তা দলের অভ্যন্তরেই বলা উচিত। সোমবার বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শোকজ-এর চিঠি প্রসঙ্গে তাঁর মত, ''পার্টি যেকোনও সময়েই যেকোনও কর্মীকে শোকজ ইতিমধ্যেই বিজেপির অন্দরে তাতে কোনও অসুবিধার কিছু নেই। বাকিটা দলের ব্যাপার। দল বুঝে নেবে।" তবে এই 'বিদ্রোহ'-এর মতু য়া নেতা তথা বনগাঁ।'র আবহে ঘর গোছাতে উদ্যোগী রাজ্য নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে খবর, দলের তবে এই বৈঠক কেবলমাত্র প্রতি অনাস্থা দেখানো নেতাদের ক্ষোভ ভাঙাতে পাঁচটি জোনের

তার মধ্যে মঙ্গলবার প্রথম বৈঠক হতে চলেছে নবদ্বীপ জোনের সঙ্গে। যার মধ্যে রয়েছে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলাও। এই সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে জেলা দিন একইরকম মন্তব্য করেন সভাপতি এবং পর্যবেক্ষকদের। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা মূলত মতুয়াদের গড় হিসেবেই পরিচিত। মতুয়াদের নিয়ে করতে পারে। যদি পার্টি মনে করে। বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। এমনকি দলবিমুখ নেতাদের সঙ্গে পিকনিক করতেও দেখা গেছে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে। একটি সাংগঠনিক বৈঠক বলেও দাবি করেছেন বিজেপি-র রাজ্য পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করতে সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

দারদ্রের আয় কমেছে ৫৩ শতাংশ

উদারীকরণের পর ১৯৯৫ সাল থেকে দেশের দরিদ্রতম ২০ শতাংশের বার্ষিক আয় বেড়েছিল। অতিমারির আবহে পরিস্থিতি ফের ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ২০১৫-১৬ সালে ওই ২০ শতাংশের যা বার্ষিক আয় ছিল, ২০২০-২১-এ তা ৫৩ শতাংশ কমে গেছে। অথচ এই পাঁচ বছর পিরিয়ডেই দেশের ধনীতম ২০

পরিসংখ্যান স্পষ্ট বৃঝিয়ে দিচ্ছে, অতিমারিতে যেমন একদিকে প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দরিদ্ররা, মুনাফা করে ধনীরা। শেষ রাউন্ডের সমীক্ষা সংস্থা পিপলস রিসার্চ অন ইন্ডিয়া কনজিউমার ইকোনমি (প্রাইস)। প্রাইসের আইসিই ৩৬০ সমীক্ষার ২০২১ সালের ফলাফল এসেছে

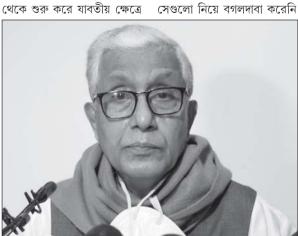
মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি।। অর্থনীতিতে শতাংশের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এপ্রিল থেকে অক্টোবর দেশের হয়েছে ৩৯ শতাংশ হারে। এই দু'লক্ষ পরিবারের ওপর ভিত্তি করে। প্রথম দফায় ২ লক্ষ এবং দ্বিতীয় দফায় ৪২ হাজার বাডির ওপর সমীক্ষা চালানো হয়। এই পরিবার বা বাড়িগুলো দেশের করে এই পরিসংখ্যান দিল মুম্বইস্থিত ১০০টি জেলার ১২০টি শহর এবং ৮০০টি থামে ছড়িয়ে আছে। এই সমীক্ষা আয়ের ওপর ভিত্তি করে দেশের নাগরিকদের ৫টি ভাগে ভাগ করেছে।

মোদি-অমিতের বক্তব্য নিয়ে কটাক্ষ জবাবও দিলেন বিরোধী দলনেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২৪ জানয়ারি।।সময়ের জবাব সময়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। এ যেন মোক্ষম জবাবের রাস্তায় হেঁটে কৃড়ি বছরের মখ্যমন্ত্রী বঝিয়ে দিলেন এতটুকু সময় ব্যয় না করে তিনি জবাব দিতে প্রস্তুত। দশর্থ দেব ভবনে আহত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে মানিক সরকার ২১ জানুয়ারি পূর্ণরাজ্য দিবসে রাজ্যস্তরীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণের প্রেক্ষিতে কথা বলেছেন। জনশিক্ষা আন্দোলন এবং তার নিরিখে বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই রাজ্য পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন তিনি। তার পরেই ৫০ বছরের পূর্ণরাজ্যের ভাবনায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজনৈতিক আক্রমণ শানিত করলেন মানিক সরকার।বলেছেন, যারা জনশিক্ষা আন্দোলন থেকে লডাইয়ের ময়দানে রয়েছেন তাদের কুর্নিশ জানাতে হয়। তারপর ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার প্রেক্ষিতেও যে বাম ধারায় আন্দোলন হয়েছে সেক্ষেত্রে যারা প্রয়াত তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গোটা প্রেক্ষাপটে বিজেপির ভূমিকাহীনতার কারণও তুলে ধরেন মানিক সরকার। বার বার বলেছেন তাদের লজ্জা নেই। ব্যাখ্যা হিসেবে মানিক সরকার বলেছেন, ভার্চুয়ালে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অথচ রাজন্য আমল থেকে গণতন্ত্রের উত্তরণ কিভাবে সম্ভব? — সেগুলোও করছে ত্রিপুরায়। একে একে

সেদিন প্রধানমন্ত্রী কিংবা কেন্দ্রীয় স্বাস্ট্রমন্ত্রী তুলে ধরেননি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণে যে ভমিকা রচনা হয়েছে সেগুলো চেপে গেছেন। তাতে এই রাজ্যের মানুষ যারা এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন তাদেরকে অপমান করা হলো। ভারতের অন্তর্ভক্তির বিষয়

সেদিনের ভাষণের পাল্টা দিতে বলে ক্ষমতায় থাকা বিজেপির গিয়ে টেনে আনেন ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগের ভিশন ডকুমেন্টসকেও। মানিক সরকার বলেন এটা জুমলা। বামেরা ক্ষমতায় থাকাকালীন ২০১৭ সালে সরকারের অভ্যন্তরে পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিলো সেগুলো নিয়ে বগলদাবা করেনি



ত্রিপুরার অগ্রগতির ইতিহাস তুলে ধরেন মানিক সরকার। তবে তিনিও কংগ্রেস সময়ের সাফল্যের দিক না ব্যাখ্যা করেই বলেছেন, বামেদের সময়ে কোন কোন বিষয়ে এই রাজ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এডিসি, সমবায়, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, শান্তি-সম্প্রীতির উন্নয়ন, ৫৮টি ব্লক, ৮টি জেলা, ২৩ মহকুমা কিভাবে হলো তার ব্যাখ্যা দিয়ে বামেদের কৃতিত্ব এবং সরকারে থাকার আগে থেকে আন্দোলনের প্রভাবকেই ব্যাখ্যা করলেন মানিক সরকার। সেই সাথে বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি নেই বলে মানিক সরকারের কটাক্ষ এখন শ্মশানের শাস্তি বিরাজ

বামেরা। বর্তমান সরকারের যে উদ্যোগ অর্থাৎ ২৫ বছরের মিশন যা ২০৪৭ সাল পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে তা নিয়েও সুর চড়ালেন মানিক সরকার। বলেন, এগুলো সরকারের কাজ। পরিকল্পনা নেওয়া হতেই পারে কিন্তু দরকার বাস্তবায়িত হওয়া। যে ছয়টি বিষয় কিংবা ২৫১টি উপ বিষয় যুক্ত করে ২৫ বছরের মিশনের কথা বলা হচেছ, তার আগে ভিশন ডকুমেন্টসের প্রতিটি কথা পূরণ করার দাবি করেন মানিক সরকার। তিনি বলেন, ২৯৯টি বিষয়ে ছিলো ভিশন ডকুমেন্ট। প্রথম পাতায় ছিলো দশটি হাইলাইট। এগুলো একবার পুরণ করুক। মিথ্যা কথা মানিক সরকার।

করেছে। তাই কতকগুলো বিষয় যুক্ত করে যে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তা এ রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার শামিল। কেন্দ্রীয় সপ্তম কমিশনে বঞ্চনা, চাকরি বঞ্চনা, বেকার বঞ্চনা, ঘরে ঘরে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা খেলাপ, সর্বোপরি পুর সংস্থার নির্বাচনে বামেদের প্রার্থী দিতে বাধা দেওয়া কিংবা সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে একের পর এক বাক্যবাণে মানিক সরকার এদিন বুঝিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ যে পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তার সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে মানিক সরকার জবাব দিতে জানে। মানিক সরকার বলেছেন, এখন মানুষ বলতে শুরু করেছে খাল কেটে কুমীর এনেছি। একটি সোনার ডিম দেওয়া হাঁসকে মেরে এখন হাপিত্যেশ করে মানুষ বলছে, আর নয় বিজেপি। মানিক সরকারের দাবি মানুষ ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিয়েছে। তাছাডা ওমিক্রনের পরীক্ষার মেশিন নেই, করোনার আক্রান্তদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে অবহেলা কিংবা দশ লক্ষ টাকা ঘোষিত অর্থরাশি প্রদান না করার প্রেক্ষিতেও সরব হন তিনি। মানিক সরকার বড গলায় বলেন, বামফ্রন্টের আমলে অনাহারে মৃত্যু কিংবা শিশু বিক্রি ছিলো না। এখন দুটোই সমানতালে চলছে। করোনায় মৃত্যু মিছিল, প্ৰতিদিন লাশ, কঙ্কাল উদ্ধারে ব্যথিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রামনগর ১নং রোডস্থিত চিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিল্পাঙ্গন এ বছর কথা সারথি আর্ট ফাউন্ডেশন আহমেদাবাদ আয়োজিত সারা ভারতব্যাপী চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতায় ২০২১-২২ এ বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। এই প্রতিযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানের ৬ জন ছাত্রছাত্রী গোল্ড মেডেল, ৪ জন ছাত্রছাত্রী সিলভার মেডেল, ৩ জন ব্রোঞ্জ মেডেল এবং ৫ জন বিশেষ সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া সেরা চিত্র শিক্ষকের পুরস্কার লাভ করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। শিল্পাঙ্গন পেয়েছে সেরা স্কুলের খেতাব।

অনলাইনে চাঁদার জুলুম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। স্কুলে স্কুলে চাঁদার জুলুমবাজি চলছে। সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়াদের কাছ থেকে জোর করে পুজোর চাঁদা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নিয়মকে অগ্রাহ্য করে চাঁদা আদায়ের জুলুমবাজি চলছে। এই অভিযোগ তুল অভিভাবকরা বিষয় টি সংবাদমাধ্যমের কাছে তুলে ধরেছে। বিভিন্ন স্কুলে অনলাইনে সরস্বতী পুজোর চাঁদা দেওয়ার হুলিয়া জারি করা হয়েছে। এনিয়ে অভিভাবকরা অন ক্যামেরায় কিছু না বললেও তারা তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। যদিও এনিয়ে কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ কিংবা শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা মন্তব্য করেনি।



কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করা, আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেউ কোভিড পজিটিভ হলে তাদের আজ রাতের ওযুধের দোকান

ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো

🎢 যাবে। মানসিক | অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের ঝামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার

: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য করা যায়। মানসিক উদ্বেগ

চেষ্টা করতে হবে।

থাকবে। সকলে। কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা থাকবে। কর্মের ব্যাপারে উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। সচেষ্ট হলে গৃহ পরিবেশে

শান্তি থাকবে। **মিথুন :** দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। 🛮 হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা দিয়ে

অশুভত্বকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শক্র 📗 হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য চিস্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত সমস্যা দেখা যাবে।

কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা।

প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ। সিংহ : দিনটিতে শুভ দিক নিৰ্দেশ

চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক পরিবেশ ক্রমে অনুকৃলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশ

করছে। স্বাস্থ্য নিয়েও অহেতুক

বিঘ্নিত হবে না।

কন্যা: শরীর কন্ত দেবে। । স্ত্রী'র অহংকারী মনোভাব দাস্পত্য দাস্পত্য জীবনে সুখের | শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অনেক তথ্যই দিয়েছিলেন। কিন্তু আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। এসব তথ্যের বাস্তবিক ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীর ললিপপ টের পেয়ে গেলো টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকরা। ২০১৬ সালে টেট পেপার ওয়ান ও ট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের চাকরিতে যোগদানের ৫ বছরের হিসেবে গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর তাদের নিয়মিতকরণের কথা। একই সাথে তাদের মধ্যে যারা চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসটিজিটি কিংবা এটিপিজিটি-তে যোগ দিয়েছে তাদেরও নিয়মিতকরণের কথা। এমন ৪৮১জন রয়েছে। এর মধ্যে টেট ওয়ান ৯জন। টেট টু ৪৭২জন। পূর্বের হিসেবে এই তথ্য বৰ্তমানে বহাল আছে কিনা সেটা ভালো বলতে পারেন শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। তবে পরোনো হিসেবের তথ্যের এই বিষয়গুলো নিয়ে এখন নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। গত ১৪ ডিসেম্বরের পর এক মাস পেরিয়ে গেলো। এখনও ফাইল সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্তের কোনও কথা জানা যায়নি। শুধু তাই নয়, আগরতলায় বহুবার বহু কর্মসূচিতে মিলিত হয়ে শিক্ষামন্ত্রী তবে যতুটুকু খবর, অর্থ দফতরের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

উদয়পুর/বিলোনিয়া, ২৪

জানুয়ারি।। কোভিড বিধি মেনে

ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল চালু রাখা,

সরকারি উদ্যোগে শিক্ষাঙ্গন-সহ

হোস্টেলগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে

খোঁজ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের থেকে সাব্ধর

দিনটি ভালো যাবে। আয় মন্দ হবে

তুলা: শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র

ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্তের

প্রসন্নতা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে

শান্তি থাকবে। আর্থিক দিক অশুভ

ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে।

শক্ররা মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

বৃশ্চিক: স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাবে

📗 না। মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে

সমাধান সূত্র ও আপনার হাতেই

থাকবে। শত্রুরা অশান্তি সৃষ্টি করবে।

শত্রু জয়ী আপনিই হবেন। আয় ভাব

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে।

দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা

মকর : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি

সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ

🔀 🧭 পারে। অর্থভাগ্য মধ্যম

প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ

কুম্ভ: কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকূল

থাকবে। ঊর্ধ্বতন পক্ষে থাকবে।

সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর

মীন: শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে

দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্য

লোকের সঙ্গে ঝামেলা সৃষ্টি হতে

ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে।

পেশায় সাফল্য আসবে।

শুভ।ব্যবসায়েও শুভ।

তুলতে পারবে না।

বজায় থাকবে।

পারে। কর্মস্থলে নানান

ঝামেলার সম্মুখীন হতে

হবে। তবে সব কিছুর

দিতে পারে। কর্মে মধ্যম

প্রকার ফল নির্দেশ

করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে

ারলক্ষিত হয়।শত্রুরা মাথা

দেখা দিতে পারে।কর্মস্থলে

কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি হতে

অর্থভাগ্য ভালো।ব্যবসা

স্থান শুভ। তবে

প্রতিবেশীদের থেকে

পারে।উপার্জন ভাগ্য শুভ।

পরিশ্রম করার মানসিকতা

থাকবে। অর্থ ভাগ্য শুভ

অনেক পার্থক্য থাকার বিষয়টি এবার প্রকাশ্যে চলে এলো।শুধ তাই নয়, এই সময়ে বর্তমান প্রেক্ষিতে অনেকেই নিয়মিতকরণের আশায় আছে। তাদের বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নতুন করে ভাববেন বলে অনেকেই ধারণা পোষণ করছে। কিন্তু আদৌ কি তাদের নিয়মিতকরণ হবে ? শিক্ষামন্ত্রী মঙ্গলবারই একটি সরকারি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই প্রথম সরকারি টিভি চ্যানেলের উদ্বোধন হতে চলেছে আগরতলায়। দূরদর্শন কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্য সরকারের টিভি চ্যানেলের উদ্বোধন আগেই হয়েছিল, এবার তার সঙ্গে সংবাদ সংক্রান্ত চ্যানেল সংযোজিত হলো। এখানে শিক্ষা দফতরের সাফল্যের কথা শোনা হলেও হয়তো টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের কথা বোধহয় শোনা যাবে না। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন আয়োজনে শিক্ষামন্ত্ৰী এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেবেন কিনা সেটা মঙ্গলবার দুপুরেই পরিষ্কার হবে।

গুচ্ছ দাবি নিয়ে বাম ছাত্রদের ডেপুটেশন

স্বাস্থ্যসম্মত নিভূতবাসের উপযুক্ত

ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

নির্দিষ্ট সময়ের আগে পরীক্ষা

নেওয়ার পরিকল্পনা অবলম্বনে

বাতিল করা-সহ মোট সাত দফা

দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন উদয়পুর

বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে এক

প্রতিনিধি দল গোমতী জেলার

শিক্ষা আধিকারিকের নিকট এক

হয়েছিল শিক্ষা দফতরের তরফে। সেই ফাইলে বলা হয়েছিল এই সময়ের মধ্যে যারা চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ করেনি এমন টেট উত্তীর্ণদের নিয়মিতকরণ যায় কিনা, অর্থের সংস্থান করা যায় কিনা তা যেন দফতর খতিয়ে দেখে। এক্ষেত্রে অর্থ দফতর এই সংক্রান্ত বিষয়ে সবুজ সংকেত দিলো না। তাতে অনিশ্চিত হয়ে পড়লো টেটে শিক্ষকরা। এবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন বলে খবর। নিজের ঘনিষ্ঠমহলে প্রচার করছেন টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। অর্থাৎ নিয়মিতকরণ নয়, কিছু একটা দিয়ে 'বৈতরণী' পার হতে চান। প্রসঙ্গত, বাম আমলে রতন লাল নাথ টেট উত্তীর্ণদের ফিক্সড পে-তে চাকরি প্রদান নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তার আমলেই চলছে ফিক্সড পে-তে চাকরি। রতন লাল নাথের বিরোধী শিবিরে থাকার ভূমিকা আর শাসক শিবিরে থাকার ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য দেখতে শুরু করেছে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক-সহ মোহনপুরের নাগরিকরা।

ডেপুটেশনে মিলিত হয়। অন্যদিকে

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন

বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে

একই দাবিতে প্রতিনিধিমূলক

ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সোমবার

সকালে দক্ষিণ জেলা শিক্ষা

আধিকারিক লক্ষ্মণ চন্দ্র দাসের নিকট

ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৭ দফা

দাবিকে সামনে রেখে এদিনের

ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ডেপুটেশন শেষে সংগঠনের বিভাগীয়

সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার জানান,

জেলা শিক্ষা আধিকারিক তাদের

দাবিগুলোর মান্যতা দিয়েছেন।

ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এ দাবিগুলোর

মান্যতা দিয়ে কাজ শুরু করবেন।

প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশনে ছিলেন

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বিলোনিয়া

মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত

মজুমদার, বিজয়ন্ত ভৌমিক, রোহিত

'ত্রিপুরার জন্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরার জন্য বড়ই ক্ষতি। বহির্বাজ্যে রাজ্যের গর্ব টিএসআর-কে যেভাবে ভাড়া খাটানো হচ্ছে এটা রাজ্যের জন্য তা উদ্বেগেরও। কারণ বহু কষ্ট করে ব্যাটেলিয়ানগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল। ওই সময় রাজ্যের প্রেক্ষিতে এই ব্যাটেলিয়ানগুলোর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। পরবর্তী সময় সরকার তাদের বেতন দিতে পারেনি বলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভাড়া খাটিয়ে রাজ্য অর্থ উপার্জন করতে চায়। এটা মেনে নেওয়া যায় না। আগরতলায় দশরথ দেব ভবনে বহির্গজ্যে ভালো নেই টিএসআর জওয়ানরা এই প্রসঙ্গে এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। যদি তার আগেই তাদেরকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেও এর প্রত্যুত্তরে প্রাপ্তিস্বীকারটুকুও করা হয়নি বলে খেদ প্রকাশ করেন মানিক সরকার।

নেশীয় ভেসে যাচ্ছে রাজ্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা নয়। এখন নেশায় ভেসে যাচেছ গোটা ত্রিপুরা। আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে এভাবেই সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি বলেছেন, এখন পাড়ায় পাড়ায় ফরেন লিকারের দোকান দেওয়া হচ্ছে। বাম আমলে এর একটিও লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। উল্টো রাজ্যের এই পরিস্থিতি দেখে মানুষ হাসচেছ। মহিলারা প্রতিবাদ করছে। আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকারকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। মানিক সরকারের দাবি, একবার বাস্তব দেখে সার্টিফিকেট দিক কেন্দ্র সরকার। তিনি আরো অভিযোগ করনে, ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এখনো নেশা কারাবারিরা সক্রিয়। তাদের বিরুদ্ধে সেই অর্থে অভিযান নেই।



सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल : त्रिपुरा जनवरी २०२२

GOVERNOR: TRIPURA

संदेश

73वे गणतत्र दिवस के शुभ और ऐतिहासिक अवसर पर त्रिपुरा राज्य के सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई एवं अभिनन्दन करता हूँ। यह वास्तव में हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही विशेष अवसर है, क्योंकि इसी दिन 1950 में, भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया भारत का संविधान लागू हुआ और भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध था।

쯔 मैं इस शुभ दिन पर, हमारे बहादुर सशस्त्र बलों, राज्य और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जो भूमि, समुद्र, वायु पर पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करते हैं। भारत का विकास देश के कोने-कोने के विकास पर निर्भर करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है और इसीलिए भारत सरकार इस क्षेत्र की तत्काल प्रगति और विकास को महत्व दे रही है।

आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने राज्य को उज्ज्व ल और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लें।

(सत्यदेव नारायण आर्य) राज्यपाल : त्रिपुरा



सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल : त्रिपुरा January 2022

SATYADEO NARAIN ARYA **GOVERNOR: TRIPURA**

I convey my heartiest greetings to all the people of the State of Tripura on this auspicious and historic occasion of the 73rd Republic Day. It is really a very special occasion for our nation, as on this day in 1950, the Constitution of India, adopted by the Indian Constituent Assembly on the 26th November, 1949, came into effect and made India a Sovereign, Democratic Republic committed to ensure Justice, Liberty, Equality and Fraternity for all the citizens. Subsequently, we made ourselves also into a Secular and Socialist Republic through the 42nd Amendment of the Constitution. On this auspicious day, I would also like to convey our special gratitude to all the members of our valiant Armed Forces, State and Central ParaMilitary forces who guard our frontiers on the land, sea, air and looks after the internal security with utmost sincerity and dedication.

country. India cannot develop without the development of the North Eastern Region and that is why the Government of India is giving so much of importance to the

immediate progress and development of the region. On this auspicious occasion, let us join to pledge to work hand in hand towards making our State bright and prosperous.

Thanks, Hambai,

Datyadeo Narin He (SATYADEO NARAIN ARYA) 2411 22 **GOVERNOR: TRIPURA**

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৪ জানুয়ারি।। আগামী ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে বামেরা রাজ্যের নানা প্রান্তে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সাংগঠনিক কনভেনশন কর্মসূচি শুরু করেছে। যদিও করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধিকে মান্যতা দিয়ে চলছে এ কর্মসূচ। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোনামুডা মহকুমা জুড়ে চলছে এই জাতীয় কনভেনশন। প্রথমে বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক হচ্ছে গণ কনভেনশন, দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে অঞ্চলভিত্তিক। সর্বশেষ কর্মীরা বাড়ি বাড়ি প্রচার নিয়ে পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে দলীয়স্তরে এমনটাই

জানা যায়। এদিকে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সহিদ চৌধুরী। এ ছাড়াও স্থানীয় নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সহিদ চৌধুরী বলেন, শ্রমিক-ক্যক ক্ষেত্যজুর ছাত্র-যুব-শিক্ষক-কর্মচারী সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ধর্মঘট সফল করতে হবে।তার জন্য গণ কনভেনশন

থেকে এ আহ্বান জানান তিনি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের সর্বনাশ করছে। এই সরকার কর্পোরেট বান্ধব। তাদের খুশি করতে ঢালাওভাবে বেসরকারিকরণ দেশবাসীর দুর্দশা বাড়াচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী এ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিনের গণ-কনভেনশন থেকে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।



ছাত্র হেনস্থার ম্যাজিস্ট্রেট

দেওয়া হয়েছিল ট্রাফিক পুলিশের

ডিএসপি কোয়েল দেববর্মাকে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। ইকফাইয়ের দুই ছাত্রকে ট্রাফিক পুলিশের হেনস্থার ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিলো রাজ্য সরকার। ১০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সোমবারই এই নির্দেশিকা জারি করেছেন রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিব এস চৌধুরী। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সদর মহকুমার এসডিএম অসীম সাহাকে। তার রিপোর্টে ঘটনা এবং দোষীদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে বলা হয়েছে। গত ১৩ জানুয়ারি সার্কিট হাউসে ইকফাইয়ের দুই ছাত্রকে ট্রাফিক পুলিশের তিন কনস্টেবল মিলে মারধর করে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ ঘিরে সবক'টি বিরোধী দল প্রতিবাদ জানিয়েছে। এবিভিপি বাদ দিয়ে রাজ্যের প্রায় সবক'টি ছাত্র সংগঠন ঘটনার সুষ্ঠু তদস্ত করে দোষীর শাস্তির দাবি তলেছেন।টিএসএফ'র পক্ষ থেকে ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বন্ধও ডাকা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাসে গভীর রাতে বন্ধ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল টিএসএফ। প্রথমেই ট্রাফিক পুলিশের অভিযুক্ত এক কনস্টেবল কিশোর বণিককে

কিন্তু জনজাতি অংশের দুই ছাত্রকে মারধরের ঘটনায় এই তদন্ত মানতে রাজী হননি কোন পক্ষই। ট্রাফিক পুলিশের কর্মীদের বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। প্রথম থেকেই বিরোধী দলগুলি বিচার বিভাগীয় তদস্তের দাবি তুলেছিল। অনেকেই নিরপেক্ষ কাউকে দিয়ে তদন্ত করানোর দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।।ভালো কাজের জন্য প্রশংসিত হলেন পশ্চিম থানার এসআই এমিলি নন্দী। তাকে এই পুরস্কারটি দিয়েছেন পশ্চিম জেলারপুলিশ সুপার মানিকদাস।২০২১ সালের কাজে সস্তুষ্ট হয়েইপশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার এই পুরষ্কারটি তুলে দিয়েছেন এমিলিকে। এমিলির এই পুরস্কর পাওয়ার ক্লোজড করে নিয়েছিল রাজ্য ঘটনায় খুশি তার সহকর্মীরা। পুলিশ। ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব

চাপের মুখে বাধ্য হয়েই স্বরাষ্ট্র দফতর ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। অভিযোগ ছিল, ইকফাইয়ের দুই ছাত্র সার্কিট হাউস হয়ে আগরতলার দিকে যাচ্ছিলেন। দুই ছাত্ৰই একটি গাড়িতে ছিলেন। তাদের গাড়ির কাগজপত্রও ঠিক ছিল। ওই সময় মহাকরণ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আগরতলায় তাঁর সরকারি আবাসের দিকে যাচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনেই সার্কিট হাউসে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় ইকফাইয়ের দুই ছাত্রের। ওই সময় ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল কিশোর বণিক-সহ দুই কনস্টেবল ছাত্রদের আটক করে আস্তাবলে ট্রাফিক ভবনে নিয়ে যায়। সেখানে দুই ছাত্রকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে তাদেরকে এনসিসি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। দুই ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ এনে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয় টিএসএফ'র পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রথমে এনসিসি থানা এই মামলা এফআইআর হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। পরবর্তী সময়ে চাপে পড়ে ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি-কে। এখন বাধ্য হয়েই সরকার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে

তদত্তের নির্দেশ দিয়েছে।

রাস্তায় গাড়ি, বাড়ছে সন্দেহ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। নাইট কারফিউতে পূর্বাশা এলাকায় আটকে পড়েছে একটি পণ্যবাহী লরি। পুলিশ কয়েকবার গাড়িটিকে ঘিরে নজরদারি বাড়াতেই এলাকার মানুষজনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে রাত সাড়ে আটটা থেকে গাড়িটি সেখানে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের এমনটাই অভিমত। তারা এও বলেছেন, গাড়িটি ঘিরে

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক

পুলিশ কয়েকবার ঘরপাক খেলেও কাউকে আটক করা কিংবা থানায় নিয়ে আসার খবর নেই। রাতে পুলিশের একটি সূত্র দাবি করেছে, গাড়িটি পুলিশের সন্দেহের মধ্যে আছে। তাই সেখানে কয়েকবার পুলিশ গিয়ে প্রকৃত মালিক, চালক কিংবা খালাসিকে খুঁজেছে। যদিও সংবাদ লেখা পর্যন্ত এই গাড়ি থেকে আপত্তিকর জিনিসপত্র উদ্ধারের খবর নেই।করোনা পরিস্থিতিতে এই শহরে সন্দেহভাজন গাড়ির

আনাগোনা বেড়েছে বলে অনেকেই দাবি করছে। পুলিশও মাঝে মধ্যে বিষয়গুলো নিয়ে সরব হয়। আবার নীরবতা পালন করছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশও। শহরের বিভিন্ন জায়গায় এখন অনেক কিছু ঘটছে পুলিশ যেন সব কিছু সহ্য করছে। আবার থানায় নেই অভিভাবকহীন থানা-পুলিশের এখন নাইট কারফিউতে জরিমানা আদায় করাও একটি অন্যতম লক্ষ্য।

সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।									
প্রতিটি সারি এবং কলামে ১									
থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই									
ব্য	ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X								
					ার				
					এ				
					বে				
	_				দ				
-									
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।									
সংখ্যা ৪১৫ এর উত্তর									
স	ংখ	tt.	8 \$	C	এ	র উ	ঠত	র	
স 9	ংখ	3	8 \$	4	6	র উ 7	5	2	1
						_			
9	1	3	8	4	6	7	5	2	
9	1 2	3	8	4	6	7	5	2	
9 8 7	1 2 5	3 4 6	8 5 2	4 7 9	6 3 1	7 9 3	5 6 8	1 4	
9 8 7 2	1 2 5	3 4 6 7	8 5 2 6	4 7 9 8	6 3 1 9	7 9 3	5 6 8 3	2 1 4 5	
9 8 7 2 3	1 2 5 4 8	3 4 6 7 5	8 5 2 6 1	4 7 9 8 2	6 3 1 9 4	7 9 3 1 6	5 6 8 3 9	2 1 4 5 7	
9 8 7 2 3	1 2 5 4 8 6	3 4 6 7 5 9	8 5 2 6 1 3	4 7 9 8 2 5	6 3 1 9 4 7	7 9 3 1 6 2	5 6 8 3 9	2 1 4 5 7 8	
9 8 7 2 3 1	1 2 5 4 8 6 7	3 4 6 7 5 9	8 5 2 6 1 3	4 7 9 8 2 5 6	6 3 1 9 4 7 8	7 9 3 1 6 2 5	5 6 8 3 9 4	2 1 4 5 7 8	

ক্রমিক সংখ্যা — ৪১৬								
8	9		7	5		6	1	
	6	4	1			7		2
1		5	2	3			8	
		8			3	2		
			8	4	9		7	6
9			6	1		8	4	
				6	5	1		9
4	2	6	9		1	5		7

MESSAGE

The development of India must depend on the development of every corner of the

Jai Hind.

ICA-D-1681-22

অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ২৬ জানুয়ারি দেশের ৭০তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপনের প্রাকলগ্নে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী ত্রিপরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছাবার্তায় বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, '১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ড. ভীমরাও রামজি আন্দেদকর প্রণীত ভারতবর্ষের নতুন সংবিধান ১৯৪৯ সনের ২৬ শে নভেম্বর গৃহীত হলেও ১৯৫০ সনের ২৬ জানুয়ারি বিশ্বের • এরপর দুইয়ের পাতায়

মহিলার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২৪ জানুয়ারি।। অভিযুক্তের মা কৃষি দফতরের কর্মচারী। তবে তিনি যে ওই দফতরে কর্মরতা তা সহজে স্বীকার করেন না সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকই। কারণ, মা-ছেলের বিরুদ্ধে এলাকায় অভিযোগের শেষ নেই। তাই আধিকারিকও ওই মহিলাকে কিছুটা ভয় পান। কারণ, তার বিরুদ্ধেও কখন থানায় মামলা করে দেবেন তার কোন বিশ্বাস নেই। সেই অভিযুক্ত মহিলার ছেলের বিরুদ্ধে এবার আরেক মহিলা শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত যুবকের নাম জয়ন্ত দাস। তার মায়ের নাম মীনু দাস। সেকেরকোট এলাকায় তাদের বাড়ি। নির্যাতিতা মহিলার কথা অনুযায়ী মীনু দাস এবং তার ছেলে জয়ন্ত গ্যাসের চুল্লি নিয়ে তার সাথে ঝগড়া করে। পরে মীনু দাস তার ছেলেকে নির্দেশ দেয় ওই মহিলার এমন অবস্থা করতে যেন তিনি সমাজে আর কাউকে মুখ না দেখাতে পারেন। মায়ের নির্দেশে অভিযুক্ত জয়ন্ত প্রতিবেশী মহিলার শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ঘটনার সময় নির্যাতিতার নাবালক ছেলেও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। নাবালকের সামনেই নির্যাতনের শিকার হন তার মা। শুধু তাই নয়, অভিযুক্ত ও তার মা নির্যাতিতাকে হুমকি দিয়েছিল যদি এই ঘটনা পুলিশ কিংবা অন্য কাউকে জানায় তাহলে তাদের পরিবারের সকল সদস্যদের খুন করা হবে। শ্লীলতাহানির পর নির্যাতিতার স্বর্ণের চেইনও ছিনতাই করে নিয়ে যায় অভিযক্ত মা-ছেলে। সেই নিৰ্যাতিতা মহিলা কিছুটা লোকলজ্জার ভয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি। তিনি সোজা আগরতলায় এসে জেলা ও দায়রা আদালতে অভিযুক্ত মা-ছেলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। জানা গেছে, অভিযুক্ত মীনু দাস বিশালগড় কৃষি দফতরে কর্মরতা। গোটা এলাকার মানুষ চাইছেন অভিযুক্ত মা-ছেলের এবার যেন কঠোর শাস্তি হয়।

কমলো সোয়াব পরীক্ষা নামলো আক্রান্ত'র গ্রাফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দিনে সবচেয়ে কম। সোয়াব পরীক্ষা শনাক্তের সংখ্যা। এই সময়ে ৩ আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। করোনা সংক্রমণের হার দ্রুত নেমে আসছে রাজ্যে। পশ্চিম জেলায় এক লাফে আক্রান্ত নামলো ৭৮ জনে। ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যেও আক্রান্ত নামলো ২৬২ জনে। তবে মৃত্যু কিছুতেই কমাতে পারছে না স্বাস্থ্য দফতর। সোমবারও করোনা আক্রান্ত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও সোয়াব পরীক্ষা ২৪ ঘণ্টায় কমিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। সোমবার ২৪ ঘণ্টার মিডিয়া বুলেটিনে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, আরও ৬৫৬জন করোনামুক্ত হয়েছেন। এদিন সংক্রমণের হার ছিল ৬.৫৬ শতাংশে। ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৯৯১ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। এই সংখ্যাটা অবশ্য গত ৭

নামতেই পজিটিভ রোগীও কমেছে। ব্যাপকহারেই ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত নেমেছে সিপাহিজলা এবং খোয়াই জেলাতে। ২৪ ঘণ্টায় সিপাহিজলায় ২জন এবং খোয়াইয়ে ৬জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে গোমতী জেলায়১৯, দক্ষিণ জেলায় ৪২, ধলাই জেলায় ৩৫, ঊনকোটি জেলায় ৩৯ এবং উত্তর জেলায় ৪১জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিনের চারজনকে নিয়ে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁডিয়েছে ৮৬৯ জনে। পজিটিভের হার গত তিন বছরের হিসেবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.২৫ শতাংশে। এদিকে দেশেও ২৪ ঘণ্টায় নেমেছে সংক্রমিত রোগীর

লক্ষ ৬ হাজার পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৩৩৯জন সংক্রমিত রোগী।এদিকে রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৭৪৫জনে। রাজ্যে ব্যাপকহারে করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হলেও কিছুতেই সামাজিক দূরত্ব বাজারগুলিতে বজায় থাকছে না বলে অভিযোগ। শহরের বাজারগুলিতে প্রায় প্রত্যেকদিনই মাক্ষ বিহীন ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় জমছে। স্যানিটাইজ করা হচ্ছে না বাজারগুলিতে। প্রত্যেকদিন যেভাবে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তা নিয়ে প্রশাসনের কড়া ব্যবস্থা

হয়েছে. তাদেরকে পনরায় আবেদন

করতে হবে। যদি দফতর মনে করে

তারা উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি

করেছেন, তবেই পুনরায় অনুমতি

দেওয়া হতে পারে। তবে এর আগে

রাজ্যে চলা অবৈধ ইউনিটগুলো বন্ধ

করার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ

আদালত। রাজ্য সরকারের তরফে

উচ্চ আদালতকে পরবর্তী সময়

লিখিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে

জানানো হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে,

এতদিন ধরে কেন প্রশাসন চুপ

ছিল ? কেন সাধারণ মানুষের জীবন

নিয়ে এতদিন ছেলেখেলা হয়েছে?

এখন যারা বিভিন্ন ইউনিটে গিয়ে

ক্ষমতা দেখাচ্ছেন, তাদেরকে সেই

ক্ষমতা আগে থেকেই দেওয়া

আছে। কিন্তু তারা সেই ক্ষমতা

ব্যবহার করে অবৈধ কারবারের

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

রাজ্যময় প্যাকেজড ওয়াটারের নামে বিষপান

অমরপুর, ২৪ জানুয়ারি।। রাজ্যে অধিকাংশ প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের বৈধ কোনও নথিপত্র নেই। শুধু তাই নয়, অনেক ইউনিটের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন। এক কথায় বোতল ভর্তি জলের মাধ্যমে রাজ্যবাসী এতদিন ধরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আছে। কিন্তু পরিবেশ একেবারে সংস্থাগুলিকে নোটিশ ধরানো অপরিচ্ছন্ন। সেই কারণে ইউনিট বন্ধ করার নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়। একইভাবে নতুনবাজারে গিয়েও তারা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখতে পান। এমনকি বৈধ নথিও দেখাতে পারেনি ইউনিট কর্তৃপক্ষ। তাই তাদেরকেও ইউনিট সিল করার



বিষপান করে আসছে। নোংরা জল পান করাটা বিষপানের চাইতে কোনও অংশে কম নয় বলে মনে করেন নাগরিকরা। কারণ, নোংরা জল পান করে শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা হয়। সম্প্রতি উচ্চ আদালতের নির্দেশে রাজ্যের স্বাস্থ্য এবং খাদ্য দফতর হঠাৎ জেগে উঠেছে। গোটা রাজ্যে গড়ে উঠা প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউনিটগুলোতে একেব পব এক অভিযান সংগঠিত হচ্ছে। সোমবার গোমতী জেলার অমরপুর, নতুনবাজার এবং যতনবাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তিনটি জায়গায় তিনটি ইউনিট বন্ধ করে দিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা এদিন অমরপরে গিয়ে দেখতে পান, সেখানকার ইউনিটের বৈধ নথিপত্র

নোটিশ দেওয়া হয়। যতনবাড়িতে গিয়েও আধিকারিকরা একই অবস্থা দেখতে পান। সেই ইউনিটের মালিককে তারা খুঁজেই পাননি। মালিকের অনুপস্থিতিতে তার বাবাকে কাছে পান আধিকারিকরা। তাই তার হাতেই ইউনিট সিল করার নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়। আধিকারিকরা জানান, ইউনিট কর্তৃপক্ষ প্রথমে দাবি করেছিল, তারা সেখান থেকে জল বিক্রি কবেন না। কিন্তু ভেতরে ঢুকে সবকিছু খতিয়ে দেখার পর আধিকারিকরা বুঝতে পারেন তাদের দাবি মিথ্যা। যতনবাড়ি ইউনিটে জলের পাশাপাশি ঠাণ্ডা পানীয়ও প্রস্তুত হয় বলে জানা গেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা পানীয় প্রস্তুত করার মত কোনও নথিপত্র তারা দেখাতে পারেননি। আধিকারিকরা জানান, যেসব

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 77/EE/DWS/DMN/2021-22 The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, up to 3.00 P.M. on 11/02/2022 for

the	following work:-				
	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETI	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: <u>156/SE/DWS/C/KGT/</u> 2021-22.	Rs. 39,93,894.00	Rs. 39,939.00	60 days	Appropriate Class

- 🖎 Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 11-02-2022 up to 15.00 Hrs Date and Time for Opening of BID: 11-02-2022 at 16.00 Hrs
- Document Downloading and Bidding at Application https://tripuratenders.gov.in
- Bid Fee: Rs. 1,000 each (non refundable).

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA-C-3473-22

Sd/- Illegible **Executive Engineer** DWS Division Dharmanagar, North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 71/EE/DWS/DMN/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, up to 3.00 P.M. on 31-01-2022 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETI	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: <u>193/EE/DWS/DMN/</u> <u>2021-22.</u>	Rs. 6,75,968.00	Rs. 6,760.00	365 days	Appropriate Class

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 31-01-2022 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID: 31-01-2022 at 16.00 Hrs
- Document Downloading and Bidding at Application https://tripuratenders.gov.in
- Bid Fee: Rs. 1,000.00 each (non refundable).

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Sd/- Illegible **Executive Engineer**

DWS Division Dharmanagar, North Tripura.

কলেজে বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ জানুয়ারি।। তামিলনাড়তে খ্রিস্টান মিশনারি বিদ্যালয়ে ছাত্রীর উপর ধর্ম পরিবর্তনের চাপ এবং ওই ছাত্রীর আত্মহত্যার চেস্টার ঘটনার প্রতিবাদের ঢেউ আছডে পডেছে এ রাজ্যেও। সোমবার সেই ঘটনার প্রতিবাদে উদয়পর সরকারি ডিগ্রি কলেজে পড়ুয়ারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা কলেজ চত্র মিছিলের মধ্য দিয়ে সেই ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এবিভিপির নগর শাখার নেতা জানান, ওই খ্রিস্টান মিশনারি বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষিকা মিলে ওই ছাত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই কারণেই ওই ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তারা



বলেছেন, যদি তামিলনাড়ু সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে এবিভিপি লাগাতর আন্দোলন চালিয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এবিভিপি সবসময় সরব থাকে না কেন? তারা ইস্যু ভিত্তিক কয়েকটি আন্দোলন করেই গুটিয়ে যায়। অথচ বর্তমান সময়ে এ রাজ্যে এবিভিপির সাংগঠনিক শক্তি অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। তারা চাইলে ছাত্রছাত্রীদের অনেক জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করতে পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রে তাদের আন্দোলনের ময়দানে দেখা যায় না বলে খোদ ছাত্রছাত্রীরাই বলছেন। তামিলনাডুর ঘটনাটি অবশ্যই কারোর কাছেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে অবশ্যই আন্দোলন হওয়া স্বাভাবিক। তবে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে এবিভিপি এভাবেই আন্দোলন করুক এমনটাই ুআশা ব্যক্ত করেছেন পড়ুয়ারা।

জল পরিশোখনে সমস্য পরিদর্শনে পুরপিতা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ জানুয়ারি।। সুখা মরসুম জনিত কারণে গোমতী নদীতে জলের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। সেই কারণে বনদোয়ারস্থিত পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে জল পরিশোধন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের উপর নির্ভরশীল উদয়পুর পুর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই পানীয় জলের সমস্যা নিরসনের জন্য সোমবার বনদোয়ার স্থিত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শনে যান উদয়পুর পুর পরিষদ এর পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার-সহ পানীয় জল দফতরের এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এসডিও-সহ বিভিন্ন প্রকৌশলীগণ। কিভাবে আপাতত জনগণের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে তারা চিস্তাভাবনা করছেন। কিন্তু সে সমস্যা নিরসনে তিন থেকে পাঁচ দিন সময় লাগতে পারে বলে জানা গেছে। পুরপিতা জানিয়েছেন, আপাতত পুর এলাকায় যে সকল স্থানে এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জল পৌঁছায় সে সকল স্থানে পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে পুর পরিষদ থেকে একটি জলের ট্যাঙ্কার দেওয়া হবে পাশাপাশি পানীয় জল দফতরের তরফ থেকে তিনটি ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে পূলিশ বাহিনীর চিরুনি তল্লাশি রাজ্যজ্ঞড়ে অব্যাহত রয়েছে বিশেষ করে ট্রেনগুলির মধ্যে প্রতি মুহূর্তে পুলিশের নজরদারি রয়েছে সোমবার দুপুরে আগরতলা-শিলচরগামী এক্সপ্রেস প্যাসেঞ্জার ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে সাফল্য পেল রেল পুলিশ। প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে আসা সবক'টি ট্রেনে তল্লাশি জারি



রেখেছে আরপিএফ-সহ রেল পুলিশ। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনটি ধর্মনগর রেল স্টেশনে অবতরণ করলে ট্রেনের সবকটি কামরাতে তল্লাশি চালালে একটি কামরা থেকে একটি ট্রলি ব্যাগ থেকে ২ কেজি ওজনের মোট ৫টি প্যাকেট থেকে ১০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় আরপিএফের জওয়ানরা। ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনের আরপিএফের আধিকারিক লক্ষ্মণ দেববর্মা জানান, উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষাধিক টাকা হবে। তবে এই গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। পরবরর্তীতে গাঁজাগুলো ধর্মনগর জিআরপি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করবে আরপিএফ বলে জানা যায়।

ডিএম অফিসের বাউন্ডারি র্মাণে বাধা নাগরিকদের

চড়িলাম, ২৪ জানুয়ারি।। শেষ পর্যন্ত জেলাশাসক অফিস নির্মাণ নিয়ে প্রতিশ্রুতি খেলাপের অভিযোগ তুললেন সাধারণ নাগরিকরা। তাদের কথা অনুযায়ী সিপাহিজলা জেলাশাসক অফিস যে জায়গায় নির্মিত হয়েছে তার বেশকিছু জমি আগে জোত ছিল। সেই জোত জমি খাস করা হয়েছিল সরকারি নির্দেশে। যাদের জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছিল তাদেরকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পুরণ তো দূরে থাক দখলকৃত জমিতে গড়ে তোলা রাবার বাগানের ক্ষতিপুরণও মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। এদিকে, এখন জেলাশাসক অফিসের বাউন্ডারি নির্মাণের কাজ চলছে। তাই এলাকাবাসী বিশেষ করে রাবার চাষিরা সেই বাউন্ডারি নির্মাণ কাজে বাধা দেন। তাদের দাবি ১২ পরিবারের প্রায় ৮০০ রাবার গাছ ক্ষতি হয়েছে। তাই অবিলম্বে সেই ক্ষতিপুরণ মিটিয়ে দিতে হবে। এই দাবিতেই ওই এলাকার নাগরিকরা নির্মাণ কাজে বাধা দেন। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ কর্মীরা বাধার মুখে নাগরিকদের জেলাশাসকের সাথে কথা বলেন। পাশাপাশি তাদেরকে বলা হয়েছিল জেলাশাসককে লিখিতভাবে জানানোর লিখিতভাবে জেলাশাসকের কাছে বিষয়টি নিয়ে

সিআরপিএফ ক্যাম্প খোলা হয়। তখনই নাকি প্রশাসনের লোকজন বলা হয়েছিল ওই জায়গায় সিআরপিএফ ক্যাম্প বসানো হবে।



গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও কোন প্রতিশ্রুতি মেলেনি বরং বাউন্ডারি নির্মাণের কাজ চলছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, তারা ক্ষতিপরণের দাবিতে প্রয়োজনে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। রাবার চাষিরা জানান, ২০০০ সালে যখন উগ্রপন্থীর সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছিল তখন অনেকেই বর্তমান জেলাশাসক এবং এসপি অফিস সংলগ্ন এলাকার বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। ওই

তখনই জোত জমি খাস করে নেওয়া হয়। পরবর্তী সময় ওই জায়গায় জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের অফিস নির্মিত হয়। তখনও ওই এলাকার নাগরিকদের

চোরের দাপটে নাজেহাল নাগরিকরা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চুরির ঘটনা নাইট কারফিউ চলাকালীন সময়েও অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বিশালগড় মহকুমায় একের পর এক এ ধরনের ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে কাজে লাগিয়ে চুরি করে নিয়ে যায় পড়ে ছে মহকু মাবাসী। চুরি, মনোরঞ্জন রায়ের গবাদি পশু।যার ছিনতাই-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেলেও বিশালগড় থানার পুলিশ অপরাধ দমন করা তো দূরের কথা অপরাধীদের সাথে মোটা অংকের রফাদফা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে চলছে নাইট কারফিউ, পুলিশের টহলদারি চলছে সর্বত্র। তারপরও নাইট কারফিউর মধ্য দিয়েই চুরির ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। যাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ জনগণ। আবারো দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো বিশালগড় থানার অন্তর্গত পূর্ব গকুলনগরস্থিত মনোরঞ্জন রায়ের বাড়িতে। নিশিকুটুম্ব এর

দল হানা দিয়ে চুরি করে নিয়ে যায় গবাদিপশু। জানা যায়, রবিবার মনোরঞ্জন রায়-সহ পরিবারের সকলে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রতিদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ে। চোরের দল সেই সুযোগকে বাজারমূল্য প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা হবে বলে জানান মনোরঞ্জন রায়ের স্ত্রী। বর্তমানে নাইট কারফিউ চলছে কিন্তু সেই নাইট কারফিউর মধ্যে যদি পুলিশের টহলদারি প্রতিনিয়ত থাকতো তাহলে এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হতো না জানিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন গৃহকত্রী। শুভবুদ্ধি মহলের দাবি, পুলিশ যদি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে তাহলে আগামী দিনে ধীরে ধীরে বিশালগড় মহকুমায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে।

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, যাদের জমি নেওয়া হয়েছে তাদেরকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই পরিবারগুলি কোন সযোগ-সবিধা পায়নি। বরং রাবার গাছের ক্ষতিপূরণও তাদের মিটিয়ে দেওয়া হয়নি।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৪ জানুয়ারি।। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন দুই যুবক। সোনামুড়া-আগরতলা সড়কের ধলিয়াই এলাকায় এই দুর্ঘটনা। সোমবার বেলা ১টা নাগাদ সোনামুড়ার দিক থেকে টিআর০৭ডি৭১১৬ নম্বরের একটি বাইক দ্রুতগতিতে ধলিয়াই এলাকার দিকে আসছিল। তখনই আগরতলার দিক থেকে টিআর০১সি৪৩৪৭ নম্বরের যাত্ৰীবাহী গাডি বাইকে ধাক্কা দেয়। এতে বাইকে থাকা দুই যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। হৃদয় হোসেন (১৮) এবং পিয়াস উদ্দিন (২০) কে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হৃদয় হোসেনের বাডি সোনাপর এলাকায় এবং পিয়াস উদ্দিনের বাড়ি মাছিমা এলাকায়। আহতদের শারীরিক অবস্থা গুরুতর দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী বাইকটি খুবই দ্রুতগতিতে ছিল। গাড়ি চালকের অভিযোগ, বাইকটি হঠাৎ তার গাড়ির সামনে এসে পডে। সেই কারণেই তাদের শরীরে আঘাত লেগেছে। দমকল কর্মীরা জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দেখেছেন দুই যুবক বাইকের নিচে পড়ে আছে। তাদেরকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

কোভিডে মৃত্যু হলে নিকটতম আত্মীয় অনুদান হিসেবে ৫০ হাজার টাকা পাবেন

সুপ্রিম কোর্টের ৩০ জুন, ২০২১ ও ৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে জারি করা আদেশে ১ লা জানুয়ারি, ২০২১ বা তার পরে যেসব ব্যক্তির কোভিড-১৯-এ মৃত্যু হয়েছে তাদের নিকটতম আত্মীয় অনুদান (এক্সগ্র্যাসিয়া) হিসেবে ৫০ হাজার টাকা পাবেন। এই অনুদান দেওয়া হবে ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি / জেলা প্রশাসন থেকে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কোন ব্যক্তির এই সহায়তা পেতে হলে জেলা শাসক ও সমাহর্তা, পশ্চিম ত্রিপুরা/ ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, পশ্চিম ত্রিপুরার কাছে মৃত্যুর কারন উল্লেখ করে ডেথ সার্টিফিকেট, কস্ অবডেথ সার্টিফিকেট, সারভাইবল সার্টিফিকেট, পিআরটিসি সহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এই অনুদান দেওয়া হবে। যদি ডেথ সার্টিফিকেট বা এক্সগ্র্যাসিয়া পেতে কারও অসুবিধা হয় বা দেরি হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জেলাস্তরের গ্রিভেন্স রিড্রেসেল কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

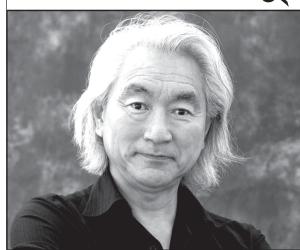
ICA-D-1684-22

জেলা শাসক ও সমাহৰ্তা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনঃ আগরতলা

ICA-C-3467-22

জানা এজানা

অসম্ভবের বিজ্ঞানী



বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন ক্যাম্পে

রাখা হয়েছিল। এরকমই এক

বাবা-মায়ের দেখা হয়েছিল।

গড়ায়। যুদ্ধের পর জন্ম নেন

মিচিও কাকু। তাদের সেসময়ের

আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না।

বেশ কন্ত করেই বেড়ে উঠতে

থাকেন মিচিও কাকু।

তবুও বিজ্ঞানের প্রতি

ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল

ছোটবেলাতেই। সে কথা তো

শুরুতেই বলেছি। এরপর সেই

রেশ আর কাটেনি তাঁর। বেড়েই

চললো বলা চলে। এর পেছনে

সেসময় টিভিতে প্রচারিত কিছু

বইপড়ার নেশাও ছিল কাকুর।

বিশেষ করে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি

আরও ভূমিকা রেখেছিল

কার্টুন সিরিজ। ফ্ল্যাশ গর্ডন

গ্রোগ্রাসে গিলতেন তিনি।

তিনি, যেখানে বিজ্ঞান ও

পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে থাকেন

প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ থাকবে।

একে অনেকেই ফ্যান্টাসি বা

অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেন।

কিন্তু মিচিও কাকু বলতে চান,

বিজ্ঞান দিয়ে এসব অসম্ভবকে

বোঝার চেষ্টা করে গেছেন

হাইস্কুলে পড়ার সময় নিজের

জন্য একটা অ্যাটম স্ম্যাশার

বানানোর কথা ভাবলেন মিচিও

কাক। বডদিনের ছটিতে অন্য

ছেলেরা যখন আনন্দ উৎসবে

নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন তিনি

সেই ঘাম পায়েও ফেললেন।

মাকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের মাঠে

প্যাঁচালেন। এরপর বাবা-মায়ের

গ্যারেজে তৈরি করলেন ২.৩

একসিলারেটর। সেটি চালাতে

৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ লাগত।

যন্ত্রটি থেকে তৈরি হলো

শক্তিশালী বিদ্যুৎ-চুম্বক।

অ্যাটম স্ম্যাশার দিয়ে

পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের চেয়ে

সেটা ছিল প্রায় ২০ হাজার গুণ

বেশি শক্তিশালী। আসলে এই

অ্যান্টিম্যাটার তৈরি করতে

পর্যন্ত স্ম্যাশারটা চালু করে

কাজের কাজ যেটা হয়েছিল,

মায়ের বাড়ির বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

সেটা বেশ হতাশাজনক। কাকুর

এতে একদম ভেঙে পড়েছিল।

ব্ল্যাকআউটে থাকতে হয়েছিল

তাদের বেশ কিছুটা সময়।

নেই এই বিজ্ঞাপনী ভাষার মতোও এই পারিবারিক ক্ষতি

থেকেও কিছু শিখতে

অবশ্য দাগ নেই তো শেখাও

পেরেছিলেন কাকু। এমনকি

ভবিষ্যতে তাঁর বিজ্ঞানী হয়ে

ওঠার পেছনেও এটিই সবচেয়ে

বড় নিয়ামক হয়ে দেখা দেয়।

অ্যাটম স্ম্যাশারটা বগলদাবা

করে জাতীয় বিজ্ঞান মেলায়

অংশ নেন তিনি। তাঁর যন্ত্রটা

ছিল গতানুগতিক আর দশটা

বিজ্ঞান প্রজেক্টের মধ্যে

একেবারে আলাদা। ছোট্ট

একটা কিশোরের বানানো

লেগে গেল পদার্থবিজ্ঞানী

এডওয়ার্ড টেলারের। মার্কিন

হাইড্রোজেন বোমার জনক

হয়ে এসেছিলেন টেলার।

তিনি। বিজ্ঞান মেলায় অতিথি

অসাধারণ এই বিজ্ঞান প্রজেক্টের

এরপর দুইয়ের পাতায়

কারণে সেবার বিজ্ঞান মেলায়

এরকম যন্ত্র দেখে সেবার তাক

চেয়েছিলেন তিনি। তবে শেষ

মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট

বিটাট্রন পার্টিকেল

২২ মাইল দীর্ঘ তামার তার

ব্যস্ত, তখন অ্যাটম স্ম্যাশার

তিনি।

অসম্ভব হল আপেক্ষিক ব্যাপার।

এভাবে ভবিষ্যতের এক

সিরিজ। এছাড়া গল্পের

পরবর্তীতে তা বিয়ে পর্যন্ত

ক্যাম্পে মিচিও কাকুর

১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল। যক্তরাষ্ট্রের একটা হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। সর্বকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানীর বয়স তখন ৭৭ বছর। প্রদিন প্রধান প্রধান মার্কিন দৈনিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হলো তাঁর মৃত্যুসংবাদ। কোনো কোনো পত্রিকায় আইনস্টাইনের ব্যবহৃত এলোমেলো ডেস্কের একটা ছবিও ছাপা হয়েছিল। ডেস্কটার ঠিক পেছনেই হিজিবিজি সমীকরণে ভর্তি একটা ব্ল্যাকবোর্ড। ক্যাপশনে বলা হয়েছিল: এই ডেস্কেই রয়েছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের খসড়া। কিন্তু সেটি অসমাপ্ত। আসলে জীবনের শেষ তিন দশক ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি সূত্রবদ্ধ করতে দিন-রাত কাজ করছিলেন আইনস্টাইন। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত জানা সবক'টি বলকে একীভূত করে একটিমাত্র তত্ত্বে প্রকাশের ইচ্ছা ছিল তাঁর। সেই তত্ত্বের পোশাকি নাম এখন থিওরি অব এভরিথিং বা সার্বিক তত্ত্ব। অবশ্য তেমন কোনো তত্ত্ব খাড়া করতে ব্যর্থ হন আপেক্ষিকতার জনক আইনস্টাইন। স্কুলে নিজের ক্লাসে বসে পরদিন আইনস্টাইনের মৃত্যুর খবর শুনলো ছোট্ট এক বালক। বয়স তার সবে আট। কিন্তু কে এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী তা বঝতে পারল না ছেলেটি। শ্রেণিশিক্ষক সবার উদ্দেশে বুঝিয়ে বললেন সেকালের সেরা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কথা। বললেন. তাঁর আবিষ্কার আর তাঁর শেষ না হওয়া কাজের কথা। কিন্তু ওটুকুতে মন ভরলো না বালকের। এই বিজ্ঞানী সম্পর্কে আরও জানতে লাইব্রেরিতে ছুটলো কৌতৃহলী ছেলেটি। বেছে বেছে আইনস্টাইন আর তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে লেখা বেশ কিছু বই পড়লো। সবটুকু যে মাথায় ঢুকল, তা-ও নয়। অধিকাংশই রহস্যে মোড়া। তবে সেগুলো পড়তে গিয়ে দারুণ এক রোমাঞ্চ জাগল মনে। সেদিন লাইব্রেরি থেকে অন্য এক মানুষ হয়ে বেরিয়ে এল ছেলেটি। বড় হয়ে বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল সেদিন থেকে। সেই সঙ্গে একটা থিওরি অব এভরিথিং খুঁজে বের করারও পণ করল মনে মনে। আইনস্টাইনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করাই যার মূল উদ্দেশ্য সেই ছেলেটিই আজকের অন্যতম জনপ্রিয় তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও লেখক মিচিও কাকু।

এই ছেলেটির জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৪ জানুয়ারি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালফোর্নিয়ার স্যানজোসে। ১৯০৬ সালের দিকে ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে যুক্তরাষ্ট্রের সানফান্সিসকো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধ্বংসস্তুপের জঞ্জাল সাফ করতে দেশ-বিদেশ থেকে কিছু শ্রমিক আনা হয়েছিল। সেসময় জাপান থেকে মার্কিন দেশে পাড়ি জমান মিচিও কাকু'র দাদা। এরপর আর দেশে ফিরে যাননি। সে দেশেই জন্ম নেন মিচিও কাকুর বাবা এবং মা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাই সেদেশের জাপানি নাগরিকদের মার্কিন সমাজ থেকে এক প্রকার

ফের পতন শেয়ার বাজারে, উধাও হল ৯ লক্ষ কোটি টাকা মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি।। বিশ্বজোড়া পতন অভিঘাতে ফের বিধ্বস্ত ভারতের শেয়ার বাজার। সোমবার বাজার খোলার পরে সেনসেক্স ১, ৯৫৫ পয়েন্ট পড়ে যায়। নিফটি ৫৯৬ পয়েন্ট খুইয়ে নেমে আসে ১৭,০৫০-রও তলায়। সপ্তাহের প্রথম দিনেই বাজার থেকে মুছে

গেল লগ্নিকারীদের ৯ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার শেয়ার সম্পদ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্যার জেরে ভারতের শেয়ার বাজারে এই নিয়ে পঞ্চম দিন পতন অব্যাহত রইল। গত সপ্তাহের শেষে বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স ৪২৭ পয়েন্ট নেমে ৫৯,০৩৭-এ পৌঁছেছিল। ১৩৯ পয়েন্ট পতনের পর নিফটি পৌঁছয় ১৭,৬১৭ পয়েন্টে। সব মিলিয়ে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির পরিমাণ ৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বলে আশক্ষা করা হচ্ছে। ছোট এবং

মাঝারি সংস্থাগুলির পাশাপাশি বড়

ইন্দোরে ছয় শিশু সহ ১৬ জন ওমিক্রনের উপপ্ৰজাতিতে আক্ৰান্ত

ইন্দোর, ২৪ **জানুয়ারি।।** যোলজন কোভিড আক্রান্ত রোগীর শরীরে ওমিক্রনের উপপ্রজাতি বিএ২ মিলেছে। এদের মধ্যে ছ'জন শিশু এবং সবচেয়ে কনিষ্ঠ রোগীর বয়স মাত্র একদিন। একটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে চার জনের ফুসফুসে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ সংক্রমণ হয়েছে। ইন্দোরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক বিনোদ ভান্ডারি জানিয়েছেন, আক্রান্তদের মধ্যে তিন জন টিকা নিয়েছেন। ওই চিকিৎসক বলেন, "ফুসফুসে সংক্রমণের বিষয়টি বেশ চিন্তার। তবে আক্রান্তদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি তৃতীয় টিকা নিয়েছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে ফুসফুসে সংক্রমণ ১ থেকে ৫ শতাংশ।" তাই তাঁর মতে যাদের পক্ষে তৃতীয় টিকা নেওয়া সম্ভব তাঁরা যেন অগ্রাধিকার দিয়ে তা নিয়ে নেন। ওমিক্রনের উপপ্রজাতি বিএ২ চিকিৎসকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তবে তার সংক্রমণের ক্ষমতা এবং কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তা নিয়ে চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিভাজন রয়েছে। একাংশের মতে ওমিক্রনের উপপ্রজাতিটি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে আর এক অংশের মতে মূল ওমিক্রনের চেয়ে এর কোনও তফাত নেই। চিকিৎসক বিনোদ ভান্ডারি জানিয়েছেন, ইন্দোরে এখন পর্যন্ত দু'ধরনের উপপ্রজাতি নজরে এসেছে। সোমবার ১৬ জনের শরীরে বিএ২ এবং রবিবার তিনজনের শরীরে বিএ২ পাওয়া গিয়েছে। তবে চিকিৎসকদের মতে, যদি ফুসফুসে সংক্রমণ হয় তবে রোগীকে ভাল করে নজরদারি চালাতে হবে।

গডসের চলচ্চিত্র'র ওপর নিষেধাজ্ঞার দাবি কংগ্রেসের

মুম্বাই, ২৪ জানুয়ারি।। "কেন আমি জারির আবেদন জানিয়েছে। অভিযোগ করেছেন। মহারাষ্ট্রের গান্ধীকে হত্যা করেছি"- এটি ছবিটি বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে কংগ্রেস চিঠি লিখল মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে। চলচ্চিত্রটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার আবেদন জানিয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এজাতীয় ছবি দলের নেতা কর্মী ও সমর্থকদের অনুভূতিতে আঘাত করবে। কংগ্রেসের রাজ্য ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রধান নানা পাটোলে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন গান্ধী হত্যাকারীকে নায়ক হিসেবে দেখান হয়েছে। যা গোটা দেশের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কংগ্রেস এই ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা

অন্যদিকে এনসিপি নেতা অমিত কংগ্রেস সভাপতি বনানা পাটোলে কোহলে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। ৪৫ মিনিটের কম সময়ের এই ছবি। এটএটির বাজেটও খুব কম। "কেন আমি গান্ধীকে হত্যা করেছি"- ট্রেলার মুক্তির পরেই রীতমত শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ট্রেলার অনুযায়ী ছবিটি গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের বিচারকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে গডসের কাজেই মান্যতা ও ন্যায্যতা দেওয়া হয়েছে। ছবির মূল অভিনেতা এনসিপি নেতা অমিত কোহলে ছবিটির ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই কংগ্রেসের



হত্যাকারী যে ছবিতে নায়কের ভূমিকায় রয়েছে সেই ছবিতে অভিনয় করার আগে তার আরও চিন্তাভাবনা করা জরুরি ছিল বলেও জানিয়েছেন তিনি। শুধু কংগ্রেস নয়, এক আগেই অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কাস অ্যাসোসিয়েশনও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরে কাছে ছবিটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা আবেদন জানিয়েছে। সিয়ে ওয়ার্কাসের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে ছবিটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজির প্রয়াণ দিবসেই মুক্তি পাওয়ার কথা। ছবিটি মুক্তিপেলে দেশের মানুষ আরও বিভ্রান্ত হবে বলেও অভিযোগ করেছে তারা।

মাণপুরেও বিজোপকে চ্যালেঞ্জ

ইম্ফল, ২৪ জানুয়ারি।। মাস ফুরোলেই পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সমস্ত রাজনৈতিক দলই প্রচারে ঝড় তুলেছে। তার মাঝে এবার নতুন নতুন সমীকরণ গড়ে উঠেছে। উত্তরাখণ্ড ছাড়া বাকি রাজ্যগুলির মতো মণিপুরেও বদলাল সমীকরণ। এবার আর মণিপুরের শাসকদল এনপিপি বিজেপিকে সঙ্গী করে নির্বাচনে লড়ছে না। অর্থাৎ মণিপুরেও লড়াই হতে চলেছে ত্রিমুখী। সোমবার পৃথকভাবে ইশতেহার প্রকাশ করল এনপিপি। আগে তারা মণিপুরের ৬০টি আসনেই প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল ফলে বিজেপির সঙ্গে জোট ছিন্ন হওয়ায় উত্তর-পূর্বের এই ছোট রাজ্যে ত্রিমখী লডাইয়ের দামামা বেজে গিয়েছে। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা আবার মনে করছেন মণিপুরে কংগ্রেস অতীতের ছায়া হলেও ত্রিমুখী লডাই জমে যাবে। এ মাসেই মণিপুরে গিয়ে প্রচারে ঝড তলে এসেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। তখনও স্পষ্ট হয়নি মণিপুরের সমীকরণ। বিজেপি এখানে এনপিপি-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে আলাদা লড়তে পারে সম্ভাবনা ছিল, সেটাই হতে চলেছে। সেই সমীকরণ পরিষ্কার হওয়ার পর বিজেপি যখন ৬০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে, এদিন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা এনপিপি সভাপতি কনরাড সাংমা, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম জয়কুমার সিং ও রাজ্য সভাপতি এল জয়ন্তকুমার সিং রবিবার নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করে বঝিয়ে দিয়েছেন এরপর দুইয়ের পাতায়

বৃদ্ধির ইঙ্গিত!

বলেছেন জাতির জনকের

হত্যাকারীকে গৌরবান্নিত করা

হয়েছে। সেই কারণেই তিনি চিঠি দিয়ে

ছবিটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আপোর

করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি

আরও বলেছেন ডা. কোহলে

একজন শিল্পী। পাশাপাশি তিনি

একজন রাজনৈতিক দলের সক্রিয়

সদস্য। তাই তাঁর আরও বেশি

দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। গান্ধীর

২০২১-২২ আর্থিক বছরের জন্য অর্থনৈতিক সমীক্ষা তৈরি করছে। মনে করা হচ্ছে, পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য প্রায় ৯ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেবে মন্ত্রক। সাধারণ বাজেট পেশের আগে এই সমীক্ষার রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়। মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা এই রিপোর্ট তৈরি করে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা-সহ অন্য আধিকারিকরা রিপোর্ট তৈরি করছেন। অবশ্য ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে প্রথম অর্থনৈতিক সমীক্ষার যে রিপোর্ট

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে তাজমহলের সামনে প্রহরারত আর্মড ফোর্স ল্যান্সবন্দি।

আমিরশাহি ও সৌদিতে

ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আবুধাবি, ২৪ জানুয়ারি।। ড্রোন হামলার পরে এবার ক্ষেপণাস্ত্র হানা। ফের ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিশানায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির তেলের শহর আবুধাবি। সোমবার ভোরে আবুধাবি লক্ষ্য করে ছোড়া দু'টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সেনা আকাশপথেই ধ্বংস করেছে বলে দাবি। ওই ঘটনার পরেই উত্তর ইয়েমেনে হুথি গোষ্ঠীর ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে বিমান হামলা চালায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সোমবার ভোরে সৌদি আরবেও দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী। তার একটি জাঝন এলাকায় আছড়ে পড়লে দু'জন আহত হন। অন্যটিকে, ধাহরন-আল-জানুবের আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থার সাহায্যে ধ্বংস করে সৌদি সেনা। দক্ষিণ ইয়েমেনে হুথি গোষ্ঠীর ঘাঁটি থেকে ওই ক্ষেপণাস্ত্ৰ দু'টি ছোড়া হয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রতিরক্ষা দফতর জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র হানার পরেই সে দেশের বিমানবাহিনীর এফ-১৬ যুদ্ধবিমান উত্তর ইয়েমেনের আল-জওফে হুথি ঘাঁটিতে হামলা চালায়। সেটি ধ্বংস করা হয়। প্রসঙ্গত, গত সোমবার

আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অদূরে বিস্ফোরক বোঝাই ড্রোন হামলা চালিয়োছল হুথি গোষ্ঠা একটি তেল শোধনাগার এলাকায় ওই বিস্ফোরণে সেখানে দুই ভারতীয় এবং এক পাকিস্তানি কর্মী নিহত হন। ইরান সমর্থিত শিয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথির বিরুদ্ধে অভিযানে ২০১৫ সাল থেকে ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীকে সাহায্য করছে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। তারই জেরে ওই দুই দেশে হামলা। সম্প্রতি ইয়েমেনের রাজধানী সানার উত্তরে হুথি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অভিযান শুরু করেছে সে দেশের সরকারি বাহিনী। শাবওয়া এবং মারিব অঞ্চলে লডাইয়ে ইয়েমেন সেনাকে সৌদি এবং আমিরশাহি

সরাসরি মদত দিচ্ছে বলে

বিজেপি মন্ত্রীর ছেলেকে বেদম মার ক্ষিপ্ত জনতার

অভিযোগ, তাতেই সংযম হারিয়ে গুলি চালান বিহারের বিজেপি মন্ত্রীর ছেলে। আর আতঙ্কের জেরে হওয়া হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে এক শিশু-সহ আহত হন ছ'জন। তারপরই অভিযুক্তকে বেদম মারধর করে ক্ষিপ্ত জনতা। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলায়। জানা গিয়েছে, হরদিয়া গ্রামে বিহারের পর্যটনমন্ত্রী নারায়ণ প্রসাদের একটি খামারবাড়ি রয়েছে। অভিযোগ, গ্রামের বাচ্চারা ওই বাড়ির বাগানে ক্রিকেট খেলছে বলে খবর পেয়ে লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছন মন্ত্রীর ছেলে বাবলু কুমার। এরপর বাচ্চাদের ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে তাড়াতে পিস্তল থেকে শুন্যে গুলি চালান তিনি। ফলে হুড়োহুড়ির চোটে পদপিষ্ট হয়ে আহত হন এক অভিযোগ, এরপর বাবলুর আগ্নেয়াস্ত্র প্লেট খুলে নিয়ে তাঁর গাড়িও ভাঙচুর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।"

পাটনা, ২৪ জানুয়ারি।। বাগানে করা হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে খেলছিল গ্রামের বাচ্চারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীদের হাত থেকে বাবলুকে উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা। পশ্চিম চম্পারণ জেলার পুলিশ সুপার উপেন্দ্র বর্মা জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের পাশাপাশি আহত হয়েছেন মন্ত্রীর ছেলেও। তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেটিকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করানো ছাডা ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিহারের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। এদিকে, সমস্ত অভিযোগ খারিজ করেছেন মন্ত্রী নারায়ণ প্রসাদ। পাল্টা তিনি দাবি করেছেন, তাঁর খামারবাড়িটি জবরদখল করার চেস্টা করছিল একদল লোক। খবর পেয়ে তাদের রুখতে সেখানে যায় তাঁর ছেলে। কিন্তু তার উপর হামলা শিশু-সহ কয়েকজন গ্রামবাসী।খবর চালানো হয় এবং লাইসেন্স থাকা পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। বন্দুকটিও কেড়ে নেয় হামলাকারীরা। মন্ত্রী নারায়ণ প্রসাদ কেড়ে নিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর বলেন, "সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। করেন তাঁরা। মন্ত্রীর নাম লেখা নম্বর এসব আমাকে বদনাম করার

"যোগীর বাড়ি বিশাল বাংলোর থেকে কম কিছু নয়", খোঁচা মায়াবতীর

লখনউ, ২৪ জানুয়ারি।। "যোগীর থাকার বাড়ি বিশাল আয়তন বাংলোর থেকে কম নয়", নির্বাচনের আগে এভাবেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধলেন বহুজন সমাজবাদী পার্টির নেত্রী মায়াবতী। তিনি আরও বলেন, আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশের জনগণকে জানানো উচিত গোরখপর, যে বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি আগামী নির্বাচনে লড়াই করবেন, সেখানে যে বাডিতে তিনি থাকেন "তা কোনও অংশে বড বাংলোর থেকে কম নয়"। হিন্দিতে একের পর এক টুইট বার্তায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সম্ভবত পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের লোকেরা জানেন না যে যোগীজি গোরখপরে যে বাডিতে বেশিরভাগ সময় থাকেন, সেটি একটি বড বাংলোর চেয়ে কম নয়। তিনি এ বিষয়ে জানালে ভালো হত। ভোটের প্রথম পর্বের আগে বিরোধী দলগুলিকে উদ্দেশ্য করে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার বিরোধীদের এই বাক্যবাণেই বিঁধেছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন বিরোধীরা ক্ষমতায় আসার পরে প্রথমে নিজেদের জন্য বাংলো তৈরি করেছিলেন। গাজিয়াবাদে প্রচারে এসে আদিত্যনাথ সমাজবাদী পার্টি এবং অখিলেশ যাদবকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে যখন এসপি সরকার গঠিত হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা প্রথমে তাদের নিজস্ব বাংলো তৈরি করেছিলেন, কিন্তু বিজেপি সরকারের অধীনে তিনি এবং তাঁর মন্ত্রীরা তা করেননি। নিজেদের বাসস্থান তৈরি করেননি, রাজ্যের ৪৩ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে বাড়ি দিয়েছে। তিনি দাবি করেছেন যে, বিজেপি সরকার রাজ্যের ২ কোটি ৬১ লক্ষ মান্যকে শৌচাগারও দিয়েছে। এরপরই পাল্টা বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী বলেন, গোরখপুরের বাড়ি, যেখানে আদিত্যনাথ থাকেন, তা একটি বড় বাংলো থেকে কম নয়।

জানা গিয়েছে। লাইফ স্টাইল

রানায় মেথি দিচ্ছে

শরীরের উপর কেমন প্রভাব ফেলছে মশলাটি

বাঙালিদের কাছে তো বটেই গোটা ভারতেই মেথি অত্যন্ত জনপ্রিয় মশলা। বিভিন্ন ধরনের রান্নায় এটি দেওয়া হয়। কিন্তু শুধুমাত্র স্বাদ বা গন্ধ বৃদ্ধি নয়, মেথির অন্য নানা প্রভাবও রয়েছে। নিয়মিত মেথি খেলে কী কী হতে পারে? আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ দীক্ষা ভাবসার সম্প্রতি বলেছেন, এই মশলাটির নানা গুণের কথা।

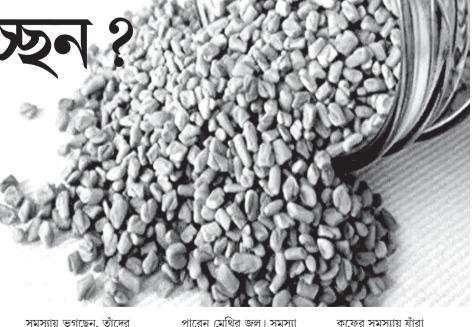
দেখে নেওয়া যাক সেগুলি কী কী। মেথিতে নানা ধরনের ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ রয়েছে। এটি খাবার হজম করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। শরীরে মেদ জমতে দেয় না। যে সব মায়েরা স্তন্যপান করাচ্ছেন, তাঁদের রান্নায় মেথি দেওয়া খুবই ভালো। কারণ এতে দুধের পরিমাণ বাড়ে। মায়েদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রক্তচাপের সমস্যা

রয়েছে? বা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে? এই সমস্যা অনেকটা কমিয়ে দিতে পারে মেথি। রক্তে নানা ধরনের দৃষিত পদার্থ জমে অনেক সময়ে। সেই দৃষিত পদার্থ সাফ করতেও সাহায্য করে মেথি। তাই নিয়মিত মেথি খেলে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে। যারা ইউরিক অ্যাসিডের

সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের রান্নাতেও মেথি মেশানো যেতে পারে। এতে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ কমে। অকালে চুল পেকে যাচ্ছে? কিংবা চুল পড়ে যাচ্ছে? এই সমস্যাতেও নিয়মিত খেতে

পারেন মেথির জল। সমস্যা কমবে। বিভিন্ন গাঁটের ব্যথা কমাতেও ওস্তাদ মেথির কিছু উপাদান। পেটের ব্যথার মতো সমস্যাতেও কাজে দিতে পারে মেথি ভিজানো জল।

কফের সমস্যায় যাঁরা ভূগছেন তাঁদের রান্নাতেও নিয়মিত মেথি দিলে, তাঁরা উপকার পেতে পারেন। বুকে জমা কফ, শ্বাসকন্ত, ব্রনকাইটিসের সমস্যা কমতে পারে এর ফলে।





রাজ্য আলম্পিক সংস্থা

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ঃ আইওএ অলিম্পিক

অ্যাসোসিয়েশন) ২০১৪-১৫ সাল থেকে নিয়মিতভাবে রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা সেই অর্থ কি করেছে বা কোন খাতে খরচ করেছে তা জানে না কেউ। বাম আমলে তৎকালীন সরকার স্বীকৃত অলিম্পিক সংস্থাকে ঘুমে রেখে দেবরায় গোষ্ঠী আইওএ-র স্বীকৃতি আদায় করে গড়ে রাজ্যে অলিম্পিক সংস্থা। শুধু তাই নয়, ২৪টি স্বশাসিত সংস্থাকেও কজা করে ফেলে। এর মধ্যে সিংহভাগ গেমের কোনও চর্চাই এরাজ্যে হয় না। আর্চারি, বক্সিং-র

ক্রীড়া মহলের অভিযোগ, এসব সংস্থা গডে তোলার উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিনরাজ্যের খেলোয়াডদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে তাদেরকে রাজ্যের জার্সি পাইয়ে দেওয়া হয়। কয়েকদিন আগে হকি ইভিয়ার আসরেও এরকম জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বাম আমল থেকেই একদল রাজনীতিবিদকে কৌশলে হাত করেছিল দেবরায় গোষ্ঠী। এখন তার রাজনীতিবিদদের দরকার নেই। চক্রবর্তী-কে সঙ্গে নিয়ে দিব্যি

বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি

মতো রাজ্য সংস্থাও গড়ে তোলা হয়। দেবরায় গোষ্ঠীর বিশাল পুকুরচুরির সংস্থা শীতঘুমে কাটায়। অথচ সাল থেকে নিয়মিতভাবে রাজ্য অলিম্পিক সংস্থাকে বাৎসরিক অনুদান দিয়ে আসছে আইওএ। ২০২০-২১ সাল পর্যন্ত মোট ৪৪ লক্ষ টাকা পেয়েছে রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা। সম্প্রতি আইওএ এই অর্থ খরচের হিসাব নাকি জানতে চেয়েছে। রাজ্য অলিম্পিক সংস্থার কোনও কর্মসূচি কখনও চোখে পড়ে না। শুধু বছরে একদিন অর্থাৎ অলিম্পিক দিবসের দিন একটি হলঘর ভাড়া করে টি-শার্ট বিলি করে একটি আলোচনা সভা করা হয়।এর বাইরে বাকি সময় রাজ্য অলিম্পিক

ঘটনা সামনে এসেছে। ২০১৪-১৫ স্বাইওএ এরকম একটি অপদার্থ সংস্থাকে ৪৪ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে। এই অর্থ গেলো কোথায় ? ক্রীড়াপ্রেমীরা প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্য ক্রীডাক্ষেত্রকে স্বচ্ছ করে তোলার জন্য যারা ক্রীড়া আইনের আশ্রয় নিতে চাইছে তারা কি বলবে এই পুকুরচুরিকে? তারা কিছু না করলেও আইওএ-র কাছে নাকি খবর পৌঁছে গেছে। তাদের দেওয়া অর্থে একটা গোষ্ঠী নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে তুলেছে। আইওএ নাকি গোপনে তদন্তও শুরু করেছে। আইওএ-র অর্থ নিয়েও যারা ছিনিমিনি খেলে তাদের কপালে বড় দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে বলাইবাহুল্য।

উন্মুক্ত ভলিবলে সেরা চন্দনমুড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা, ২৪ জানুয়ারিঃ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু-র জন্মদিবস উপলক্ষ্যে চন্দনমুড়ার কৃষ্ণ কুমার ক্ষল মাঠে এক ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মোট আটটি দল এতে অংশগ্রহণ করে। ফাইনালে মুখোমুখি হয় চন্দনমুড়া এবং বিশালগড়। ম্যাচে বিশালগড়কে ২-১ সেটে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে চন্দনমুড়া। এই প্রতিযোগিতা ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ দাস সহ অন্যান্যরা।

মস্থর বোলিং, তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে মোটা জরিমানা রাহুলদের



কেপটাউন, ২৪ জানুয়ারি ।। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে হেরেছে ভারত। খুইয়েছে সিরিজও। এ বার শাস্তিও পেল ভারত। মস্থর বোলিংয়ের জন্য মোটা জরিমানা করা হল ভারতীয় দলকে। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।আইসিসি-র এক বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেটারদের ৪০ শতাংশ ম্যাচ ফি জরিমানা করা হয়েছে। আইসিসি-র নিয়মানুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ ওভার শেষ করতেই হবে। না হলে, নির্ধারিত সময়ের পর যতগুলি ওভার বাকি থাকবে, প্রতিটির জন্য ২০ শতাংশ করে ম্যাচ ফি জরিমানা করা হবে। রবিবার ভারতীয় বোলাররা নির্ধারিত সময়ে দু'ওভার কম বল করেছিলেন ভোরতীয় দলের অধিনায়ক কেএল রাহুল অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং শাস্তি মেনে নিয়েছেন। ফলে এর কোনও শুনানি হবে না। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে ২৮৭ রানে অলআউট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে চার রান দুরেই শেষ হয়ে যায় ভারতের ইনিংস। এক দিনের সিরিজে চনকাম হয়েছে ভারত।

আফ্রিদি

ইসলামাবাদ, ২৪ জানুয়ারি ।।

আইসিসি পুরস্কারের ক্ষেত্রে এবার পাকিস্তানের দাপট। ২০২১ সালের জন্য বর্ষসেরা টি ২০ ক্রিকেটার পাকিস্তানের হয়ে ছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ান। বাবর আজম হয়েছেন বর্ষসেরা একদিনের ক্রিকেটার। এবার পুরুষদের ক্রিকেটে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারটি গেল পাকিস্তানের স্পিডস্টার শাহিন শাহ আফ্রিদির ঝুলিতে। টেস্টে বর্ষসেরা হয়েছেন জো রুট।পেস আর স্যুইংয়ের অস্ত্রে বিপক্ষকে ঘায়েল করে পাকিস্তানকে অনেক স্মরণীয় মুহুর্তের মুখে দাঁড় করিয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। টি ২০ বিশ্বকাপ-সহ তাঁর বিভিন্ন স্পেল নজর কেড়েছে ক্রিকেটবিশ্বের। তারই স্বীকৃতি আইসিসির বিচারে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান। দেশের হয়ে ৩৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিনি ৭৮টি উইকেট নিয়েছেন ২০২১ সালে। গড় ২২.২০। সেরা বোলিং ৫১ রানের বিনিময়ে ৬ উইকেট। বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়ে শাহিন শাহ আফ্রিদি পাচেছন স্যর গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি।টেস্ট ও টি ২০ ফরম্যাটেই বেশি দাপট দেখিয়েছেন আফ্রিদি, তাঁর গতি, স্যুইং, বোলিং বৈচিত্র্যে বিশ্বের তাবড় ব্যাটার সমস্যায় পড়েছেন। টি ২০ বিশ্বকাপে তিনি ৬ ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন। প্রথম ম্যাচেই ভারতের ব্যাটিং লাইন আপে ধস নামিয়ে দলের জয়ে বড় অবদান রাখেন। ডেথ বোলিংয়ে দলকে ভরসা দিয়েছেন, ২০২১ সালে টি ২০ আন্তর্জাতিকে ২১ ম্যাচে ২৩টি উইকেট নিয়েছেন। এই সময়কালে

ক্লাব। অবশ্য খেতাবি লড়াইয়ে দৌড়ছে রামকৃষ্ণ ক্লাবও। বলা যায়, করেছেন সত্যজিৎ দেবরায়।

আক্রমণে ঝাঁপালো ফরোয়ার্ড ক্লাব। বিদেশি চিজোবা-র নেতৃত্বে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনলো তারা। ৫১ মিনিটে আবর্ণহরি জমাতিয়া ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে ব্যবধান ২-০ করে। এরপর মাঠ জড়ে শুরু হলো চিজোবা-র একক প্রদর্শনী। আক্রমণের চাপে লন্ডভন্ড হয়ে গেলো টাউন ক্লাব। ৫৬, ৬৮ এবং ৭৫ মিনিটে পর পর তিনটি গোল করে চিজোবা। নিজের হ্যাট্রিকের পাশাপাশি ফরোয়ার্ডের হয়ে ব্যবধান বাড়ায়। ৫-০ গোলে এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। এরপর কিছুটা আত্মতুষ্ট হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে টাউন ক্লাবের হয়ে সংযোজিত সময়ে একটি গোল শোধ করে শিবা দেববর্মা। ৫-১ গোলে জয় পেয়ে লিগে শীর্ষে উঠে এলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। ম্যাচ পরিচালনা

ঘুরে দাঁড়াতে

প্রত্যয়ী দুই রাহুল কেপটাউন, ২৪ জানুয়ারি ।। দক্ষিণ

আফ্রিকা সফরে টেস্ট ও একদিনের সিরিজে পরাস্ত হয়েছে ভারত। ফেব্রুয়ারিতে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ ও টি ২০ সিরিজ খেলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নামবে রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন দল। রোহিত শর্মা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ফিরছেন। তবে হার্দিক পাণ্ডিয়া ও রবীন্দ্র জাদেজা ওই সিরিজে খেলতে পারবেন কিনা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু প্রোটিয়াদের দেশে একদিনের সিরিজের দলে ভারসাম্যের অভাব যে ছিল তা মেনে নিয়েছেন হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়।কেপ টাউন থেকে ভার্চুয়ালি সাংবাদিক বৈঠকে দ্রাবিড় বলেন, ছয়, সাত ও আট নম্বরে যে ক্রিকেটাররা আমাদের সাদা বলের ক্রিকেটে দলকে ভারসাম্য দেন তাঁরা এই সিরিজে ছিলেন না। তাঁরা দলে ফিরে এলে গভীরতা বাড়বে। তখন অন্য রণকৌশলেও খেলা সম্ভব হবে। লোকেশ রাহুলের অধিনায়কত্বে ভারত চারটি ম্যাচে হারলেও দ্রাবিড় তাঁর পাশেই রয়েছেন। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে রাহুল আরও পরিণত ও উন্নত হতে পারবেন বলে আশাবাদী দ্রাবিড়। একইসঙ্গে রোহিত শর্মার কামব্যাকেও ভারতের যে শক্তি বাড়বে তা মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি তিনি ৷দলে জায়গা ধরে রাখতে কাউকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে না হয় তা নিশ্চিত করতে রোহিত-বিরাট-রাহুলদের হেড স্যর। যদিও তার বিনিময়ে ভালো পারফরম্যান্সও যে দল প্রত্যাশা করে সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন দ্রাবিড়। নাম না করলেও শ্রেয়স আইয়ার বা ঋষভ পত্তের খেলায় যে তিনি সস্তুষ্ট নন তা বোঝা গিয়েছে কোচের কথায়। তিনি বলেন, দেশের হয়ে খেলার সময় দল যদি ধারাবাহিকভাবে সুযোগ ও দলে

নিরাপতা দেয় তাহলে বড় রান

করাটাও কাম্য। তবু যতটা পারা যায়

দলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই

হয়। কিন্তু ওই রেফারির কোনও ব্যক্তিগত অসুবিধা ছিল হোক যে কেউ প্রতিষ্ঠানের উর্দ্বের্ব নয়।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ না বলে খবর। তবে ম্যাচ শুরুর ঘন্টাখানেক আগে তিনি জানুয়ারিঃ কোনও সংস্থার পদ অলঙ্কত করা আর অন্য এক রেফারিকে জানিয়ে দেন যে, তিনি ওই ম্যাচে সুষ্ঠভাবে সেই সংস্থা চালানো এক জিনিস নয়। একটি চতুর্থ রেফারির ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। সংস্থাকে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে দরকার নিজের অন্য এক রেফারি সাধারণ দর্শক হিসাবে মাঠে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। সবাইকে বোঝাতে হবে যে এসেছিলেন। তাকেই অনুরোধ করে সেই ম্যাচে চতুর্থ কেউ সংস্থার চেয়ে বড় নয়। সংস্থার নিয়মবিরুদ্ধ কাজ রেফারির দায়িত্ব নিতে রাজি করানো হয়। অভিযোগ, করলে সবাইকে শাস্তি পেতে হবে। দুর্ভাগ্য, টিআরএ ওই সিনিয়র রেফারি আগরতলার প্রথম ডিভিশন (ত্রিপুরা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশন) যেভাবে চলছে লিগকে উপেক্ষা করে সেদিন রানিরবাজারে একটি তাতে তাদের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। কিছু প্রাই জমানি ফু টবল পরি চালনা কর তে চলে সংখ্যক রেফারি সব সময় নিজেদের প্রতিষ্ঠানের চেয়ে গিয়েছিলেন। এরকম ঘটনা তিনি প্রথম ঘটিয়েছেন বড় মনে করে। বাম আমলেও টিআরএ-কে এই ধরনের এমন নয়, আগেও অনেকবার এসব করেছিলেন। সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু কখনও তারা ওই সব যদিও টিআরএ কখনও এই রেফারির বিরুদ্ধে কঠোর রেফারিদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব দেখাতে পারেনি। হয়নি। এমনিতেই টিআরএ-তে একটা ডামাঢোল বর্তমানেও কতিপয় রেফারি নাকি টিআরএ-কে কোনও চলছে। বেশ কয়েকজন রেফারির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে মান্যতাই দিচ্ছে না। চলছেন নিজের মর্জিমাফিক। না তিন বছর ধরে। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত কারণে ক্ষুব্ধ। উমাকান্ত মাঠে চলছে প্রথম ডিভিশন ফুটবল। দুইদিন বর্তমান কমিটি তারই মাঝে চেষ্টা করছে একটা সুস্থ আগে এক রেফারিকে চতুর্থ রেফারির পোস্টিং দেওয়া পুরিবেশ গড়ে তুলতে। যদিও কতিপয় রেফারির হয়।পোস্টিং দিয়েছে টিআরএ।আর ওই রেফারি যেহেতু মর্জিমাফিক আচরণ টিআরএ-র ঝামেলা বাড়িয়ে টিআরএ-র সদস্য তখন তাকে এটা মানতে হবে। দিচ্ছে। ফুটবলপ্রেমীরা চাইছে এক্ষেত্রে টিআরএ ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকলে সেটা আগেই জানিয়ে দিতে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করুক। সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া

ম্যাচ গড়াপেটা করতে বলেন ভারতের ব্যবসায়ী

দাবি জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন ক্রিকেটারের

হারারে, ২৪ জানুয়ারি ।। তাঁকে এই ঘটনাটা জানাতে চাই।'ঘটনার ম্যাচ গড়াপেটায় যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভারতের এক জুয়াড়ি। সম্প্রতি নেটমাধ্যমে বিবৃতি জারি করে এ কথা জানালেন জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন ক্রিকেটার ব্রেন্ডন টেলর। তিনি জানিয়েছেন, ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন এবং কিছু দিন সময় নিয়ে তিনি ব্যাপারটি আইসিসি-কে জানান। এই ঘটনা তাঁকে মানসিক ভাবে এতটাই বিপর্যস্ত করে ফেলেছে যে, তিনি এখন একটি রিহ্যাব সেন্টারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গোটা বিষয়টি টুইটারে তুলে ধরে টেলর লিখেছেন, 'গত দু'বছর ধরে একটা বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। পরিস্থিতি আমাকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে এবং মানসিক ভাবে অত্যন্ত প্রভাব ফেলেছে। সম্প্রতি আমি গোটা ব্যাপারটা বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারকে জানাই এবং তাদের

বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে টেলর লিখেছেন, '২০১৯-এর অক্টোবরের শেষের দিকে ভারতের এক ব্যবসায়ী আমাকে স্পনসরশিপ এবং জিম্বাবোয়েতে চালু হতে চলা একটি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতার ব্যাপারে কথা বলতে সে দেশে যেতে বলেন। আমাকে মোটা টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়। একটু ভীত ছিলাম। কিন্তু গত ছ'মাস ধরে জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট আমাদের একটাও টাকা না দেওয়ায় এটাও মাথায় আসছিল যে, আদৌ জিম্বাবোয়ে আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতে পারবে কি না। টেলরের সংযোজন, 'আমি ভারতে যাই। ওদের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং ফিরে আসার আগে শেষ রাতে হোটেলে আমার জন্য ওই ব্যবসায়ী এবং তাঁর সহক্মীরা একটি নৈশভোজের আয়োজন করেন। মদ্যপানের পর ওঁরা সরাসরি আমাকে কোকেন নেওয়ার প্রস্তাব

থাকেন। আমি বোকার মতো কোকেন নিয়ে ফেলেছিলাম। অন্তত লক্ষ বার এই ঘটনাটা নিয়ে ভেবেছি এবং কী ভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছি।'টেলরের দাবি, তাঁর কোকেন নেওয়ার ছবি তলে রাখা হয় এবং ব্ল্যাকমেল করে ম্যাচ গড়াপেটায় যুক্ত হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। তবে টেলর এটাও জানিয়েছেন তিনি কোনও দিন ম্যাচ গড়াপেটা করেননি এবং ঘটনার কিছু দিন পরেই আইসিসি-কে গোটা ব্যাপারটি জানান। তবে দেরি করে জানানোর অপরাধে তাঁকে একাধিক বছরের জন্য নির্বাসিত করতে পারে আইসিসি। টেলর বলেছেন, 'আমি প্রতারক নই। ক্রিকেট খেলাটাকে ভালবাসি। তাই আইসিসি-কে ঘটনার কথা জানানোর পর আমি বহু সাক্ষাৎকার দিয়েছি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। কারণ আমি সৎ এবং স্বচ্ছ ছিলাম এবং ওদের তদন্তে • এরপর দুইয়ের পাতায় । ভালবাসা ও সমর্থনে আজ সবাইকে দেন এবং নিজেরাও কোকেন নিতে সব রকম সাহায্য করতে তৈরি ছিলাম।'

দুই বছর ধরে বন্ধ ক্লাব ও মহকুমা ক্রিকেট

মাঠ থেকে হারিয়ে অনেক তরুণ ক্রিকেটার আজ নেশায় ধুঁকছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, তবে প্রশ্ন উঠছে, ১৪টি ক্লাব এবং নেশায় আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ঃ ১৮টি মহকুমার ভূমিকা নিয়েও। বিসিসিআই বা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মাথায় এখন আইপিএল। দেশে হউক বা বিদেশে। সৌরভ এবং ১৮টি মহকুমা সন্মিলিতভাবে গাঙ্গুলি, জয় শাহ-দের এখন একমাত্র চিন্তা আইপিএল নিয়ে। এই অবস্থায় ২০২১-২২ সিজনে জাতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা আসর রঞ্জি ট্রফি সম্ভবত বাতিলই হয়ে গেছে। অর্থাৎ গত সিজনের মতো এই সিজনেও দেশের সিনিয়র ক্রিকেটারদের লাল বলে ক্রিকেট বা রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে খেলা হচ্ছে না। এই অবস্থায় টিসিএ-র দায়িত্ব রাজ্যে ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটে নজর দেওয়া। গত সিজনে টিসিএ ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের কোন আসর করেনি।এই সিজনেও এখন পর্যন্ত ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের কোন আসর হয়নি। কিন্তু রাজ্যের ক্রিকেট মহল চাইছে, টিসিএ ক্রিকেটমুখী হউক। টিসিএ-র হাতে এখনও সময় রয়েছে। এমবিবি এবং পুলিশ অ্যাকাডেমি মাঠ খালি। সুতরাং টিসিএ উদ্যোগী হলেই ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট হতে পারে।

প্রশ্ন, কেন তারা মাথানত করে টিসিএ-তে আছে? কেন ১৪টি ক্লাব টিসিএ-র উপর চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ ? টিসিএ সভাপতি শাসক দলের রাজ্য সভাপতি বলে কি ১৪টি ক্লাব এবং ১৮টি মহকুমা তাদের দাবি নিয়ে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না? অবশ্য তথাকথিত আগরতলা ক্লাব ফোরামের ভূমিকা নিয়েও ক্রিকেট মহল হতাশ।ক্লাব ফোরাম নেশামুক্ত রাজ্য গড়ার ডাক দিলেও ক্রিকেট মাঠে ক্রিকেট শুরু করার বিষয়ে তারা চরম ব্যর্থ। কয়েকজন প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, দুই বছর ধরে আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। বন্ধ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। বছরের পর বছর ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকায় অনেক জুনিয়র ক্রিকেটার আজ ক্রিকেট মাঠ ছেড়ে অন্য খেলায় যেমন চলে যাচ্ছে তেমনি কেউ কেউ নাকি নেশার কারবারে ঝুঁকছে। মাঠে যখন খেলা নেই তখন জুনিয়র

ক্রিকেটাররা কি করবে ? কেউ কেউ

নজিরবিহীনভাবে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দুই বছর ধরে আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট এবং মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ করে রেখেছে। মাঠে খেলা না থাকায় অনেক ছেলে আজ নেশায় আসক্ত হচ্ছে বলে তাদের দাবি। মহকুমার অনেক অভিভাবকরা বলেন, ছেলেরা খেলার মাঠ ছেড়ে এখন নেশা করে। জানা গেছে, শুধু মহকুমাই নয়, আগরতলাতেও নাকি কিছু কিছু ক্রিকেটার খেলাধুলা (ক্রিকেট) না থাকায় নেশায় ঝুঁকছে। এই প্রসঙ্গে অভিভাবকদের অভিযোগ, টিসিএ-র পাশাপাশি ক্লাবগুলি এর জন্য দায়ী। তারা ব্যর্থ ক্রিকেট খেলার আয়োজন আর এতে কেউ কেউ নেশায় মন দিচ্ছে। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলেন, দুই সিজন ধরে ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকায় অনেকের (ক্রিকেটার) কোন রোজগার নেই। ফলে টাকার জন্য কেউ কেউ বিপথে যাচ্ছে। এখানে টিসিএ এবং ক্লাবগুলির ভূমিকা অপরাধীর মতো।তারা বলেন, আজ

যদি ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট এবং

আসক্ত

হচ্ছে। মহকুমা ক্রিকেট নিয়মিত হতো তাহলে ছেলেরা যেমন মাঠে সময় দিতো তেমনি ক্লাবে খেলে টাকা পেতো। খেলে টাকা পেলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় থাকতো। কিন্তু আজ ক্রিকেট বন্ধ থাকায় কয়েকশো ছেলে আজ রীতিমতো রোজগার শূন্য। ক্রিকেট বন্ধ থাকায় অনেক ছেলে আজ বাজে নেশায় যুক্ত হচ্ছে বা ঝুঁকে যাচ্ছে। রাজ্যকে নেশামুক্ত করার পথে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ বলে খোদ ক্রীড়ামন্ত্রী যখন দাবি করছেন তখন তার দলেরই রাজ্য সভাপতির হাতে দুই বছর ধরে বন্ধ ক্লাব ক্রিকেট, মহকুমা ক্রিকেট। ক্রীড়ামন্ত্রী নিশ্চয় খেলাধুলা বলতে ক্রিকেটকেও বলেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে দুই বছর ধরে ক্লাব ক্রিকেট, মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ। এখন দেখার, ক্রীড়ামন্ত্রী বা ক্লাব ফোরাম টিসিএ-র সভাপতির উপর চাপ সৃষ্টি করে দুই বছর ধরে বন্ধ আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট এবং মহকুমা ক্রিকেটে কোন গতি আনতে পারে কি না। না খেলার মাঠ থেকে হারিয়ে তরুণ ক্রিকেটাররা নে**শা**য় ডুবে যাবে।

শৌভিক চক্রবর্তীর কর্নার থেকে হেড করেছিলেন ওগবেচে। বল

রাজ্যের সিংহভাগ স্বশাসিত ক্রীড়া

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ঃ চলতি অর্থ বছর শেষ হতে মাত্র ৬৫ দিন বাকি। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, রাজ্যের সিংহভাগ স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থার কাছে খবর নেই যে, এই অর্থ বছরে (২০২১-২২) তারা রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ থেকে আদৌ কোন আর্থিক অনুদান বা সরকারি অনুদান পাবে কি না। অভিযোগ, রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই নাকি সরকারি অনুদান বা সরকারি আর্থিক সাহায্য প্রদানে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ নাকি কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি পালন করছে না। অভিযোগ, মানিক সাহা-র মতোই নাকি ব্যর্থতা ভরা রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ চালাচ্ছেন অমিত রক্ষিত। যদিও রাজ্যে রীতিমত নজির তৈরি করেই শাসক দলের নেতা মানিক সাহা এবং পরবর্তী সময়ে শাসক দলের আরেক নেতাকে রাজ্য ক্রীড়া পর্যদের দায়িত্বে (সচিব) আনা হয়।অতীতে কিন্তু সরাসরি শাসক দলের এত বড় নেতাকে রাজ্য ক্রীড়া পর্যদের সচিব করা হয়নি।কি জোট আমল কি বাম আমল। সব আমলেই প্রাক্তন অফিসারদের ক্রীড়া পর্যদের সচিব পদে আনা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে রাম সরকার ক্ষমতায় আসার পর

দলের দই তাবড নেতাকে রাজ্য ক্রীড়া পর্যদের দায়িত্বে বসানো হলেও গত প্রায় সাড়ে তিন বছরে ব্যর্থতার শিখরে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ। অভিযোগ, ক্রীড়া পর্যদের ক্ষমতার জোরে কেউ কেউ রাম আমলে মালামাল হলেও রাজ্যের স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির আর্থিকভাবে কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা যে, ক্রীড়া পর্যদের চেয়ারম্যান হিসাবে মনোজ কান্তি দেব এবং বর্তমান সময়ে সুশান্ত চৌধুরী যেমন একসাথে ক্রীড়া পর্যদের অনুমোদিত ৩২টি ক্রীড়া সংস্থাকে নিয়ে একদিনও বৈঠকে বসার সময় পাননি তেমনি মানিক সাহা এবং তারপর অমিত রক্ষিত। জানা গেছে, গত ১ আগস্ট থেকে রাজ্যে সরকারিভাবে খেলাধুলা শুরু হয়েছে। এখনও রাজ্যে খেলাধুলা বন্ধ হয়নি। কিন্তু ক্রীড়া পর্ষদ থেকে এখনও সিংহভাগ স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা সরকারি অনুদান না পাওয়ায় তাদের পক্ষে না জেলাভিত্তিক আসর না রাজ্যভিত্তিক আসর করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া যারা সাহস করে রাজ্যভিত্তিক আসর করেছে তাদের নাকি সামান্য কিছু টাকা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ক্রীড়া মহলের প্রশ্ন, রাজ্যে যখন ডাবল ইঞ্জিনের

জোয়ার বইছে, রাজ্যের পাশে যখন কেন্দ্র তখন কেন রাজ্যের স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির সরকারি অনুদান বা সরকারি সাহায্য এক প্রকার বন্ধ হয়ে আছে বা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা বলেন, বাম আমলে প্রতি অর্থ বছরে একটা নির্দিষ্ট অনুদান বরাদ্দ করা হতো। প্রতি বছরের জুন-জুলাই মাসে ক্রীড়া পর্যদ থেকে জানিয়ে দেওয়া হতো যে, এক অর্থ বছরে কোন ক্রীড়া সংস্থা কত টাকা পাবে। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে এসব কিছু উধাও। চলতি অর্ছ বছরের মাত্র ৭০ দিন বাকি। কিন্তু এখনও ক্রীড়া পর্যদ থেকে জানানো হয়নি যে, এই বছর (২০২১-২২) কোন ক্রীড়া সংস্থা কত টাকা পাবে। অভিযোগ, ক্রীড়া পর্যদের এক কর্তা নাকি রাজ্যভিত্তিক আসর করে খরচের বিল জমা দিতে বলেছেন। তবে যারা রাজ্য আসর করেছে তারা দুই লক্ষ টাকা খরচ করে বিল জমা দিয়ে নাকি এখন ২৫ হাজার টাকা পাওয়ার কথা শুনছেন।ফলে মাথায় হাত যারা রাজ্য আসর করেছে। যারা এখনও রাজ্য আসর করেনি তারা ঠিক বলতে পারছে না যে, আদৌ তারা খেলা করবে কি না।

টাউন ক্লাবকে বিধ্বস্ত করলো ফরোয়ার্ড



খেতাবের জন্য চলছে ত্রিমুখী লড়াই। সোমবার উমাকান্ত মিনি এদিন শুরুতেই গোল তুলে নেওয়ার স্টেডিয়ামে ফরোয়ার্ড ক্লাব ৫-১ লক্ষ্য নিয়ে ঝাঁপায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। গোলে উড়িয়ে দিল টাউন ক্লাবকে। মাঝমাঠের দখল নিতে বেশি ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসুবিধা হয়নি। ৫ মিনিটেই একচেটিয়া দাপট নিয়ে খেললো ফরোয়ার্ড ক্লাবকে এগিয়ে দেয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। দুই বিদেশি চিজোবা ইয়ামি। এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। এবং ভিদাল যথারীতি বিপক্ষের প্রথমার্ধে আরও সুযোগ পায় তবে রক্ষণে ত্রাসের সঞ্চার করলো। দুর্বল ব্যবধান বাড়াতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে টাউন ক্লাবের রক্ষণ বার বার কেঁপে অন্যরকম মেজাজে দেখা গেলো উঠলো। যদিও এই দলটি কয়েকদিন তাদের। একেবারে অলআউট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ঃ টাউন

ক্লাবকে বিধ্বস্ত করে আরও একটি

সহজ জয় তুলে নিলো ফরোয়ার্ড

ক্লাব। আগের দিন আরও এক

ফেভারিট এগিয়ে চল সংঘ হেরে

গিয়েছে। ফলে এদিন জেতায় লিগ

তালিকায় শীর্ষে পৌছালো ফরোয়ার্ড

কিন্তু সোমবারের হায়দরাবাদ ম্যাচ

তাদের মাটিতে আছড়ে ফেলল।

প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা

বার্থোলোমিউ ওগবেচে সোমবার

হ্যাটট্রিক করলেন। অপর গোলটি

অনিকেত যাদবের। এসসি

ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে গোটা ম্যাচে

সেই ছন্দ দেখা যায়নি। আন্তোনিয়ো

পেরোসেভিচ মাঠে ফিরলেও ছাপ

ফেলতে পারেননি। ড্যারেন

সিডোয়েলকে তো জার্সি নম্বর দেখে

চিনতে হচ্ছিল। ২১ মিনিটেই প্রথম

গোল খায় এসসি ইস্টবেঙ্গল।

আগে পুলিশকে উড়িয়ে দিয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে একটা প্রত্যাশা ছিল যে হয়তো টাউন ক্লাব কিছুটা লড়াই করবে। যদিও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলো না তারা। টাউন ক্লাব এই বছর যে দল গড়েছে তাতে এক-দুই দিন ভালো খেলতে পারে। তবে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলার ক্ষমতা নেই। আর ফরোয়ার্ড ক্লাবের মতো শক্তিশালী দলের সামনে পড়লে কি হবে তা বোঝাই গেলো।

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ।। লাল-হলুদ গোলরক্ষক অরিন্দম হায়দরাবাদই। তার সুফলও পায় তারা। ৭৪ মিনিটে বক্সের বাইরে মরসুমের দ্বিতীয় কলকাতা ডার্বি ২৯ ভট্টাচার্যের সামনে ড্রপ খেয়ে গোলে জানুয়ারি। তার আগে অত্যন্ত চাপে ঢুকে যায়। দ্বিতীয় গোল বিরতির থেকে শটে গোল করে হ্যাটট্রিক এসসি ইস্টবেঙ্গল। সোমবার দু'মিনিট আগে। এ বার লাল-হলুদ সম্পূর্ণ করেন ওগবেচে। ৮৪ মিনিটের হায়দরাবাদ এফসি-র কাছে ০-৪ ডিফেন্ডারদের হেলায় কাটিয়ে গোল মাথায় লাল-হলুদের নবাগত ব্যবধানে হেরে গেল তারা। শুধু তাই করেন ওগবেচে। পরের মিনিটেই ফুটবলার মার্সেলো হায়দরাবাদ বক্সে নয়, গোটা ম্যাচে লাল-হলুদ ডিফেন্স তৃতীয় গোল। এ বার অনিকেত ঢুকে গিয়েছিলেন। বিপক্ষ এতটাই জঘন্য খেলেছে যে, যাদব ব্যবধান বাড়ান। প্রথমার্ধে তিন গোলকিপার কাট্টিমানি তাঁকে ফাউল কলকাতা ডার্বি আগেই প্রমাদ গুণতে গোলে পিছিয়ে পড়ায় ম্যাচের ভাগ্য কাৰ্যত ওখানেই শেষ হয়ে শুরু করেছেন সর্মথকরা।আগের ম্যাচেই এফসি গোয়াকে হারিয়ে গিয়েছিল। তবু ইস্টবেঙ্গলের তরফে গোল শোধ করার মরিয়া প্রচেষ্টা উত্তেজনায় ফুটছিল লাল-হলুদ।

করলে পেনাল্টি পায় এসসি ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু ফ্রানিয়ো পর্চের গড়ানো শট অনায়াসে আটকে দেন কাট্টিমানি। শেষ দিকে অরিন্দম একটি দেখা যায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে একের পর দুরন্ত সেভ না করলে পঞ্চম গোলও আক্রমণ করে খেতে পারত লাল-হলুদ।



অর্থ বছরের বাকি মাত্র ৬৫ দিন

সংস্থা পায়নি সরকারি অনুদান প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, রক্ষিত। কিন্তু অভিযোগ, শাসক সরকার, রাজ্যে যখন উন্নয়নের

''স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা' Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur 9436940366

জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি

করছি। যদিও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা

স্বাভাবিক বলেই পুলিশ মহানির্দেশকের

মন্তব্য।প্রজাতন্ত্র দিবসের আগেই গোটা

রাজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও

জোরদার করা হয়েছে বলে তিনি দাবি

করেছেন।পুলিশ এবং নিরাপত্তার সঙ্গে

যুক্ত সব সংস্থাগুলিকেই সতর্ক করা

হয়েছে। সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে

বিএসএফকে বলা হয়েছে। এছাড়া কিছু

এলাকায় আলাদাভাবে পুলিশ এবং

টিএসআর'র মোতায়েন বাড়ানো

হয়েছে।আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র

দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে আসাম

রাইফেল ময়দানে। এখানেই জাতীয়

পতাকা উত্তোলন করা হবে। এছাড়া

পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের রাষ্ট্রপতি

পুরষ্কারপ্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া

হবে। ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি

পুরষ্কার প্রাপকদেরই মূলত ট্রফি

তুলে দেওয়া হবে। এই তালিকায়

রয়েছেন ২০২০ সালের

প্রশংসামূলক কাজের জন্য

রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেল

পুরষ্কার প্রাপ্ত স্পেশাল ব্রাঞ্চের

এসপি শঙ্কর দেবনাথ। তিনিও

রক্তাক্ত বন

দফতরের কর্মী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। যান সম্ভ্রাসে জখম আরও এক সরকারি কর্মচারী। সোমবার আমতলিতে যান সম্ভ্রাসে রক্তাক্ত হয়েছেন ধনুমোহন ত্রিপুরা নামে ৪৮ বছরের এক ব্যক্তি। তিনি বন দফতরে কর্মরত। আমতলি এলাকা থেকে প্রতাপগড়ের অফিসে যাওয়ার পথেই যান দুর্ঘটনার শিকার হন ধনুমোহন। তাকে অ্যাস্বলেন্সে পাঠানো হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসা চলছে তার। প্রসঙ্গত রাজ্যে একের পর এক যান দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। প্রত্যেকদিন পাকা রাস্তায় রক্ত ঝরছে সাধারণ নাগরিকদের। অথচ যান দুর্ঘটনা বন্ধ করতে প্রশাসন বা পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও বড় কোনও পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়নি।

মৃত্যু আরও এক চাকরিচ্যুত শিক্ষকের



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হলো আরও একটি নাম। মারা গেছেন কুমারঘাট মহকুমার নবীনছড়া এলাকার প্রাক্তন শিক্ষক চিন্ময় চাকমা (৩৮)। তাকে নিয়ে ১০৩২৩ শিক্ষকদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৩জনে। হাদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চিন্ময় বলে জানা গেছে। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ প্রাক্তন স্নাতক শিক্ষক চিন্ময় মারা গেছেন। এই ঘটনায় জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩ সংগঠন গভীর শোক জানিয়েছেন। সংগঠনের পক্ষে বিজয় কৃষ্ণ সাহা এবং কমল দেব প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তারা জানান, চিন্ময় ছিলেন তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। চাকরি হারানোর পর থেকেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। পরিবার চালানোর মতো খরচ রোজগার করতে পারছিলেন না। মানসিক চাপে শেষ পর্যন্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চিন্ময়। আমরা ১০৩২৩ শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আবারও

নেশার বিরুদ্ধে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনাঃ ডিজিপি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে ত্রিপুরা পুলিশ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এই জন্য সব জেলায় বলা হয়েছে পরিকল্পনা তৈরি করতে। এরপরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সোমবার আসাম রাইফেল মাঠে প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজের শেষ প্রস্তুতি দেখতে হাজির হন রাজ্য পুলিশের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তেলিয়ামুড়া, ২৪ জানুয়ারি।।

বিয়ের পর মেয়ে তার মায়ের

বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু

সেই আসাই যেন শেষ পর্যন্ত তার

এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন

পাল্টে দিল। কারণ, অস্টমঙ্গলায়

বেড়াতে আসা নববধূর অগ্নিদগ্ধা

হয়ে মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা

তেলিয়ামুড়া থানাধীন ডিএম

কলোনি এলাকায়। গত ৪ অগ্রহায়ণ

আমবাসা রেলস্টেশন এলাকার শাস্ত

সরকারের বিয়ে হয়েছিল ১৯

বছরের পূজা মন্ডলের সাথে। বিয়ের

পর থেকেই নাকি পূজার উপর

নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। এমনই

অভিযোগ করেছেন তার মা। স্বামী

এবং ছেলের যন্ত্রণায় মেয়েকে নিয়ে

ডিএম কলোনি এলাকায় ভাড়া

থাকেন ওই মহিলা। সেখানেই তার

মেয়ের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের দুই

মাসের মাথায় মেয়ের এভাবে মৃত্যু

হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে

পারেননি। এদিন সকালে

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের সামনে

দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন

সস্তানহারা মা। তিনি জানান, মেয়ে

তার স্বামীকে নিয়ে অস্টমঙ্গলায়

ডিএম কলোনিস্থিত তাদের ভাড়া

বাডিতে বেডাতে এসেছিল।

সেখানে স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে কথা

কাটাকাটি হয়। পরবর্তী সময় এই

ঘটনা। পূজা নিজেই গায়ে আগুন

লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে

দ্-পক্ষই জানান। তবে তার এই

অন্তমঙ্গলায় আসা নববধূর

অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

মহানির্দেশক ভিএস যাদব। এখানেই তিনি এই মন্তব্যগুলি করেছেন। আগের রাতে শহরের এডিনগর থানা এলাকায় এক কোটি টাকা হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায়ও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের প্রধান। তিনি বলেন, গোয়েন্দা পুলিশের সাহায্যেই শহরে বিশাল পরিমাণে নেশা দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় কারা কারা

কথা অনুযায়ী বিয়ের পর থেকেই

পূজার উপর নানান ধরনের নির্যাতন

শুরু হয়ে যায়। স্বামী এবং শাশুড়ি

মিলেই পূজার উপর নির্যাতন চালায়

বলে অভিযোগ। সোমবার

সাতসকালে পূজা মায়ের ভাড়া

বাড়িতে আত্মঘাতী হন। খবর পেয়ে

তেলিয়ামুড়ার দমকল বাহিনী

ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পূজাকে উদ্ধার

করে নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া

হাসপাতালে। কিন্তু কর্তব্যরত

চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে

ঘোষণা করেন। ঘটনা সম্পর্কে পূজার

স্বামী শান্ত সরকার জানান, ঘটনার

সময় সে ওই বাড়িতে ছিল না। প্রথমে

সে শুনতে পেয়েছিল তার স্ত্রী হাতের

শিরা কেটে ফেলেছে। এই কথা

শুনেই তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ছুটে

আসে। কিন্তু হাসপাতালে এসে

দেখতে পায় স্ত্রী'র অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ।

পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শান্ত

সরকারকে থানায় নিয়ে আসে।

এদিকে ময়নাতদন্তের পর পূজার

মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় তার

পরিজনদের হাতে। সাতসকালে এই

মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে

এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

পূজার মা মেয়ের উপর চলা

নির্যাতনের অভিযোগ জানালেও এই

বিষয়ে কিছুই বলেনি শান্ত

সরকার। সেই কারণেই ধারণা করা

হচ্ছে পূজার মৃত্যুর পেছনে রহস্য

লুকিয়ে আছে। পুলিশ এখন কি

ফার্মাসিস্ট চাই

ওযুধ এর দোকানের জন্য

একজন ফার্মাসিস্ট চাই।

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 7005863184

তদন্ত করে সেটাই দেখার।

যক্ত তা তদন্ত করা হচ্ছে। এত বিশাল টাকার নেশা সামগ্রী কারা শীঘ্রই এই নেশা দ্রব্যের মূল কারবারিদের জালে তুলবো। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সম্প্রতি পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে

এনেছে তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ধৃত বাবা-ছেলেকে। আমরা নেশা মুক্ত রাজ্য গঠন করতে আলাদাভাবে কাজ করতে

ঋণের চাপে আত্মঘাতী মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। ঋণের টাকার চাপে আত্মঘাতী হলেন আরও একজন। কয়েকদিন পর পরই ঋণের টাকার চাপে আত্মহত্যার ঘটনা সামনে আসছে। এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে এক মহিলার নাম। তিনি জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তার নাম ঋষিদাস (60) বিশালগড়ের নিহাল চন্দ্রনগরে সুভদার বাড়ি। সোমবার তার মৃত্যুতে জিবিপি হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। তারা জানিয়েছেন, ঋণের টাকার জন্যই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন সুভদ্রা। তিনি বিএসএফ'র জওয়ান শস্তু ঋষিদাস থেকে দেড় লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ৫ টাকা সুদের হারে এই ঋণ নেন তিনি। ইতিমধ্যেই দুই দফায় ৬৫ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখন সূদ-সহ তিন লক্ষ টাকা চাইছেন শস্তু। এই টাকা না দিতে পারায় প্রত্যেকদিনই অপমান করা হচ্ছিল

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,৫৫০ ভরি ঃ ৫৬,৬৪১

এখানে পুরাতন ইট, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ, চিপস্ বিক্রয় হয়।

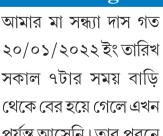
শিবশক্তি কেরিং সেন্টার 8413987741

9051811933 বিঃ দ্রঃ- এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর দুইয়ের পাতায়

বিক্ৰয়

Missing



Contact -6909556684

পর্যন্ত আসেনি। তার পরনে ছিল লাল, সাদা মিলে শাড়ি।

ट्यन रेटिया अत्रन छालिस

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

घात वाम A to Z मधमात मधीन যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশাই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান



যান সন্ত্ৰাসে ব্রকে ফের মৃত্যু রহিমের প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। যান

দুর্ঘটনায় মারা গেলেন শিক্ষা

দফতরের করণিক রহিম মিয়া

(২৯)।সহকর্মীর মৃত্যুতে শোকাহত

শিক্ষা দফতরের কর্মীরা ছুটে যান

রহিমের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে।

রহিমের বাড়ি মঙ্গলবার যেতে

পারেন বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের

অধিকৰ্তা চাঁদনী চন্দ্ৰণ। গত ২০

জানুয়ারি প্রতাপগড়ে একটি ট্রিপার

গাড়ির সঙ্গে রহিমের বাইকের

সংঘর্ষ হয়। শিক্ষা দফতরের করণিক

রহিমকে দমকলের কর্মীরা উদ্ধার

করে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি

করায়। রাতেই শিক্ষা দফতরের

সহকর্মীরা জিবিপি হাসপাতালে ছুটে

যান। শিক্ষা দফতরের প্রবীণ কর্মী

দিলীপ দেববর্মার নেতৃত্বে সহকর্মীর

চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকার

উপর চাঁদাও তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু

চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২২ জানুয়ারি

রাতে মারা যান রহিম। তার

শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে হিন্দু সম্প্রদায়ের

লোকজনের সমাগম বেশি ছিল বলে

জানা গেছে। অফিসে ভদ্র-নম্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। আবারও ক্রাইম ব্রাঞ্চ জেরা করলো বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পবিত্র করকে। সোমবার ক্রাইম ব্রাঞ্চে ডেকে নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সিপিএম নেতা পবিত্রবাবুকে। তিনি এভাবে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। এর আগেও বোধজংনগর থানার একটি মামলায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ পবিত্র করকে ৫ ঘণ্টা জেরা করেছিল। ওই মামলায় রাজ্য পুলিশের ভিজিলেন্স শাখাও একাধিকবার পবিত্র করকে জেরা করেছিল। জানা গেছে, আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন ২৮ কোটি টাকার সম্পত্তি পবিত্র করের নামে রয়েছে বলে রাজ্য পুলিশের ভিজিলেন্স শাখায় অভিযোগ জমা পড়েছিল। বোধজংনগর থানা এলাকার এক বিজেপি নেতা এই অভিযোগটি জমা করেছিল। বিজেপির মণ্ডল নেতার অভিযোগ মূলে পুলিশের ভিজিলেন্স শাখা একাধিকবার পবিত্র



করকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার বাড়ির সম্পত্তির সব দলিলও দেখে। এরপরই ভিজিলেন্স শাখা থেকে বোধজংনগর থানায় ২৮ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ এনে মামলা করা হয়। এই মামলার তদন্ত যায় ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে। দু'মাস আগে পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ পবিত্র করকে ক্রাইম ব্রাঞ্চে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার খয়েরপুর এবং আগরতলার বাড়িতে টানা এগারো ঘণ্টা অভিযান চলে। এরপর থেকেই পবিত্র করকে গ্রেফতার করা হবে বলে গুঞ্জনও তৈরি করে দেওয়া হয়। অথচ জিজ্ঞাসাবাদের পর থেকে রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ কোনও কিছুই করতে পারেনি পবিত্রবাবুর। যেমনটা হয়েছিল বামফ্রন্টের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর ক্ষেত্রে। দুর্নীতির অভিযোগে বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে তদন্তের নামে হেনস্থা করেছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং পশ্চিম থানার পুলিশ। অথচ বছরের উপর কেটে গেলেও বাদল চৌধুরীর নামে এখন পর্যন্ত আদালতে চার্জশিটই • এরপর দুইয়ের পাতায়





मूर्यंत्र गर्छ डेड्यून १७, **२७ माशसुत्र मिण एकता** धाकात्मव माणा छेमात २७, धात एखेरात माएं। छेम्ब्रल।।

পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে তোমার সুন্দর ভবিষ্যৎ ও দীর্ঘায়ু কামনায়— বাবা, মা, ঠাকুমা, দিদা, জেঠু, জেঠিমা, বড়, মেঝ ও ছোট পিসী, বড় পিসু, ছোট পিসু, মামা, মাসী, মেসো এবং দাদা, দিদিরা।

ঠিকানা — বিবেকানন্দ নগর, আমবাসা।

VACANCY

One D. Pharma. Experience Pharmacist require for MADHYA PRADESH JAN AUSHADHI SANGH Retail Medicine Counter at Hapania Hospital Compound Agartala. Age- 30 max. Send resume at agmmarketing@janaushadhisangh.org before 07.02.2022.

Contact :- 8420233797



পদক্ষেপের জন্য স্বামীকেই এরপর দুইয়ের পাতায় দোষারোপ করছেন পূজার মা। তার ফের অচল আইজিএম'র লিফট



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। আইজিএম হাসপাতালে আবারও অচল হয়ে পড়লো লিফ্ট। বহুতল হাসপাতালটির দুটি লিফ্ট অচল হয়ে পড়েছে। রবিবার রাত থেকে লিফ্ট অচল হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েছেন স্বাস্থ্য কর্মী থেকে শুরু করে রোগীরা। পাঁচ তলায় রোগীদের সিঁড়ি বেয়ে উঠা-নামা করতে হচ্ছে। কয়েকদিন আগেই হাসপাতালটির লিফ্ট অচল হয়ে পড়েছিল। এই নিয়ে প্রতিবাদী কলম খবর প্রকাশ করতেই দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আবারও অচল হয়ে পড়েছে কারণে ডাক্তার থেকে শুরু করে করে স্বাস্থ্য কর্মীরা।

স্বাস্থ্য কর্মীদের ৫ তলা পর্যন্ত রোগী দেখতে সিঁড়ি বেয়ে উঠা-নামা করতে হয়েছে। প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যেই রোগীদের পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়েছে। কয়েকজন রোগীকে তাদের পরিজনরাই খুব কষ্টে সিঁড়ি বেয়ে চার এবং পাঁচতলায় তুলেছেন। রোগীর পরিজনরা দ্রুত লিফ্ট ঠিক করার দাবি তুলেছেন। কারণ সিঁড়ি বেয়ে উঠানামার ফলে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন একাধিক রোগী। এই বিষয়ে আইজিএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এই কারণে ভোগান্তির হাসপাতালের দু'টি লিফ্ট। যে শিকার হচ্ছেন রোগী থেকে শুরু

এদিন আসাম রাইফেল ময়দানে হিসেবে পরিচিত রহিমের মৃত্যুতে মহড়ায় অংশ নিয়েছেন। শোকাহত গোটা শিক্ষা দফতর। ভার্সিটিতে প প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে বসে। রাস্তা অবরোধও করা হয়। চাপে পড়ে কিছু পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই ঘটনায়

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি ।। ছাত্র আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়েই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে। সোমবারই এলএলবি, আইএনডি, ডি-ভক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম সেমিস্টারের পরীক্ষা স্থগিত রাখার নির্দেশ জারি করা হয়। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক অধ্যাপক চিন্ময় রায় এই নির্দেশিকাটি জারি করেছেন। এর ফলে পরবর্তী তারিখ ঘোষণা পর্যন্ত এই পরীক্ষাগুলি বন্ধ থাকবে। করোনা অতিমারির মধ্যে অনেক ছাত্ৰছাত্ৰী সংক্ৰমিত হয়ে আছে বলে দাবি তোলা হয়েছিল। এই কারণে

এনএসইউআই'র সভাপতি সম্রাট রায় জানান, দীর্ঘ লড়াইয়ের পর কিছু পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু করোনা কি শুধুমাত্র কয়েকটি পরীক্ষার জন্য হবে ? রাজ্যের বহু ছাত্রছাত্রী করোনা আক্রান্ত হয়ে পডেছে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে কলেজস্তরে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। অতিমারির জন্য এখনও সিলেবাসও শেষ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে পরীক্ষা আপাতত স্থগিত রাখা দাবিতে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় আন্দোলনে নামবো।

ব্যাস এখন আর দৃঃখ নয় আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান

সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে। মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা। যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্ কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সফি খান। সত্যের একটি নাম। মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)



আগরতলা ডিড় রাইটার্স এসোসিয়েশনে গত ২০-১২-২০২১ ইং তারিখ সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক (গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আগামী ৩ (তিন) বৎসরের জন্য কার্যকরী কমিটির ১১ জন সদস্য নির্বাচিত হয়। তন্মধ্যে-সভাপতি- শ্রী প্রদীপ কুমার পাল, সহ-সভাপতি - দীপক চৌধুরী, সম্পাদক - শ্রী সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সহ-সম্পাদক - শ্রী সঞ্জিত সরকার, হল কন্ট্রোলার - মোঃ সানু মিঞা। কার্যকরী সদস্য ঃ শ্রী চন্দন কর, শ্রী সুমন দাস, শ্রী জয়ন্ত সরকার, শ্রী মিঠুন দাস, শ্রী সুনীল পাটোয়ারী, শ্রী অজিত দাস। অদ্য ১৯-০১-২০২২ ইং তারিখ এসোসিয়েশনের হল ঘরে নবনির্বাচিত সদস্যগণকে শপথ বাক্য পাঠ করার মাধ্যমে নির্বাচিত ১১ জন সদস্য এসোসিয়েশনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। শপথবাক্য পাঠ করান নির্বাচন

আধিকারিক শ্রী সঞ্জীব কুমার দেব মহাশয়।

সুরজিৎ সেনগুপ্ত